Issue cover not available

Vol. 14 | No. 2 | 1970

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হোমার

Volume	14
Issue	2
Year	1970
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mobashwer Ali
Published online	December 1, 1970
DOI	10.62328/sp.v14i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v14i2.1
Pages	1-93
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

হোমার

মোবাশ্বের আলী

এক

হোমারের জন্ম ও জীবন-কথা রহস্য-সংসক্ত এবং এ-নিয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। ইলিয়ড ও ওডিসিতে তাঁর জীবনীর কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং সব চাইতে বড় কথা এই যে, তাঁর সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে তিনি বিগত হবার অনেক পরে। তাঁর প্রথম উল্লেখ করেছেন কোলোফনের জেনোফেনিস খ্রীঃ পূঃ ৫৫০-এ।

হোমারের কাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক হেরোডটাসের (আনুমানিক ৪৪০ খ্রীঃ পূঃ) মতে হোমার তাঁরও ৪০০ বছর আগে অর্থাৎ আনুমানিক ৮৫০ খ্রীঃ পূর্বে বর্তমান ছিলেন। হেরোডটাসের আলোচনা থেকে মনে হয়, অন্যান্যরা হোমারের কাল আরো আগে নির্ণয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা হোমারের জীবৎকাল দশম-একাদশ খ্রীঃ পূঃ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। অথচ আধুনিক কালে পণ্ডিতেরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হোমার খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন এবং ইলিয়ড আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭৫০ ও ওডিসি আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭০০-এ রচিত হয়। আধুনিক কালের পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্তই অনেকটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

গ্রীস দেশের সাতটি নগরী হোমারের জন্মস্থান বলে দাবী করে। তথ্যাভাবে সঠিক নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবে এ যথার্থ যে তিনি গ্রীস মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন না। এজিয়ান সমুদ্রের পূর্বতীরে এবং এশিয়া মাইনরে গ্রীকদের যে উপনিবেশ ছিল, এর কোন একটি নগরী বা দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ ও জীবন অতিবাহিত করেন। এবং সেখানেই তিনি ইলিয়ড ও ওডিসি রচনা করেন।

সাইমি ও স্মার্ণা এই দুই নগরীই তাঁর জন্মস্থান বলে দাবী করে। আবার কিয়স দ্বীপ তাঁর জন্মস্থানের গৌরব করে থাকে। কিন্তু তথ্যাভাবে সঠিক নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার।

সম্ভবতঃ তিনি এশিয়া মাইনরের স্মার্ণাতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে কিয়স দ্বীপে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। সে যাই হোক, এ নিশ্চিত যে তিনি আইওনিয়াতে ছিলেন এবং ইলিয়ড ও ওডিসি আইওনিয়াতে রচিত হয়েছে। এশিয়া মাইনরের কোলোফোনে একটি শিলালিপি থেকে তাঁর সম্পর্কে এই উদ্ধার করা হয়েছে : "Thou didst bring forth with thy divine soul two daughters, two poems in honour of heroes, the one telling of the return of odysseys, the other of the war at Ilium. অর্থাৎ তিনি দৈবী প্রতিভা নিয়ে বীরদের স্মরণার্থে দু'টি কাব্য রচনা করেন—একটির বিষয় ওডিসাসের প্রত্যাবর্তন, অপরটির বিষয় ইলিয়ামের যুদ্ধ। প্রাচীনকালে এই বিশ্বাস বহুল প্রচলিত ছিল।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আইওস দ্বীপে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সমুদ্রতীরে কয়েকজন তরুণ জেলের ধাঁধার জবাব দিতে না পেরে একটি দৈববাণী তাঁর স্মরণ হয় : দৈববাণীতে তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যুবকদের ধাঁধা সম্পর্কে। ধাঁধাটি এইঃ

"What we caught we left behind
What we caught not we bear with us"

তিনি একটি সমাধি-লিপি রচনা করেন এবং এই ঘটনার তিন দিন পর মারা যান। এরিষ্টটলের একটি লুপ্ত গ্রন্থ থেকে এই গল্পটি উদ্ধার করা হয়েছে।

হোমার বলে কেউ ছিলেন কি ?

হোমারের অস্তিত্ব দারুণ বিতর্কমূলক এবং এরূপ বিতর্কের অবকাশ বিশ্বের সাহিত্যে আর কোন কবিকে নিয়ে ঘটেনি। শুধু তাই নয়, তিনি ইলিয়ড ওডিসি রচনা করেছেন কিনা, এই নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এবং তাঁর অস্তিত্বে সংশয় পোষণ করে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও উনিশ শতকে জার্মানীতে একটি গোষ্ঠী পর্যন্ত গড়ে উঠেছে।

প্রাচীনকালে হোমারের অস্তিত্ব নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি মতবাদ গড়ে ওঠে এবং তা এই যে হোমার শুধু ইলিয়ড রচনা করেছেন, ওডিসি রচনা করেন নি। এই মতবাদ যাঁরা পোষণ করতেন তাঁদের Chorizontes বা বিচ্ছিন্নবাদী বলা হয় এবং তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য জেনো ও হেলানিকাস। কিন্তু তাঁদের মত সমর্থিত হয়নি।

মধ্যযুগে হোমার সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্নের অবতারণা করেন নি। কিন্তু ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট উড 'Essay in the orignal genius of Homer-এ প্রশ্ন তুলেছেন, হোমারের সময় লেখ্য রীতি প্রচলিত ছিল কিনা! তিনি না বলেছেন। এর উপরে ভিত্তি করে ফ্রেডারিক আগষ্ট উলফ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে Prolegomena ad Homerum' (হোমার-পরিচিতি)-এ বলেছেন, হোমার বলে কেউ ছিলেন না এবং তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। ইলিয়ড ও ওডিসি এই দু'টা মহাকাব্যের উপাদান বহুকাল ধরে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে এই সকল গাথা লোকমুখে স্মৃতির মাধ্যমে সঞ্চারিত হতো এবং এই সঞ্চারণের সময়ে অনেক পরিবর্তন ও সংযোজন ইচ্ছাকৃত বা আকস্মিক ভাবে—হতো। লেখ্য রীতি ছিল না এবং সাহিত্যিক

উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হতো না। 'হোমার' বলে যিনি পরিচিত, তিনি অশেষ প্রতিভা বলে মহাকাব্যের বিচ্ছিন্ন উপাদান—যা বহুকাল ধরে লোকমুখে প্রচলিত—একত্রীভূত করেন। ইলিয়ড ও ওডিসি ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত রূপ লাভ করেনি এবং লিখিত রূপ লাভ করার পরেও পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। ইলিয়ড ও ওডিসিতে যে শিল্পগত ঐক্য, এর কৃতিত্ব 'হোমারের' নয়। পরবর্তীকালে সম্পাদনার ফলেই ইলিয়ড ও ওডিসি শিল্পগত ঐক্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

উলফ বলেছেন, মহাকাব্য গুলো খ্রীঃ পূর্ব ৫৫০-এর পূর্বে রচিত হয়নি। এর ভিত্তি হল একটি সন্দেহজনক লোকশ্রুতি এবং তা এই যে স্বেচ্ছাচারী রাজা পিসিসট্রাটুস (মৃত্যু ৫২৭ খ্রীঃ পূঃ) এর সময়ে এথেন্সে মহাকাব্য দু'টির বিচ্ছিন্ন উপাদান একত্রীভূত করে একটি লিখিত রূপ দেয়া হয়।

লেকম্যান ও (১৭৯৩—১৮৫১) হোমারকে একজন সংকলয়িতা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ইলিয়ড কতকগুলো বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টি এবং হোমার তা সংযোজনে করেন মাত্র।

জর্জ গ্রোটে (১৭৯৪-১৮৭১) এর মতে ইলিয়ড প্রথমে আয়তনে ছিল সংক্ষিপ্ত এবং এর উপজীব্য ছিল শুধু একিলিসের ক্রোধ। পরে তা আয়তনে বিস্তৃতি লাভ করে। এবং যিনি কাব্যকে এই বর্তমান রূপ দেন তাঁকেই গ্রোটে সত্যিকার হোমার বলে অভিহিত করেছেন।

ডবলু খ্রীষ্ট, ডবলু গিড্ডিস এবং ডাক্তার ওয়ালটার লিফ প্রভৃতি গবেষক ইলিয়ড সম্পর্কে লেকম্যানকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতরা স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করেছেন ; যেমন এণ্ড্রু লেং বলেছেন, মহাকাব্যগুলো যে ভাবে বর্তমান রূপে দেখা যায় তা একক কবির রচনা, অবশ্য কালক্রমে যে কিছুটা রূপান্তরিত হয়নি তা নয়। তিনি আরও বলেছেন, যাঁরা হোমারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন, তাঁদের দৃষ্টি মূলতঃ ইলিয়ডের প্রতি নিপতিত হয়েছে। অথচ কাব্যের পরিকল্পনানুযায়ী ইলিয়ড আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিবৃত।

ওডিসিকেও বিচ্ছিন্নকরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা সফল হয় নি। কেননা ওডিসির আখ্যান দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্যার আর্থার ইভানস্ ও অনুসারীদের ক্রীটে আবিষ্কারের ফলে এজিয়ান অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ক্রীটে এক উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে লেখ্য রীতিও প্রচলিত ছিল।

উলফ হোমারের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করেছেন এই যুক্তিতে যে, মহাকাব্যগুলোর রচনাকালে কোন লেখ্যরীতি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু স্যার আর্থার ইভানস্-এর আবিষ্কারের ফলে আমরা জানি, সে সময়ে লেখ্য রীতি প্রচলিত ছিল এবং তা প্রয়োজন মতো সাহিত্যেও ব্যবহৃত হতে পারতো।

হোমারের সময় লেখ্যরীতি প্রচলিত না থাকলেও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নেই। কেননা হোমারের কাব্য লেখ্যরীতিতে রচিত নয়, মুখে মুখে রচিত হয়েছে। মাইসিনিয়ান রাজদরবার থেকে (খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক চতুর্দশ শতক) চারণ কবিরা মহাকাব্যের যে অলিখিত ধারা বহন করে নিয়ে এসেছেন, হোমারের মধ্যে এসেই তার চরম উৎকর্ষ ঘটে।

এশিয়া মাইনরের কোন একটি অঞ্চলে খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে হোমার ইলিয়ড ও ওডিসি এই দু'টি মহাকাব্য রচনা করেছেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এবং সাম্প্রতিক কালে পণ্ডিতেরা এই সম্পর্কে স্থির ও নিঃসংশয়।

J. A. Scott বলেছেন, "Every thing fits into the theory of a single Homer : the civilization, the language, the gods, the outlines, the marks of genius ; and all these are supported by the unanimous Verdict of the best poets and the greatest Critics of twenty five hundred years. The evidence for the unity of Iliad and the odyssey is so strong that we should be compelled to postulate a single Homer if ancient greece had believed in many"

—The unity of Homer

সুতরাং হোমারের অস্তিত্বের প্রশ্নটিকে এখন অবান্তর বলা যেতে পারে।

হোমারের কাব্যের পটভূমি

হোমারের কাব্য মাইসিনিয়ান সভ্যতার (১৬০০—১১০০ খ্রীঃ পূঃ) পটভূমিতে রচিত। গ্রীস মূল ভূখণ্ডে খ্রীঃ পূঃ ষোড়শ শতকে মাইসিনিতে এক উন্নত সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। এই সভ্যতা মাইসিনিয়ান সভ্যতা বলে পরিচিত। মাইসিনিয়ান সংস্কৃতি ছিল আন্তর্জাতিক এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরের সাথে এই সভ্যতার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। মাইসিনি, টিরিন্‌স ও আরগমে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সকল স্থানে সুরক্ষিত রাজ-প্রাসাদ ও সুরম্য রাজকীয় কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। টিরিন্‌স-এর রাজ প্রাসাদের সাথে ট্রয়ের রাজ প্রাসাদের সাদৃশ্য আছে এবং হোমারের কাব্যে এই ধরণের রাজপ্রাসাদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রাজনীতিক, আর্থিক ও সামাজিক সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল রাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে।

কিন্তু মাইসিনিয়ানদের সাহিত্যের কোন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়না-যদিও সে-সময়ে লেখ্য রীতি প্রচলিত ছিল। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে মাইসিনি-য়ানদের সাথে নিকট—প্রাচ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সেখানে লিখিত সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল। মাইসিনিয়ান যুগে যে লিখিত সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি, এর দু'টো কারণ হতে পারে। একটি, তারা এমন কিছুতে লিখতো যা টিকে থাকতে পারেনি। আর একটি, তাদের সাহিত্য মুখে মুখে রচিত ও প্রচলিত হতো।

খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতকে উত্তর গ্রীসের একিয়ানরা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং এই বীরযুগে তারা সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। মিশরের একটি লেখা থেকে জানা যায় যে, একিয়ানরা ১২২৩ খ্রীঃ পূর্বে মিশর অধিকার করেছিল।

খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতকে একিয়ানদের কর্তৃক ট্রয়ের ধ্বংস ঐতিহাসিক ঘটনা। ট্রয় নগরী আক্রমণ ও ধ্বংস করেই একিয়ানরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন

করে এবং এতে সমগ্র গ্রীস—উত্তর ও দক্ষিণ—একত্রীভূত হয়। ট্রয় এশিয়া মাইনরে দার্দানেলিসের প্রবেশ পথ থেকে তিন মাইল দূরে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। বর্তমানে এর নাম হিসসারলিক। একিয়ানদের কর্তৃক আক্রান্ত হবার পূর্বেও ট্রয় নগরী ছয়বার আক্রান্ত ও ধ্বংস হয়। এই ধ্বংসাবশেষের ওপরেই আবার নতুন করে খ্রীঃ পূঃ ষোড়শ শতকে সপ্তমবার ট্রয় নগরী গড়ে ওঠে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে ট্রয়ের রাজপ্রাসাদের সাথে মাইসিনি এবং টিরিন্‌স-এর রাজপ্রাসাদের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ট্রজানরা কোত্থেকে কিভাবে এসে এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেছে, ইতিহাসে এর কোন হদিস মিলে না।

ট্রজানদের সাথে একিয়ানদের সংঘাতের হেতু এই যে, সামুদ্রিক বাণিজ্য ট্রজানদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। গ্রীষ্মের বাতাসের দরুণ দার্দানেলিসের প্রবেশ পথে একিয়ানদের জাহাজ বাধ্য হয়েই থামাতে হতো এবং এ-জন্যে ট্রয় কর আদায় করতো। এই সামুদ্রিক বাণিজ্যের ওপর কর ধার্য করেই ট্রয়ের সৌভাগ্য স্ফীত হয়ে ওঠে।

ট্রয়ের সাথে একিয়ানদের বিবাদের আরো একটি কারণ আছে। এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে ট্রয় ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য। সুতরাং একিয়ানরা যাতে এশিয়ার উপকূলে এবং সংলগ্ন দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করতে না পারে, সেদিকে ট্রয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

ট্রয়ের দরুণ একিয়ানদের পূর্ব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করা সম্ভব নয়। আবার স্বাধীনভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যেও ট্রয় অন্তরায় স্বরূপ। এই দু'টো কারণে সমগ্র গ্রীস দেশের—উত্তর ও দক্ষিণ—রাজন্যবর্গ একত্রীভূত হয়ে ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে।

এশিয়ার পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীরা—লাইসিয়ানরা সহ - ট্রয়ের পক্ষে যোগ দেয়। এই যুদ্ধ এজিয়ান সমুদ্রের দুই তীরের মধ্যে। লোকশ্রুতি এই যে, নয় বছর ধরে ট্রয়ের অবরোধ চলে এবং দশ বছরে ট্রয় ধ্বংস হয়ে

যাবার পর এই সর্বনাশা যুদ্ধের অবসান ঘটে। প্রাচীন কালের পণ্ডিতদের মতে ১১৮৪ খ্রীঃ পূঃ ট্রয় ধ্বংস হয়। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা যায়, ট্রয়ের ধ্বংস কাল প্রায় ১২৫০ খ্রীঃ পূঃ। ট্রয় ধ্বংস হলে পরই গ্রীকদের পক্ষে এজিয়ান সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে এবং নিকটবর্তী দ্বীপ গুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

১২০০ খ্রীঃ পূর্বের দিকে ডোরিক অভিযানের ফলে মাইসিনিয়ান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার ফলে একিয়ানদের মধ্যে এক ঘোরতর অন্ধকার নেমে আসে। অথচ নিকট-প্রাচ্যে ১১০০ খ্রীঃ পূর্বে লৌহ যুগের সূচনা ঘটাতে ফোনেসিয়ান, আর্মেনিয়ান ও হিব্রুদের মধ্যে আশ্চর্য বিকাশ ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

মাইসিনিয়ান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় একিয়ানদের সংস্কৃতির ঘটে বিলোপ। তাদের লেখ্য রীতিও অবলুপ্ত হয়ে যায়। ১২০০ খ্রীঃ পূঃ হতে তাদের লিপিও আর ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এই সময় হতে বীরযুগ (মাইসিনিয়ান যুগের শেষ ভাগ অর্থাৎ ত্রয়োদশ খ্রীঃ পূঃ)-এর ঐতিহ্য লোক মুখেই প্রচলিত হতে থাকে।

১০০০ খ্রীঃ পূঃ হতে গ্রীকরা মূল গ্রীস ভূখণ্ড হতে এশিয়া মাইনরের উপকূলে হিজরৎ করতে থাকে। সে সময় তারা তাদের সাথে এশিয়া মাইনরে —এশিয়া মাইনরের উপকূলীয় অঞ্চলে আইওনিয়া, এয়োলিস এবং ডোরিন-এ —বীরযুগের এই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যায়।

এই অন্ধকার যুগ চলে তিন শ বছর ধরে (আনুমানিক ১১০০—৮০০ খ্রীঃ পূঃ)। কেননা সে-সময় নিকট-প্রাচ্য থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই তিন শ বছরে তাদের জীবনের মান অত্যন্ত নীচে নেমে যায়।

খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে হেলেনিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে এবং তা গ্রীক জাতির জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে। গ্রীকরা নগর-রাষ্ট্র গঠন করে। খ্রীঃ পূঃ ৭৫০-এর দিকে তারা ফোনেসিয়ানদের থেকে হরফ গ্রহণ করে। এই বর্ণমালা গ্রীক ভাষায় গৃহীত হওয়ার ফলে এক

মস্ত বড় সম্ভাবনা দেখা দিল। কেননা, "The greek alphabet is the first known system of writing which is able to record verse with a proper regard to its sound and metre'

—C. m. Bowra, Homer and His Forerunners, p. 8.

হোমারের কাব্যে মাইসিনিয়ান সভ্যতার শেষ পর্যায়ের—বীরযুগের—কাহিনীই উদঘাটিত হয়েছে এবং এর ঘটনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতক। অথচ হোমার ইলিয়ড ওডিসি রচনা করেছেন খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে। সুতরাং কাব্যের ঘটনাকাল এবং রচনাকাল, এই দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় পাঁচশ' বছরের।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে Linear B inscriptions আবিষ্কৃত হবার ফলে মাইসিনিয়ান সভ্যতা সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং এর থেকে জানা যায়, মাইসিনিয়ান জগৎ এবং হোমার যে জগৎ তৈরী করেছেন, এই দু'এর মধ্যে অনেক ব্যবধান, সংস্কৃতিগত অনেক অনৈক্য। মাইসিনিয়ান আমলে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তা রাজপ্রাসাদকে অবলম্বন করে এবং সেই রাজপ্রাসাদীয় সমাজ ছিল কেন্দ্রীভূত ও আন্তর্জাতিকতাধর্মী। কিন্তু হোমারের কাব্যে মাইসিনিয়ান সভ্যতার পরিচয় প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। মাইসিনিয়ান আমলে কবর দেয়া হতো, কিন্তু হোমারে আছে শবদাহ।

ইলিয়ড ও ওডিসিতে বর্ণিত সংস্কৃতি সুস্পষ্টভাবে মাইসিনিয়ান সভ্যতার পরবর্তী কালের বৈশিষ্ট্য বহন করে। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হোমার যে জগৎ তৈরী করেছেন তা একান্তভাবে কৃত্রিম এবং এতে গ্রীস দেশের অন্ধকার যুগের (খ্রীঃ পূঃ একাদশ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত) এবং এশিয়া মাইনরের অষ্টম শতকের চিত্রই মূলতঃ পরিস্ফুট হয়েছে। হোমারের কাব্যে মাইসিনিয়ান সভ্যতার পরিচয় অত্যন্ত ক্ষীণ।

মহাকাব্যের অলিখিত ধারা

হোমারই গ্রীক তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যে প্রথম কবি, যাঁর রচনা কালের

করাল গ্রাস থেকে বেঁচে গেছে। তিনি গ্রীক ক্লাসিক্যাল যুগের স্বর্ণদ্বারে দাঁড়িয়ে পাঁচশ বছর আগের মাইসিনিয়ান সভ্যতা থেকে কাব্যের উপাদান আহরণ করেছেন। এই পাঁচশ বছর ধরে নানা কাহিনী, কিংবদন্তী ও গাথা চারণকবির মুখে মুখে গীত হয়ে আসছিল। কিন্তু এই সকলের একটি চরণও টিকে থাকেনি

হোমার সেই সকল বিচ্ছিন্ন উপাদান ও উপকরণকে একত্রীভূত একটি সামগ্রিক রূপ দান করেন। হোমারের মধ্যে এসেই মহাকাব্যের মৌখিক ধারা—যে ধারা মুখে মুখে প্রবাহিত—পরিপূর্ণতা লাভ করে। মহাকাব্যের মৌখিক ধারায় একমাত্র হোমারই বেঁচে রইলেন, তাঁর পূর্বসূরী আর কেউ নয়।

শুধু তাই নয়, তিনি প্রচলিত বিচ্ছিন্ন উপাদানকে অশেষ প্রতিভাবলে একটি শিল্পসুষম রূপ দিতে সক্ষম হলেন। মহাকাব্য এই শিল্পসম্মত রূপ পেতে কয়েক শতক লাগে। কারণ মহাকাব্যের মৌখিক ধারার সূচনা ঘটে খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-তে মাইসিনিয়ান রাজদরবারে। তারপর অসংখ্য অগণিত চারণকবি মহাকাব্যের মৌখিক ধারাকে বহন করে নিয়ে চলে—গ্রীস দেশের অন্ধকার যুগের মধ্যেও। তারপর ইতিহাসের এক শুভ মুহূর্তে অভ্যুদয় হলেন হোমার—সৃষ্ট হল ইলিয়ড ওডিসি।

হোমার সচেতন শিল্পী। তিনি বিশেষ শিল্পদৃষ্টির অধীন হয়ে প্রচলিত উপাদান থেকেই ইলিয়ড ও ওডিসি রচনা করেছেন। ইলিয়ড ওডিসিতে বহু প্রচলিত শব্দ, চরণ, বাক্যাংশ, রূপক, উপমা আছে, যা হোমার পূর্ববর্তী ধারা থেকে হুবহু গ্রহণ করেছেন। এমন ও হতে পারে, কবি প্রচলিত উপাদান দিয়েই —এবং একটিও ঘটনা বা চরিত্র উদ্ভাবন না করেই—ইলিয়ড ও ওডিসি রচনা করেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি প্রচলিত উপাদান থেকেই মহাকাব্যের একটি শিল্পসম্মত রূপ দান করেন। শিল্পগত ঐক্যই তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

হোমারের আলোচনায় এ-শতকে মিলম্যান প্যারীর গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তুলনামূলক আলোচনা করে মৌখিক মহাকাব্যের রচনার

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। দক্ষিণ রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া উকরাইন বুলগেরিয়া এবং এসথোনিয়া এই সকল অঞ্চলের হোমারের সমসাময়িক অশিক্ষিত মহাকবিদের রচনার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ইলিয়ড ও ওডিসির রচনার পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করেছেন।

শ্রোতার সম্মুখে চারণকবি কোন মুখস্ত কাহিনী আবৃত্তি করেন না, নতুন করে কাহিনী তৈরী করেন এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আবৃত্তি করেন। এবং প্রতিবার আবৃত্তি করতে গিয়ে কবিতা নতুন করে তৈরী করেন। তাঁর পক্ষে মুখে মুখে রচনা করা সম্ভব হয় এ-কারণে যে, প্রচলিত উপাদান-যা তাঁর স্মৃতির মধ্যে সঞ্চারিত—থেকেই তিনি নতুন করে কাহিনী রূপ দেন। সেই প্রচলিত উপাদানকে সুন্দর করে বিন্যাস করার মধ্যে অর্থাৎ সুন্দর করে কাহিনী বলার মধ্যেই চারণ কবির কৃতিত্ব।

মিলম্যান প্যারী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, হোমারের ইলিয়ড ওডিসি আর সকল মৌখিক মহাকাব্যের—যেমন এংলো-সেক্‌সনদের 'বিউলফ', নর্ডিক-দের সাগা 'চেনসন দ্য রোলাণ্ড' এরং 'পোয়া দ্য মিউ সিড' ইত্যাদি—মতোই রচিত।

এ-কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকে গ্রীকরা ফোনে-সিয়ানদের থেকে বর্ণমালা গ্রহণ করে এবং ঐ শতকেই ইলিয়ড ওডিসি রচিত হয়। তা সত্ত্বেও ইলিয়ড ওডিসি যে মৌখিক রীতিতে রচিত হয়েছে, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। পাঁচ শ' বছর ধরে অশিক্ষিত অথচ দক্ষ গায়করা বীরযুগের গাথা মুখে মুখে রচনা করেছেন, হোমারের মধ্যে এসে তাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

হোমার শিক্ষিত ছিলেন কিনা, বলা দায়। এবং তিনি নিজে যে ইলিয়ড ওডিসি লিখেননি, এ নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কেননা এ-কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইলিয়ড ওডিসি মৌখিক রীতিতে রচিত।

তবে এ-কথা অনুমান করা যায়, হোমার ইলিয়ড ওডিসি নিজে না লিখলেও স্মৃতি থেকে বলে যেতে পারেন এবং আর কেউ শ্রুতলিপি নিতে পারেন।

খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকেই হোমারের মহাকাব্য লিখিত রূপ লাভ করে। গ্রীস দেশে আনুমানিক ৭২৫ খ্রীঃ পূঃ বর্ণমালার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং লেখার সব উপকরণ ছিল। প্রথমে হয়তো চামড়ার ওপরে লেখা হয়েছিল, কেননা তখনো গ্রীকদের মধ্যে লেখার উপকরণ রূপে প্যাপাইরাসের ব্যাপক প্রচলন ঘটে নি।

হোমার যে অন্ধ ছিলেন, এই বহু প্রাচীন জনশ্রুতিটি রূপকার্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি নিজে লিখতে অক্ষম, এই তথ্যটি গোপন করার জন্যেই সম্ভবতঃ তাঁর ভক্তবৃন্দ—এঁদের হোমেরিডি বলা হয়—তাঁকে অন্ধ বলে প্রচার করেছেন।

হোমারের মহাকাব্য মৌখিক রীতিতে রচিত হলেও, হোমার লিখিত রীতির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছেন। এ-সূত্রে জর্জ ষ্টেইনারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "I venture to guess that Homer was the first great poet in western Literature because he was the first to have understood the infinite resources of the written word. In the zest of the Homeric narrative, in its superb architecture, flashes the delight of a mind which has discovered that it need not deliver its creation into the fragile trust of memory. The harsh gaiety of the Iliad and its constant equivocation between shortness of life and elernity of fame mirror the poet's new and Proud sense of his own survival. In the beginning of poetry is the word but very near the beginning of poetry on the scale of the Iliad is writing."

উত্তরকালে হোমার

হোমারের মূল পাণ্ডুলিপি হোমেরিডিদের* কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হতো। খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতকেই প্যান-হেলেনিক উৎসব শুরু হয় এবং এই উৎসবে হোমেরিডিরা ইলিয়ড ওডিসি আবৃত্তি করে।

---

* কিয়স দ্বীপে একদল চারণ কবি হোমারের বংশধর বলে তাঁর কাব্যে উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকার দাবী করতো। তারা তাঁর কাব্যের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা এবং জনতার সম্মুখে আবৃত্তি করতো। এদের হোমেরিডি বলা হয়।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে হোমারের কাব্য বিশেষ জনপ্রিয় হতে ওঠে এবং তিনি জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করেন। এই মর্যাদা পরবর্তী কালেও অক্ষুন্ন থাকে।

এথেন্সে একটি আইন প্রচলিত ছিল এবং তা এই যে, প্যান-এথেনিএ-র * প্রতি উৎসব উপলক্ষে হোমারের কাব্য আবৃত্তি করতে হবে। বাগ্মী লাইকার-গাস এই আইনকে এথেন্সের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক বলে মনে করতেন। প্লেটোর সংলাপ হিপ্পারকুস-এ বলা হয়েছে, হিপ্পারকুস এই আইন প্রবর্তন করেন।

হোমারের কাব্য কিভাবে আবৃত্তি করতে হবে, তা নিয়ে দস্তুর মতো আইন করে দেয়া হয় এবং সোলন আইন করেন যে, স্মারকদের সহায়তা নিয়ে আবৃত্তি করতে হবে—এমনিতে আবৃত্তি করলে চলবে না।

হোমারের কাব্য ধর্মীয় উৎসবে প্রতিযোগিতার জন্যে আবৃত্তি করা হতো এবং প্রতিযোগিতায় যারা জয়ী হতো তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হতো।

দুই

ইলিয়ড হোমারের প্রথম জীবনের রচনা। এর রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭৫০। এই কাব্যের উৎস সন্ধান করতে হলে আমাদের যেতে হয় মাইসিনিয়ান সভ্যতায়। মাইসিনিয়ান সভ্যতার শেষ পর্যায়ে বীর যুগে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতক) একিয়ানদের সাথে ট্রজানদের সংঘর্ষ নিয়ে যে সকল গাথা রচিত হয় তা মাইসিনিয়ান রাজদরবারে গীত হতো। এই সকল গাথা চারণ কবিয়া কালে কালে মুখে মুখে বহন করে নিয়ে বেড়ায়। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'একিলিসের ক্রোধ' গাথা। এই গাথাকেই হোমার ইলিয়ডে একটি শিল্পসম্মত ও সার্থক মহাকাব্যের রূপ দেন।

---

* এথেন্সের জাতীয় উৎসব। সাধারণ ভাবে প্রতি বছর এক বার, কিন্তু খুব জাঁক-জমক সহকারে প্রতি পাঁচ বছরে একবার অনুষ্ঠিত হতো।

ইলিয়ডের পৌরাণিক পটভূমি

দেবরাজ জিউস জলপরী থেটিস-এর সাথে থেসিলির রাজা পেল্যুস-এর বিয়ে দেয়। বিয়ের সময় সব দেবতারা নিমন্ত্রিত হয়, একমাত্র আরিস ব্যতীত। এতে আরিস বেশ মনঃক্ষুন্ন হয়। সে একটি সোনালী আপেল নিয়ে আসে—বিচারে যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলে নির্বাচিত হবে, সেই আপেলটি পাবে।

এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জিউস ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসকে বিচারক মনোনীত করল। প্রতিযোগী হল তিন দেবী—হিরা, এথেনা ও আফ্রোদিতে। এই তিন দেবীই প্যারিসকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করতে চাইল। হিরা দিতে চাইল সম্পদ ও ক্ষমতা, এথেনা যুদ্ধ জয়ের গৌরব এবং আফ্রোদিতে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমনী।

সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় প্যারিস প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতেকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে নির্বাচিত করল এবং তাকেই আপেলটি দিল।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী হেলেন। সে টাইলভারিয়ূস-এর কন্যা বলে পরিচিত হলেও, দেবরাজ জিউসের ঔরসজাত। তার মা লিডাকে জিউস ভালবাসত এবং হাঁসের ছদ্মবেশে দেখা দিত। এইজন্য সে প্রায়ই জিউসের কন্যা বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

কিন্তু সে বিবাহিতা—স্পার্টার রাজা মেনিলাসের স্ত্রী। আফ্রোদিতের সহায়তায় প্যারিস স্পার্টা ভ্রমণে গেল এবং মেনিলাস অতিথিকে সাদরে সম্বর্ধণা জানাল। কিছুদিন পর মেনিলাসের অবর্তমানে প্যারিস হেলেনকে অপহরণ করে নিয়ে এল, সঙ্গে আনল অতুল ধন-সম্পদ। মেনিলাসেব সাথে বিয়ে হওয়ার আগে হেলেনের অনেক প্রার্থী ছিল। হেলেনের বাবা টাইলভারিয়ুস তাঁর এই অপূর্ব সুন্দরী কন্যার বিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করার অভিপ্রায়ে সব পাণিপ্রার্থীদের দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করালেন যে, যার সাথেই বিয়ে হোক না কেন, দরকার হলে তাদের সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে।

সেই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মেনিলাস তাদের সকলের সাহায্য চাইল। ফলে তারা সকলে একত্রীভূত হয়ে হেলেন ও তার ধন-সম্পদ উদ্ধার করার জন্যে

ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। এই অভিযান পরিচালিত হয় আগামেমননের নেতৃত্বে। আগামেমনন মেনিলাসের বড় ভাই এবং গ্রীসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য মাইসিনির রাজা। আগামেমননের পত্নী ক্লাইটেমেনেষ্ট্রা হেলেনের বোন।

ইথাকা দ্বীপের রাজা ওডিসাস স্ত্রী পেনিলোপি ও শিশুপুত্র টেলিমেকানকে নিয়ে বেশ সুখ-শান্তিতে ছিল। যুদ্ধে যাতে যোগদান না করতে হয়, সেজন্য সে উন্মাদনার ভান করল। কিন্তু তার এই ফন্দী টিকল না। সে ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ার পর সে বনিকের ছদ্মবেশে থেসিলির অন্তর্গত পিথিয়ার রাজা একিলিসের সন্ধানে বেরুল। একিলিসের মা দেবী থেটিস জানত যে এই যুদ্ধে যোগ দিলে তার সন্তানের মৃত্যু অবধারিত। তাই সে তাকে মেয়ের ছদ্মবেশে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু একিলিসও ধরা পড়ে যায় এবং তাকেও ট্রয়ের অভিযানে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয়।

একিয়ানদের সম্মিলিত নৌবহর বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ অলিম-এ এ আটকা পড়ে যায়। একিয়ান সেনাবাহিনীর গণক ক্যালচান ভবিষ্যদ বানী করল যে, আগামেমননের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইফিগিনিয়াকে আর্টিমিন দেবীর কাছে বলি দিতে হবে, নতুবা বাতাস বইবে না। ইফিগিনিয়ার সাথে একিলিসের বিয়ে দেবে, এই অজুহাতে আগামেমনন কন্যাকে আনিয়ে নিল এবং দেবীর কাছে বলি দিল।* এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্লাইটেমেনেষ্ট্রা স্বামীকে ক্ষমা করতে পারল না।

স্বামীর অবর্তমানে ক্লাইটেমেনেষ্ট্রা আগামেমননের চাচাতো ভাই এজিস্থাসের সাথে ব্যভিচার ও এক চক্রান্তে লিপ্ত হ'ল। আগামেমননের বাবা আর্টিয়ুস এজিস্থাসের বাবার প্রতি চরম অন্যায় করে। প্রতিশোধ-স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়ে এজিসথাস ক্লাইটেমেনেষ্ট্রার সাথে হাত মিলায় এবং স্থির করে যে আগামেমনন ট্রয় থেকে আসা মাত্র তাকে হত্যা করবে।

---

* অবশ্য শেষ অবধি ইফিগিনিয়া অলৌকিক ভাবে উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু তার সেই উদ্ধার লাভের ঘটনা সকলের নিকট ছিল অগোচর। তাই সকলের ধারণা যে তাকে বলি দেয়া হয়েছে।

নয় বছর ধরে একিয়ানরা ট্রয় নগরী অবরোধ করে রাখে, কিন্তু জয়ের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত ভাবে দেখা যায় না। তার পরের বছরে অর্থাৎ শেষ বছরে এক সংকটময় মুহূর্তে ইলিয়ডের কাহিনী উন্মোচিত হতে দেখা যায়।

ইলিয়ডের কাহিনী

ইলিয়ডের মূল উপজীব্য 'একিলিসের ক্রোধ' এবং একিলিসের ক্রোধকে সূত্র করেই ট্রয়ের যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দশ বছর ধরে ট্রয়ের যুদ্ধ চলে এবং শেষ বছরে এক সময় একিয়ানদের মধ্যে দারুণ সংকট দেখা দেয়।

এই সংকটের হেতু একিয়ান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আগামেমননের সাথে গর্বোদ্ধত বীর একিলিসের ঝগড়া। কাব্যের সূচনাতেই এই ঝগড়ার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। আগামেমনন এপোলোর মন্দিরের পুরোহিত ক্রাইসেসের কন্যা ক্রাইসিসকে বন্দিনী করে নিয়ে আসে। ক্রাইসেস প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু আগামেমনন তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ ক্রাইসেস এপোলোর কাছে নালিশ জানায় ও বিচার প্রার্থনা করে।

এপোলো এই প্রার্থনা শুনে একিয়ানদের মধ্যে তাণ্ডবলীলা শুরু করে। তার শরাঘাতে দলে দলে একিয়ান মরতে লাগল, একিয়ানদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে দেয়া হল। রাত-দিন ধরে চললো শবদেহ পুড়িয়ে ফেলার অগ্নিকাণ্ড।

একিলিস আগামেমননকে অনুরোধ করল যেন দেবতার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ক্রাইসিসকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। আগামেমনন ক্রাইসিসকে ফিরিয়ে দিল বটে, কিন্তু বিনিময়ে একিলিসের যুদ্ধ-বন্দিনী ব্রিসিসকে জোর করে নিয়ে এল।

গর্বিত একিলিস ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করল, সে একিয়ানদের পক্ষে আর অস্ত্রধারণ করবে না। সে বসে থেকে কেবল অন্তরের মধ্যে ক্রোধকে লালন করতে লাগল। তার মা দেবী থেটিস দেবরাজ জিউসের কাছে প্রার্থনা করল যেন একিয়ানদের পরাজয় ঘটে। বীর একিলিস যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করার দরুণ একিয়ানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

তবু একিয়ান ও ট্রজানরা যুদ্ধের জন্যে তৈরী হ'ল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসজ্জা করল। ইতিমধ্যে প্রস্তাব হ'ল মেনিলাস ও প্যারিসের—হেলেনের বিগত ও বর্তমান স্বামী—দ্বন্দ্বযুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণীত হবে। যে জয়লাভ করবে সেই হেলেন ও তার ধন-সম্পদ পাবে। দুই পক্ষই এই সর্তে রাজী হ'ল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেনিলাস প্যারিসকে আহত করল এবং তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। আফ্রোদিতে কুয়াশা জাল বিস্তার করে প্যারিসকে সবার অগোচরে হেলেনের কাছে নিয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্যারিস পশ্চাদ্‌পসরণ করেছে দেখে হেলেনের ঘৃণার উদ্রেক হল।

দেবী এথেনার অনুরোধে ট্রজানদের মিত্র প্যাণ্ডারাস মেনিলাসকে শর-বিদ্ধ করল এবং মেনিলাস উরুতে আঘাত পেল।

সন্ধিভঙ্গের ফলে দুই পক্ষে দারুণ যুদ্ধ শুরু হল। একিয়ানদের পক্ষে ডায়োমিডিস আশ্চর্য বীরত্বের পরিচয় দিল। সে প্যাণ্ডারাসকে হত্যা, ইনিসকে গুরুতর ভাবে আহত, এমন কি এপোলোকেও আক্রমণ করল। কিন্তু মানুষের পক্ষে দেবতাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। এপোলো ইনিসকে উদ্ধার করে ট্রয়ে নিয়ে গেল এবং তাকে সুস্থ করে তুলল।

হেক্টর ট্রজানদের যুদ্ধে উৎসাহিত এবং নিজেও প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। হেক্টরের সহায়ক হল যুদ্ধ-দেবতা আরিস। ইনিস সুস্থ হয়ে যুদ্ধে যোগ দিল।

দেবী এথেনা ও হিরা ট্রজানদের সাহায্য করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এল। ডায়োমিডিস যুদ্ধ দেবতা আরিসকে আক্রমণ ও আহত করল। আরিস দারুণ চীৎকার করে অলিম্পাসে পালিয়ে গেল।

একিয়ানদের সম্মুখে টিকতে না পেরে ট্রজানেরা পশ্চাদ্‌পসরণ করল। হেক্টর আবার যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে নগরে ফিরে গেল। হেক্টর প্যারিসের খোঁজ করতে গিয়ে তাকে হেলেনের শয্যাগৃহে পেল এবং কাপুরুষতার জন্যে তাকে ভৎর্সনা করল।

হেক্টরের সাথে স্ত্রী এণ্ড্রোম্যাকি ও শিশুসন্তান এষ্টিয়ানকস-এর সাক্ষাৎ হল। এণ্ড্রোম্যাকি ভবিষ্যতের আশঙ্কা করে স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে নিষেধ করল। কেননা তার বিধরা এবং শিশুপুত্রের এতিম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এণ্ড্রোম্যাকির চোখের পানি বীর হেক্টরকে টলাতে পারল না।

হেক্টর যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এল, সাথে এল প্যারিস। তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে হেক্টর একিয়ানদের মধ্যে যে কোন একজনকে এগিয়ে আসতে বলল। হেক্টরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে কারো সাহস হয় না। মেনিলাস রাজী হলেও আগামেমনন তাকে যেতে দিল না, এই ভয়ে যে হেক্টর অধিকতর শক্তিশালী। শেষ অবধি আয়াস গেল। কিন্তু হেক্টর ও আয়াসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অমীমাংসিত রয়ে গেল।

সমূহ বিপদের আশঙ্কা করে নেষ্টর পরামর্শ দিল, জাহাজের সম্মুখে দেয়াল তৈয়ার করার জন্যে। জাহাজের সম্মুখে দেয়াল ও পরিখা তৈরী হল।

ট্রজানদের এক সভায় আলোচনা হল, হেলেন ও যে ধনসম্পদ প্যারিস এনেছে তা ফেরত দেবার জন্যে। প্যারিস হেলেনকে ফিরিয়ে দিতে রাজী হলনা, কিন্তু যে ধনসম্পদ এনেছে তার চাইতে আরো বেশী করে দিতে চাইল। প্রায়াম এই প্রস্তাবসহ সাময়িক ভাবে যুদ্ধ-বিরতির প্রার্থনা জানিয়ে আগামেমননের কাছে দূত পাঠাল। আগামেমনন এই প্রস্তাব গ্রহণ করলনা বটে, কিন্তু মৃতের সৎকারের জন্যে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হল। জিউসের আনুকূল্যে ট্রজানদের জয় হতে লাগল। একিয়ানেরা ভয় পেয়ে পশ্চাদ্‌পসরণ করল। ট্রজানদের ভয়ে ভীত আগামেমনন তার ভুল বুঝতে পারল। একিলিসকে অপমান করে সে সত্যি অন্যায় করেছে এবং এখন সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চাইল ব্রিসিসকে ফিরিয়ে দিয়ে। শুধু তাই নয়, একিলিসকে প্রচুর উপঢৌকন এবং তার সাথে কন্যার বিবাহ দিতে চাইল।

ওডিসাস এবং আরো কয়েকজন একিলিসের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে গেল। সে তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল।

যুদ্ধে একিয়ানদের পরাজয় হতে লাগল এবং তারা পশ্চাদ্‌পসরণ করতে লাগল।

একিলিস জাহাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দৃশ্য অবলোকন করতে লাগল। দীর্ঘকাল বিরতির পর তার মধ্যে এই প্রথম উৎসুক্য দেখা দিল এবং এখানেই শুরু হল তার দুর্ভাগ্যের সূচনা। সে বন্ধু ও অনুচর প্যাট্রোক্লাসকে পাঠাল কে আহত হয়েছে খোঁজ নেওয়ার জন্যে।

নেস্টর প্যাট্রোক্লাসকে অনুরোধ করল যেন সে একিলিসের অনুমতি নিয়ে তার বর্ম ধারণ করে যুদ্ধে যোগ দেয়। একিলিসের বর্ম দেখে ট্রজানরা হয়ত তাকে একিলিস বলে ভুল করতে পারে। ফলে ট্রজানরা হয়ত অপসরণ করতে পারে এবং একিয়ানরা দম নেওয়ার ফুরসৎ পাবে।

হেক্টর একিয়ানদের দেওয়ালের ভেতরে জাহাজ অবধি তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ট্রজানদের পক্ষে রথে করে পরিখা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাই তারা পদব্রজে রওয়ানা হল। ট্রজানরা দেয়াল অবধি এলে, একিয়ানরা ভয়ে জাহাজে পালিয়ে গেল।

একিয়ানদের এই সংকটময় মুহূর্তে সমুদ্রের অধিপতি পোসিডন * তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। এদিকে জিউস ট্রজানদের সাহায্য করতে লাগল। জাহাজের ধারে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল।

একিয়ানদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেবী হিরা আইডা পর্বতে জিউসকে প্রলুব্ধ করে শয্যাসঙ্গী করল। মোহাবিষ্ট জিউস নিদ্রা যাবার ফলে একিয়ানদের সাময়িকভাবে জয় ঘটল।

প্যাট্রোক্লাস এসে একিলিসের কাছে একিয়ানদের বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণনা করল এবং তার বর্ম ধারণ করে যুদ্ধে যাবার অনুমতি চাইল।

ট্রজানরা কয়েকটা জাহাজে অগ্নি সংযোগ করল। প্যাট্রোক্লাস তাড়াতাড়ি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হল। প্যাট্রোক্লাসের সাথে যুদ্ধে যাবার জন্যে একিলিস তাড়াতাড়ি তার সেনাদলকে জাগিয়া দিল। শুধু তাই নয়, বন্ধুর নিরাপত্তার

* পোসিডন জিউসের ভাই।

জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল। কিন্তু এই প্রার্থনা কোন দিন পূর্ণ হবার নয়।

প্যাট্রোক্লাস ট্রজানদের জাহাজ থেকে তাড়িয়ে দিল এবং জিউসের পুত্র সার্পিডনকে হত্যা করল। শুধু তাই নয়, হেক্টরকে তাড়া করে ট্রয়ের দেয়াল অবধি গেল। কিন্তু এপোলোর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে হেক্টর প্যাট্রোক্লাসকে হত্যা করল।

হেক্টর প্যাট্রোক্লাসের দেহ থেকে একিলিসের বর্ম ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে একিলিস শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সন্তানের বেদনায় ব্যথিত থেটিস সমুদ্রের তলদেশ থেকে এলে, একিলিস তাকে জানাল সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবেই। থেটিস বলল, হেক্টরের পরেই তার মৃত্যু অবধারিত, কেননা তা নিয়তিনির্দিষ্ট। তবু একিলিস হেক্টরকে বধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্যাট্রোক্লাসের শব নিয়ে দুই বিবাদমান পক্ষে দারুন সংঘর্ষ বাধল। হেক্টর শব নিয়ে যেতে চাইল—অপবিত্র করার উদ্দেশ্যে। একিলিস সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র ট্রজানরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

মৃত বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে একিলিস বলতে লাগল, হেক্টরের মস্তক ছিন্ন এবং বর্ম উদ্ধার না করা অবধি সে তাকে দাহ করবে না। তার চিতায় বারজন ট্রজান তরুণকে উৎসর্গ করা হবে।

দেবী থেটিস একিলিসের বর্মের জন্যে অলিম্পাস পর্বতে দেবতা হেফাস্টাসের কাছে গেল। হেফাস্টাস সুন্দর একটি বর্ম তৈরী করে দিল এবং থেটিস তা একিলিসের কাছে নিয়ে এল।

একিলিস আগমেমননের সাথে একটা সমঝোতায় এল। আগমেমনন আবার ভুল স্বীকার করে ব্রিসিসকে ফিরিয়ে দিতে চাইল! কিন্তু ব্রিসিসের প্রতি একিলিসের আর কোন ঔৎসুক্য নেই।

একিলিস দৈব-বর্ম ধারণ করে রথে যখন উঠতে যাবে, তখন তার ঘোড়া জান্থাস ভবিষ্যদবাণী করল "শক্তিধর একিলিস এবার আমরা তোমাকে

রক্ষা করব কিন্তু তোমার ধ্বংস সন্নিকটবর্তী।" তবু একিলিস প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হল।

এপোলো কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ইনিস একিলিসের সম্মুখীন হল। কিন্তু ইনিসের সমূহ বিপদ দেখে পোসিডন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। ইনিসের বেঁচে থাকা প্রয়োজন, কেননা উত্তরকালে তার বংশধরেরাই রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হবে।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত একিলিসের হাতে অসংখ্য অগণিত ট্রজান হত হতে লাগল। সে বারজন ট্রজান তরুণকে বন্দী করল—প্যাট্রোক্লাসের চিতায় আহুতি দেবে বলে। সে অমানুষিক নিষ্ঠুরভাবে ট্রজানদের হত্যা করতে লাগল। ট্রজানরা প্রাণ ভয়ে নগরে পালিয়ে গেল।

একিয়ানরা ট্রয়ের দেয়ালের কাছে গেল। প্রায়াম ও হেকুবা হেক্টরকে মিনতি করে বলতে লাগল যেন সে দেয়ালের বাইরে থেকে একাকী একিলিসের সাথে মোকাবিলা না করে এবং দেওয়ালের ভেতরে এসে আত্মরক্ষা করে।

কিন্তু মা-বাবার সকল অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হল। হেক্টর স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে হিংস্র একিলিসকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দিল। একিলিস কাছে আসা মাত্র সে সহসা সাহস হারিয়ে ফেলল এবং পালাতে চাইল। প্রাণ ভয়ে সে ট্রয়ের দেয়াল তিনবার পরিক্রমণ করল, একিলিস তাকে অণুসরণ করতে লাগল।

দেবী এথেনা হেক্টরের ভাই ডিফোবাসের ছদ্মবেশে প্রাণভয়ে ভীত হেক্টরের কাছে এসে অনুরোধ করল শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে। সে একা নয় ভেবে ভরসা পেল এবং একিলিসের সম্মুখীন হল। একিলিসের কাছে সে প্রস্তাব করল যে জয়ী হবে সে অপরের দেহ যেন সংস্কিয়ার জন্য ফেরত দেয়। একিলিস এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হেক্টর শেষ অনুরোধ করল যেন তার দেহ শেষকৃত্যের জন্য ট্রজানদের ফেরত দেয়া হয়, কিন্তু এতেও হিংসায় উন্মত্ত একিলিস কর্ণপাত করল না। মৃত্যু পথ যাত্রী হেক্টর ভবিষ্যদবাণী করল যে, একিলিসের ধ্বংস আসন্ন।

একিলিস হেক্টরের মৃতদেহ থেকে বর্ম খুলে নিল। একিয়ানরা হেক্টরের দেহ অপবিত্র করল এবং একিলিস তা রথের সাথে বেঁধে ধূলার মধ্য দিয়ে নিয়ে চলল।

প্রায়াম, হেকুবা এবং অন্যান্য ট্রজানরা হেক্টরের জন্য বিলাপ করতে লাগল। বিলাপধ্বনি শুনে এণ্ড্রোম্যাকি এক অজানিত আশঙ্কায় দেয়ালের কাছে ছুটে গিয়ে দেখতে পেল, তার স্বামীর দেহ একিলিস রথের সাথে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে বিধবা এবং তার শিশুপুত্র চিরকালের মতো অনাথ হ'ল।

প্যাট্রোক্লাসের জন্য খুব জাঁক-জমকের সাথে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা হ'ল। মস্ত বড় ভোজের আয়োজন করা হ'ল। চিতায় বার জনট্রজান তরুণকে বলি দেয়া হ'ল।

হিংসায় উন্মত্ত একিলিস হেক্টরের দেহ অপবিত্র করে এক পৈশাচিক আনন্দ লাভ করল। হেক্টরের শব রথে বেঁধে সময়ে-সময়ে প্যাট্রোক্লাসের কবরের চারপাশে সে প্রদক্ষিণ করতে লাগল।

বারদিন অতিবাহিত হ'ল। হেক্টরের শবের প্রতি এরূপ আচরণের জন্য এপোলো দেবরাজের কাছে নালিশ জানাল। জিউস থেটিসকে ডেকে হেক্টরের শব ফেরত দিতে আদেশ দিল। থেটিস একিলিসকে দেবরাজের আদেশ জানাল এবং আরও বলল যে তার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী—কেননা তা নিয়তিনির্দিষ্ট। একিলিস মুক্তিমূল্যের বিনিময়ে হেক্টরের শব ফেরত দিতে রাজী হ'ল।

যুদ্ধ-দেবতা আরিস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায়াম একিলিসের শিবিরে যেতে রাজী হ'ল। জীবনের ভারে ক্লান্ত, জরাজীর্ণ ও ভগ্ন-হৃদয় প্রায়াম স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও প্রচুর মুক্তিমূল্য নিয়ে একিলিসের কাছে চলল। জিউসের নির্দেশে দেবতা হার্মিস যুবকের ছদ্মবেশে প্রায়ামকে শত্রু শিবিরে নিয়ে গেল। এপোলোর কৃপায় হেক্টরের শব—এত অত্যাচার সত্ত্বেও—এতটুকু ম্লান হয় নি।

বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম নতজানু হয়ে পুত্রহন্তার কাছে আবেদন পেশ করল। বৃদ্ধ পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় একিলিসের অন্তর প্রবল আবেগে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠল। দু'জনেই কাঁদতে লাগল—প্রায়াম মৃত পুত্রের এবং একিলিস পিতা ও প্যাট্রোক্লাসের কথা স্মরণ করে।

একিলিসের অন্তর প্রায়ামের প্রতি করুণায় বিগলিত হ'ল। সে মুক্তিমূল্য গ্রহণ করল এবং হেক্টরের শব পরিচ্ছন্ন করতে আদেশ দিল।

সে প্রায়ামকে নিয়ে এক সাথে খেল এবং শোবার ব্যবস্থা করে দিল। শুধু তাই নয়, হেক্টরের শেষকৃত্যের জন্যে বার দিনের যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হ'ল।

প্রায়াম দেবতা হার্মিসের সহায়তায় হেক্টরের শব নিয়ে রাত্রিতেই ট্রয়ে ফিরে এল। প্রথমে তা প্রায়াম-কন্যা ক্যাসান্দ্রার দৃষ্টিগোচর হ'ল। তার আর্তধ্বনিতে সমস্ত শহরবাসী শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। হেক্টরের স্ত্রী ও মা তাদের চুল উপড়ে শবদেহবাহী গাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের ঘিরে দাঁড়াল বিলাপরত এক জনতা।

রাজপ্রাসাদে হেক্টরের শব পৌঁছলে পর প্রথম বিলাপ পরিচালনা করল এণ্ড্রোম্যাকি এই বলে যে, স্বামীর মৃত্যুতে তার নিজের এবং শিশুপুত্রে দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকবে না। তারপর রাণী হেকুবা পুত্রশোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সবার শেষে হেলেন বিলাপ করতে লাগল। ট্রয়ে হেক্টরই ছিল তার একমাত্র সুহৃদ্।

চরিত্র-চিত্রণ

হোমারের কাব্যে কাহিনী অপেক্ষা চরিত্র অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। চরিত্রের উপাদান তিনি দূর অতীত থেকে ঐতিহ্য সূত্রে পেয়েছেন বটে, কিন্তু চরিত্র গুলোকে নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আগামেমনন মেনিলাস, হেলেন, প্যারিস, হেক্টর, প্রায়াম, ওডিসাস, নেষ্টর, হেকুবা, এণ্ড্রোম্যাকি, ইত্যাদি নামেই পৌরাণিক, কার্যতঃ কবির অভিনব সৃষ্টি।

চরিত্র অঙ্কনে হোমারের তুল্য শিল্পী বিশ্বসাহিত্যে মেলা ভার—একমাত্র সেক্সপীয়র ব্যতীত। ইলিয়ড এবং ওডিসিতে প্রায় চল্লিশটি প্রধান চরিত্র আছে। অথচ প্রতিটি চরিত্রই আচার-ব্যবহার, হাব-ভাব, চাল-চলন, কথা, বার্তায় অপর থেকে স্বতন্ত্র। প্রতিটি চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

'একিলিসের ক্রোধ' এই গাথা অবলম্বন করেই হোমার ইলিয়ড রচনা করেছেন এবং একিলিসের ক্রোধই কাব্যের মূল উপজীব্য। সুতরাং কাব্যের মধ্যে একিলিস প্রধান ভূমিকা লাভ করেছে।

একিলিস সত্যিকারের বীর। বীরের পক্ষে আত্মসম্মানই সব চাইতে বড় কথা। যার আত্মসম্মানবোধ নেই, তাকে ত যথার্থ মানুষ বলে অভিহিত করা যায় না। একিলিসের মধ্যে এই আত্মসম্মানবোধ পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে এবং তাই তাকে গর্বিত করে তুলেছে।

আগামেমনন তার যুদ্ধ-বন্দিনী ব্রিসিসকে অন্যায়ভাবে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করাতে তার আত্মসম্মানে প্রবল ঘা লাগে। তাঁর চাইতে আগামেমনন অধিকতর শক্তিশালী হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কি এসে যায়। সে ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ আগামেমননকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু দেবী এথেনা তার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদ্রেক করাতেই সে নিবৃত্ত হয়।

গর্বিত একিলিস প্রতিজ্ঞা করে যে একিয়ানদের পক্ষে ও ট্রজানদের বিপক্ষে আর অস্ত্রধারণ করবে না। যদিও বীর যুগে যুদ্ধ বীরের একমাত্র ধর্ম এবং যুদ্ধই তার আকাঙ্ক্ষিত, তবুও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে এই প্রতিজ্ঞা করে।

তার বদ্ধমূল ধারণা, সে একিয়ানদের পক্ষে অপরিহার্য। তাই সে এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে। দারুণ গর্ব ও দুর্দমনীয় ক্রোধ তাকে অন্ধ করে তুলেছে। ক্রোধ যে কত বড় রিপু এই সম্পর্কে ফোনিক্স তাকে সাবধান করতে চেয়েছে, কিন্তু বৃথা। এই ক্রোধের পরিণাম যে কত শোচনীয় বা শোকাবহ হতে পারে, তা তার পক্ষে ধারণাতীত।

তাই সে বীর হয়েও বীরধর্মের বিরোধী প্রতিজ্ঞা করে। এখানেই তার

চরিত্রে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে--যা তাকে ট্রাজিক চরিত্রে পর্যবসিত করেছে। বিশ্বের সাহিত্য সেই প্রথম ট্র্যাজিক নায়ক। কাব্যের প্রথমেই তার এই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত এবং শেষ অবধি এই ট্র্যাজেডি পরিলক্ষিত হয়।

সে তার কর্তব্য বোধ করে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্মানবোধ সেই কর্তব্য পালনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আগামেমননের অপমান তার মতো সম্মানী লোকের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। অথচ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হওয়া মানেই সহচরদের প্রতি কর্তব্যে এবং বীরধর্ম সম্পাদনে ত্রুটি। একদিকে আত্মসম্মান বোধ অপরদিকে সামাজিক কর্তব্য ও বীরধর্ম সম্পাদন--এই দু'য়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে সে কাব্যের প্রথম হতে প্রায় শেষ অবধি জর্জরিত হয়েছে।

এই দ্বন্দ্ব তার মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত আত্মার সৃষ্টি করেছে এবং কাব্যের পরবর্তী অংশে সেই দ্বিধা বিভক্ত আত্মার আত্মসংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনীই ব্যক্ত হয়েছে।

বীর একিলিসের সম্মান আগামেমনন ধূলায় অবলুণ্ঠিত করেছে। মানুষের জীবনে গৌরবই প্রধান কথা। সেই গৌরবের প্রতিভূ ব্রিসিসকে - যা সে বাহুবলে আয়ত্তাধীন করেছে—তার থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার প্রতি চূড়ান্ত অন্যায় করা হয়েছে। ফলে তার পৌরুষ বিক্ষুব্ধ হয়েছে। এবং আত্মঅবমাননায় তার পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সে মাকে অনুরোধ করে দেবরাজ জিউসের কাছে আবেদন জানানোর জন্য যেন ট্রজানদের জয় ও একিয়ানদের পরাজয় ঘটে। একিয়ানদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তাকে আগামেমনন অসম্মান করার দরুণ যেন তাদের এই দুর্ভোগ হয়। বীর একিলিসের এমনি অধঃপতন ঘটেছে। একিয়ানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে সে একিয়ানদেরই ধ্বংস কামনা করেছে। বীরের অবনতি ঘটেছে বিশ্বাসঘাতকে—গর্বই তার এমন অধঃপতনের হেতু।

ক্রোধোদ্দীপ্ত একিলিস অন্তরের মধ্যে ক্রোধকে লালন করে রেখেছে। তাই ওডিসাস প্রমুখ আগামেমননের সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলে, সে তা

ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামেমননের উৎকোচ ও উপঢৌকনে সে প্রলুব্ধ হবার নয়। অর্থের বিনিময়ে তাকে বশীভূত করা সম্ভব নয়। তার মনোভাব অনমনীয় ও সুদৃঢ়।

অত্যধিক মাত্রায় গর্বই তাকে প্রবল অনুভূতিশীল করে তুলেছে। সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে তার যোগ্যতা যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেনি। ফলে সে হয়ে উঠেছে সকল থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। সে বীর হয়েও বীরধর্মে আস্থা হারাতে বসেছে। যুদ্ধ করার মধ্যে সে কোন অর্থ খুঁজে পায় না, স্বদেশে প্রত্যাগমন করাই যেন তার পক্ষে সঙ্গত।

কিন্তু তার সমস্যা এত সহজ বা সরল নয়। কেননা তার মা থেটিস তাকে নিয়তি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। সে যুদ্ধে যোগ দিলে মৃত্যুর মাধ্যমে অমর হয়ে থাকবে আর যুদ্ধ না করে দেশে ফিরে গেলে গৌরবহীন দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। বীরের পক্ষে গৌরবহীন দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা গৌরবময় মৃত্যু শ্রেয়। তাই তার পক্ষে দেশে ফিরে যাওয়া হয়ে ওঠে না। আবার দারুণ ক্রোধের দরুণ যুদ্ধে যোগদানেও সমর্থ হয় না। তার জীবনের সমস্যা এমনই জটিল।

প্যাট্রোক্লাস একিলিস চরিত্রেরই অংশভাক। একিলিসের চরিত্রে যে মানবতাবোধ নিহিত রয়েছে তাই প্যাট্রোক্লাসের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। প্যাট্রোক্লাস একিয়ানদের দুর্গতি দেখে সর্বদা ভাবিত বা চিন্তিত। এবং একই কারণে সে একিলিসের কাছে যুদ্ধে যোগ দেবার অনুমতি চায়।

একিলিস প্যাট্রোক্লাসকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেয়। সুতরাং এ-কথা সুস্পষ্ট যে, সে অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত এবং তার অনমনীয় মনোভাব কিছুটা শিথিল হয়েছে। সে অন্তরের অন্তঃস্থলে একিয়ানদের প্রতি অনুকম্পাপরবশ, কিন্তু প্রবল ক্রোধ ও গর্বের দরুণ নতি স্বীকার করে যুদ্ধে যোগদান করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এজন্যেই সে প্যাট্রোক্লাসকে যুদ্ধে পাঠায়। প্যাট্রোক্লাসের মাধ্যমে তার অন্তরজাত আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হয়েছে। প্যাট্রোক্লাসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ, তার যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সে নিশ্চয় আশা করে প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে জয়ী হয়ে যেন নিরাপদে ফিরে আসে। কিন্তু প্যাট্রোক্লাস যদি জয়ী হয় তা হলে এ সুস্পষ্ট হবে যে একিলিস একিয়ানদের পক্ষে অপরিহার্য নয়। এক অর্থে, সে অবচেতন মনে প্যাট্রোক্লাসের পরাজয় কামনা করে। তার গর্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্যাট্রোক্লাসের পরাজয় বাঞ্ছনীয়। তার চরিত্র এমনই জটিল এবং আত্মা এমনই দ্বিধা বিভক্ত।

অথচ প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে সে শোকে মুহ্যমান হয়ে ওঠে—বুক ফাটা আর্তনাদ করতে থাকে। প্যাট্রোক্লাস তারই আত্মার দোসর, তাকে হারিয়ে বাঁচার কোন অর্থ হয় না। মনে হয়, অন্তরের অপার বেদনায় সে যেন আত্মঘাতী হবে।

প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে তার প্রবল শোক হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা তার গর্ব ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়েছে। প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে একিয়ানদের দুর্গতি কামনা করেছে, তার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ-জন্য তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে—তার অন্তরের দোসর প্যাট্রোক্লাসকে আহুতি দিতে হয়েছে।

এই চরম মূল্য দিয়ে সে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় তার মধ্যে ত্রুটি কোথায়। তার বোঝার ক্ষমতা প্রসারতা লাভ করে। তবু সে ক্রোধের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় না,—ক্রোধ শুধু আগামেমনন থেকে হেক্টরের প্রতি ন্যস্ত হয়। এই ক্রোধ তাকে আপন জন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বলে সে নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং বহুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর সে আপন জনের সাথে মিলিত হয়।

একিলিস জানে, সে নিয়তির সন্তান এবং নিয়তি সম্পর্কে তাকে বার বার সচেতন করে দেয়া হয়েছে। মা তাকে জানায়, হেক্টরের মৃত্যুর পরেই তার মৃত্যু অবধারিত। যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে তারই রথের ঘোড়া জান্থাস নিয়তি সম্পর্কে তাকে সাবধান করে দেয়।

একি জটিল সমস্যার সম্মুখীন সে। ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে তাকে প্রতিশোধ নিতে হবে এবং এজন্য হেক্টর-বধ করতে হবে। অথচ হেক্টর-বধ তাকে

করতে হবে নিজ জীবনের বিনিময়ে। নিজের সম্মান ও গৌরব রক্ষার জন্যে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও সে হেক্টর-বধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে একিলিসের এক হিংস্র বর্বর ও নিষ্ঠুর রূপ প্রকটিত হয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় সে অন্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। দলে দলে ট্রজানদের হত্যা করতে থাকে। নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে যায়। প্যাট্রোক্লাসের চিতায় বলি দেয়ার জন্যে বারজন ট্রজান তরুণকে বন্দী করে। উন্মত্ত একিলিস মৃত্যু পথ যাত্রী হেক্টরের শেষ অনুরোধ—তার দেহ ট্রজানদের ফিরিয়ে দেয়ার—ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। হেক্টরের দেহকে ধূলায় লুণ্ঠিত ও অপবিত্র করে সে এক পৈশাচিক উল্লাস বোধ করে।

হেক্টর বধের পরই তার চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন ঘটে এবং চরিত্রে মমতা ও সম্ভ্রম ফিরে আসে। বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের প্রতি তার অন্তর দয়াপরবশ হয়ে ওঠে। হেক্টরের সব ফেরত দিয়ে তার শেষ অনুরোধ রক্ষা করে এবং প্রেতক্রিয়াহেতু বিরতিতে সম্মত হয়ে ঔদার্য ও মহানুভবতার পরিচয় দেয়।

একিলিসের আত্মানুসন্ধান এ-ভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিনয়, সহৃদয়তা, ভদ্রতা, বুদ্ধিমত্তা এই সকল গুণাবলী তার মধ্যে প্রথমাবধিই ছিল, কিন্তু ক্রোধ এ-গুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ক্রোধের উপশম ঘটাতে তার মধ্যে সত্যিকার বীরত্ব ও মহত্ত্বের উদ্‌বোধন ঘটে। সুগভীর আত্মানুসন্ধান এবং দুঃখভোগের ফলেই তার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। ফলে সে জ্ঞান লাভ করে এবং নিজেকে নিজে অতিক্রম করে এক উন্নত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়।

সে ক্রোধমুক্ত হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে আসে। যদিও সে জানে যে জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী তবু সে জীবনকে পরিপূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। তার মধ্যে নশ্বর জীবনকে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং মানুষের সাথে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তাই স্থাপিত হয়।

একিলিসের ট্র্যাজেডি—তার প্রতিহিংসার মতোই—একান্তভাবে ব্যক্তিগত। তার চরিত্রের মধ্যে রয়েছে অত্যধিক মাত্রায় গর্ব বা hybris। গ্রীকরা একে মস্ত বড় পাপ বলে জানত। সুগভীর দুঃখভোগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সে এই গর্বের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়। এরই ফলে তার ঘটে আত্মমুক্তি এবং সে আবার মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

'ইলিয়ডে' একিলিসের পরেই হেক্টর প্রধান চরিত্র। বরং তাকে এই কাব্যে প্রতি-নায়কের মর্যাদা দেয়া যায়।

হেক্টর এমন চরিত্র যাকে না ভালবেসে পারা যায় না। তার প্রতি আমাদের সহজেই প্রীতি ও মমত্ববোধ উদ্রিক্ত হয়। সে বীর-সৈনিক, কিন্তু এটাই তার মধ্যে মহত্তম গুণ নয়। তার মহত্বের সন্ধান করতে হবে অন্যত্র—তার চরিত্র-নিহিত মানবতাবোধের মধ্যে।

সে অন্যায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, এই সম্পর্কে হেক্টর সচেতন। এই যুদ্ধের মূলহেতু প্যারিসের লালসা ও ব্যভিচার। প্যারিস হেলেনের স্বামী মেনিলাসের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে গৃহস্বামিনীকে অপহরণ করেছে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে প্যাণ্ডারাস মেনিলাসকে আঘাত করে যুদ্ধ সর্ত ভঙ্গ করেছে। সুতরাং এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতি হেক্টরের নৈতিক সহানুভূতি নেই। এবং এই অন্যায় যুদ্ধের ফল কখনও শুভ হতে পারে না, এই ধরণের একটা পূর্ব ধারণা তার আছে। সে এণ্ড্রোম্যাকিকে বলছে,

> "Yet come it will, the day decreed by fates!
> (How my heart trembles while my tongue relates!)
> The day when thou, imperial troy! must bend,
> And see thy warriors fall, thy glories end.
>
> The Iliad, Book vi

সে জানে তার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ট্রয়ের ধ্বংস অনিবার্য, কেননা নিয়তির বিধান এই।

তবু সে সমগ্র ট্রয়, ট্রয়ের অধিবাসী এবং তার পরিবার রক্ষার গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এর মূলে রয়েছে তার স্বদেশপ্রাণতা, কর্তব্য-

বোধ ও সম্মানবোধ। তার চরিত্রের মধ্যে আছে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম এবং পরোপকারের মহৎ ব্রত। "No character in Homer resembles Hector in the motives which led him to action or in the gentle forgetfulness of self in his anxiety for others"

—I. A. scott

হেক্টর আবেগপ্রবণ। সে আবেগ বা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কাজ করে এবং খুব বাগাড়ম্বর করে বেড়ায়। "যুদ্ধ হচ্ছে পুরুষের কাজ, আর এই যুদ্ধ হচ্ছে ইলিউমের সব পুরুষের কাজ—আর আমি হচ্ছি তাদের সবার উপরে। অন্যদের প্রতি তর্জন গর্জন করা তার যেন স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।

সে ভীরু না হলেও, ভীরু বলে অভিহিত হবে, এই আশংকা তার আছে।

"How would the sons of troy, in arms renown'd,
And Troys Proud dames, whose garments sweep the ground,
Attaint the lusture of my former name,
should Hector basely quit the field of fame ?

The Iliad, Book VI

(আমি যদি কাপুরুষের মতো যুদ্ধ এড়িয়ে পালিয়ে থাকি, তা হলে ট্রজান পুরুষ ও মহিলাদের মুখ দেখাব কেমন করে ?)

বীরধর্মে তার আস্থা আছে বলেই এণ্ড্রোম্যাকির চোখের পানি বা শিশু সন্তানের নামে আবেদন তাকে এক বিন্দু টলাতে পারেনি।

হেক্টরের মাধ্যমে এই বীরধর্মই রূপায়িত হয়েছে: জীবন সংক্ষিপ্ত হতে পারে। কিন্তু অকুতোভয়ে ও নির্ভীক চিত্তে সেই জীবনের সম্মুখীন হতে হবে। কাপুরুষের মতো জীবন-ভয়ে ভীত হলে চলবে না। বীরের মতো জীবনের সকল সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হলে পরই জীবন হয়ে উঠবে সত্য, সুন্দর ও সার্থক এবং ভাবী কালের মানুষের কাছে আমরা লাভ করব অমর মহিমা।

হেক্টর একদিকে বীর ও বলিষ্ঠ অপর দিকে কোমল ও কান্ত। তার বীরত্বের অন্তরালে রয়েছে এক স্নেহ ভালবাসা কাতর হৃদয়। সে জানে ট্রয়ের ধ্বংস অনিবার্য। তাই স্ত্রীর ভবিষ্যতের ভাবনা তাকে বিচলিত করে তুলেছে।

"আমি ট্রজানদের নিগ্রহ বা হেকুবা, প্রিয়াম ও আমার অন্যান্য ভাইদেব শত্রুহস্তে নিহত হওয়ার চিন্তায় তেমন কাতর নই, যতটা আমাকে পীড়িত করেছে এ-চিন্তা যে, তোমাকে তারা টেনে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসীতে পরিণত করবে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আর্গসে তুমি অন্য কোন মেয়ের জন্যে তাঁতের কাজ করছ বা দূরবর্তী কূপ থেকে নিতান্ত অনিচ্ছায় পানি নিয়ে যাচ্ছ। তোমার চোখে অশ্রু দেখে কেউ বলছে: 'ঐ দেখ হেক্টরের স্ত্রী যাচ্ছে—ইলিউম অবরোধের সময়ে যে হেক্টর ছিল ট্রজান পক্ষের সেনানায়ক।' এদের প্রতিটি কথা নতুন করে তোমার বুকে শেলের মত বিঁধতে থাকবে। তোমার তখন শুধু একজন লোকের কথা মনে পড়তে থাকবে, যে তোমাকে মুক্ত রাখতে পারত। তোমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়কার তোমার চীৎকার শুনবার আগে যেনো আমাদের মৃতদেহ গভীর মাটির নীচে প্রোথিত হয়।" সে স্ত্রীকে সান্তনা দিয়েছে এই বলে যে, কোন মানুষই তার নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারে না।

সে শুধু স্নেহপ্রবণ স্বামী নয়, সন্তান বৎসল পিতাও। শিশুপুত্র এষ্টিয়ানক্সের মাধ্যমে সে অমর হতে চেয়েছে। দেবতাদের সম্বোধন করে সে এই প্রার্থনা করেছে, "জিউস, দেবতাগণ! এই আশীর্বাদ কর, যেনো, আমার এই ছেলে ট্রয়ে আমারি মতো খ্যাতিমান যোদ্ধা ও সাহসী হয়। সে যেন হয় ইলিউমের শক্তিশালী রাজা। সে যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে লোকে যেন বলে, 'পিতার চাইতেও এ বেশী শক্তিশালী।' সে যেন নিহত শত্রুর রক্তমাখা অস্ত্রাদি নিয়ে ঘরে ফিরে তার মাতাকে সুখী করে।"

হেক্টর অশুভ-লক্ষণে বিশ্বাস করে না। ভবিষ্যদদ্রষ্টা পলিডামাস অশুভ লক্ষণ দেখে তাকে শত্রু পক্ষের জাহাজ আক্রমণ হতে বিরত করতে চেয়েছে। প্রত্যুত্তরে সে বলেছে, 'সব চাইতে ভাল লক্ষণ হল স্বদেশের জন্যে যুদ্ধ করা।'

এণ্ড্রোম্যাকির ধারণা, সাহসই তার স্বামীর ধ্বংসের হেতু হবে। এই সাহস হেক্টরকে বাস্তব সম্পর্কে অন্ধ করে তুলেছে—যেমন গর্ব ও ক্রোধ একিলিসকে অন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ধ্বংসের হেতু হয়েছে। রণক্ষেত্রে আপাত জয়ের

উল্লাসে হেক্টর উন্মাদ প্রায়। কিন্তু সে জানে না, একিলিসের অবর্তমানেই এই জয় সম্ভব হয়েছে। স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন পলিডামাস ট্রজানদের হিতোপদেশ দেয় নগর প্রাচীরের ভিতরে আশ্রয় নেয়ার জন্যে। কারণ একিলিস যে কোন মুহূর্তে রণক্ষেত্রে অবতরণ করতে পারে। বাস্তব-অনভিজ্ঞ হেক্টর এই প্রস্তাবে ভ্রূকুটি হানে। এর পরিণাম হয়ে ওঠে ভয়াবহ। পরবর্তী কালীন গ্রীকদের একটি প্রবাদ আছে 'দেবতারা যাকে ধ্বংস করবেন, তাকে প্রথমে উন্মাদ করে দেন।' এ-কথা হেক্টর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। জয়ের নেশায় সে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তাই বৃদ্ধ পিতা মাতার করুণ কান্না এবং যুদ্ধ হতে নিরাপদ আশ্রয়ে আসার সবিনয় অনুরোধ, কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কিন্তু তার এই উন্মাদনার মূলে রয়েছে কর্তব্যবুদ্ধি ও বীরধর্ম।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একিলিসের সম্মুখীন হয়ে সে নিষ্ঠুর বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করে এবং উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় যে, ট্রজানদের ধ্বংসের জন্যে সেই দায়ী। একিলিস তার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নে তৎপর হয় এবং নগর-দেয়াল প্রদক্ষিণ করতে থাকে। কাপুরুষ বলে অভিহিত হবে, এই ভয় থাকা সত্ত্বে ও সে পলায়ন করেছে। সাময়িক স্নায়ু-দৌর্বল্যই এ-জন্যে দায়ী এবং একে সম্পূর্ণ মানবীয় বলা যেতে পারে। মানুষ মানুষ বলেই মৃত্যু ভয়ে ভীত। জীবনে তার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তাই মৃত্যু তার কাছে ভয়াল রূপে দেখা দেয়।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আবার সাহস ফিরে পায় এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একিলিসের সম্মুখীন হয়। "আমাকে মৃত্যুবরণ যখন করতেই হবে, তখন যাতে তা অগৌরবের মৃত্যু না হয় এবং সস্তায় যাতে আমার জীবন বিকিয়ে না যায় সে জন্যে এমন যুদ্ধ করব, যে-কাহিনী অনাগত যুগের মানুষেরও কানে পৌঁছবে।" সে দীর্ঘ ও ভারী তরবারী নিয়ে একিলিসের উপর বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হেক্টর এক ট্র্যাজিক চরিত্র। তার ট্র্যাজেডি শুধু ব্যক্তিগত নয়, জাতীয়—কেননা তার সাথে সমগ্র ট্রয়ের ধ্বংসের কাহিনী ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

একিলিসের মতোই হেক্টরের মধ্যে আছে অত্যধিক মাত্রায় গর্ব—যাকে hybris বলা হয়। এর ফলে তার ভারসাম্য ব্যাহত হয়েছে এবং সে সত্যোপলব্ধি হতে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার আত্মজ্ঞানের প্রসারতা ঘটে। সে যে ভুল করেছে এবং এই ভুলের ফলে ট্রয়ের উপর যে ধ্বংস নেমে এসেছে, এর সম্পূর্ণ গুরুদায়িত্ব বহন করার ফলে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। ফলে সে সত্যোপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে।

মহাকবি হেক্টরের চরিত্রকে সুগভীর দরদ, অনুকম্পা ও সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। ফলে চরিত্রটি আধুনিক কল্পনাকেও আকৃষ্ট করেছে। সেক্সপীয়ার তার সম্পর্কে বলেছেন, 'sweet knight of troy' মধুসূদনের কল্পনা হেক্টর উদ্দীপ্ত করেছে বলেই তিনি 'হেক্টর-বধ' রচনার প্রয়াসী হন। শুধু তাই নয়, হেক্টরের আদর্শে 'মেঘনদবধ কাব্যে' মেঘনাদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

ট্রয়ের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আগামেমনন একিয়ান-পক্ষ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছে। সুতরাং একিয়ান পক্ষে সে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

এত বড় একটা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হতে হলে যে যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন তা তার অনেক খানি খর্ব হয়েছে কতকগুলি চরিত্রগত ত্রুটি বা ছিদ্রের জন্যে—যেমন একগুয়েমি, ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা, লোভ, স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতা। এই শেষোক্ত গুণটির জন্যে সে কোন সমালোচনা সহ্য করতে অনিচ্ছুক।

একিলিসের বিপরীত চরিত্র রূপে তাকে অঙ্কিত করা হয়েছে। একিলিসের চরিত্রে যে দৃঢ়তা এবং নৈতিক বল বা বিশ্বাস আছে, তা তার মধ্যে নেই।

দেবতা এপোলোর মন্দিরের পুরোহিত ক্রাইসেস প্রচুর মুক্তিমূল্যের বিনিময়ে কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু লোভ ও স্বার্থপরতার দরুণ আগামেমনন তাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে দেবতা এপোলোর ক্রোধ

একিয়ানদের উপর নেমে আসে, তাদের ঘটে দারুণ বিপর্যয়। ভবিষ্যদ দ্রষ্টা ক্যালচাস পুরোহিত কন্যা ক্রাইসিসকে ফেরত দিতে বলে। আগামেমনন ক্যালচাসের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একগুয়েমি ও ঔদ্ধত্যের দরুণ সে বাস্তবকে গ্রহণ ও স্বীকার করতে অসমর্থ।

অথচ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে শেষ অবধি ক্রাইসিসকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে সে একিলিসের যুদ্ধ বন্দিনী ব্রিসিসকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। একিয়ান পক্ষের প্রধান সেনাপতির গৌরব এ ভাবেই সে রক্ষা করেছে।

এই হঠকারিতার দরুণ সে একিয়ানদের অন্যতম বীর ও সুহৃদ্ একিলিসের সমর্থন হারিয়েছে। একিলিস প্রতিজ্ঞা করেছে, সে আর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। আগামেমননের ধারণা সে একিলিস ছাড়াই যুদ্ধ-জয়ে সমর্থ হবে। এই মিথ্যা দম্ভ তার আছে। তাই সে স্বপ্ন দেখেছে—দেবতাদের নির্দেশ, ট্রয় অধিকৃত হবেই। তার মিথ্যা দম্ভই অবচেতন মনে স্বপ্নের মাধ্যমে রূপ লাভ করেছে। অথচ অন্তরের অন্তঃস্থলে সে জানে, একিলিস ছাড়া সে যুদ্ধ জয়ে অসমর্থ। এই সংশয় তার মনে আছে। এই জন্যেই সে একিয়ান সৈন্যদের দেশে ফিরে যেতে বলেছে—নিছক তাদের আনুগত্য পরীক্ষা করার জন্যে নয়।

তার মধ্যে মানসিক স্থৈর্য ও ধৈর্যের একান্ত অভাব। সে অস্থির অব্যবস্থিত চিত্ত, অপরিণামদর্শী এবং অস্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রায়ই সে উদ্ধত হয়ে ওঠে এবং শক্তির আস্ফালন করে থাকে। কখনো তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস প্রবল ভাবে দেখা যায়, আবার কখনো সে হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়ে। এ-সকল তার অক্ষমতা ও অস্থিরচিত্ততারই লক্ষণ মাত্র। তার মধ্যে নৈতিক বলের একান্ত অভাব এবং যে কোন অবস্থাকে সমগ্র দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে সে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। ফলে তার কথা বা কাজের পরিণাম কি হতে পারে, এ-সম্পর্কে সে সচেতন নয়। আত্ম প্রত্যয়, নৈতিক সাহস এবং স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব হেতু সে রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে একান্ত ভাবে বিপন্ন বোধ করে এবং কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

যুদ্ধে ক্রমাগত বিপর্যয় ঘটতে থাকলে, সে বুঝতে পারে তার ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা কি সর্বনাশ বহন করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে সে তার গুরুদায়িত্ব বহনে অসমর্থ হয়—যা তার পক্ষে একান্ত ভাবে স্বাভাবিক। সে যুদ্ধ পরিহার করে সত্যি সত্যি দেশে ফিরে যেতে চায়। বীর ডায়োমিডিস তাকে বিদ্রূপ করে বলে, জিউস রাজদণ্ড ও রাজকীয় মহিমা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সাহস দেন নি।

যুদ্ধে উপর্যুপরি বিপর্যয়ের ফলে সে তার ভুল বুঝতে পারে। একিয়ানদের সভায় সে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে যে একিলিসের প্রতি চরম অন্যায় করেছে এবং সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় একিলিসকে উৎকোচ ও উপঢৌকন দিয়ে। একিলিস উপঢৌকন পেলে শান্তি বা তৃপ্ত হবে, এমন ধারণা করা তার পক্ষেই সম্ভব। ফলতঃ দেখা যায়, একিলিস এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে।

একিলিসের ক্রোধের উপশম ঘটে বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে এবং তখনই একিলিসের সাথে তার একটা সমঝোতায় পৌঁছান সম্ভবপর হয়। সে যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার বিচার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছিল, এ-কথা স্বীকার করে সে ঔদার্যের পরিচয় দেয়।

সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও মেনিলাসের প্রতি মমত্ব বোধ তার চরিত্রটিকে সমুন্নত করে তুলেছে। বীর হেক্টর একিয়ানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান জানালে, সে কিছুতেই মেনিলাসকে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে দেয় নি। ইতঃপূর্বে যুদ্ধ শর্ত ভঙ্গ করে প্যাণ্ডারাস মেনিলাসকে আহত করলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই চূড়ান্ত অবমাননায় সে আর্তনাদ করে বলে ওঠে, "ভাই তোমার মৃত্যুর জন্যেই কি আমরা চুক্তির শপথ গ্রহণ করলাম?" তোমাকে ট্রজানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একাকী পাঠালাম?" হঠকারী ও উদ্ধত আগামেমননের চরিত্রটি এখানেই সম্পূর্ণ মানবীয় হয়ে উঠেছে।

প্যারিস সুপুরুষ, কিন্তু সে অস্থিরচিত্ত ও চঞ্চলমতি যুবক। কোনরূপ দায় দায়িত্ব বা নীতিবোধ তার নেই। সে শুধু ফূর্তিতেই মশগুল থাকে। ট্রয়ের এত-বড় সর্বনাশা যুদ্ধেও—যে যুদ্ধ তারই অপকীর্তির ফল—সে এতটুকু বিচলিত নয়।

সে কামদেবী আফ্রোদিতের বর পুত্র। সুতরাং রিরংসাবৃত্তি ও নারীসঙ্গলিপ্সা তার মধ্যে প্রবল। প্রবল কামনার বশবর্তী হয়েই সে মেনিলাসের অতিথি হয়েও তার স্ত্রী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেনকে অপহরণ করে নিয়ে আসে এবং আতিথ্য ধর্মের অবমাননা করে। তার এই বিশ্বাসঘাতকতাই ট্রয়ের যুদ্ধের হেতু। এ-জন্যে ট্রয়ে দেখা দিয়েছে ধ্বংসের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা। বস্তুতঃ সে ট্রয়ের যুদ্ধের জন্য দায়ী হ'লেও, সে এই কাব্যে নায়কের মর্যাদা লাভ করে নি। তার নৈতিক ত্রুটির জন্যেই হোমার তাকে ট্রজান পক্ষে প্রাধান্য না দিয়ে হেক্টরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কোনরূপ নীতিবোধ তাকে আদৌ পীড়িত করে না। বস্তুতঃ বিবেক বলতে তার মধ্যে কিছু নেই। হেলেনই এই যুদ্ধের সূচনা এবং হেলেনকে ফিরিয়ে দিলেই এই যুদ্ধের সমাপ্তি হবে। তাই ট্রজানদের এক সভায় এন্টিনর হেলেনকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। কিন্তু সে এই প্রস্তাব আদৌ সমর্থন করে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে মেনিলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করেছে দেখে সে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে প্রাণভয়ে ফিরে যায় নিজ সৈন্যদলে—"যেমন করে কোন মানুষ আরণ্য-গিরি-সঙ্কটে হঠাৎ সাপ দেখে থম্‌কে গিয়ে যে-দিক থেকে এসেছিল, সে দিকেই ফিরে যায় বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে।"

তার কাপুরুষতার জন্যে হেক্টর তাকে ভর্ৎসনা করে। "নারী লোভী নন্দ-দুলাল! কেন তুমি জন্মেছিলে? বিয়ের আগেই তোমাকে মেরে ফেলা হয় নি কেন? হাঁ, আমার মতে তা-ই হত ভালো। তোমার মতো আমাদের সকলের পক্ষে লজ্জা ও ঘৃণার পাত্র কেউ থাকার চাইতে না থাকাই অনেক ভালো ছিলো।"

ভীরু প্যারিস মেনিলাসের মোকাবিলা করতে সমর্থ না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে হেলেনের কাছে এসেছে এবং কামজর্জর হয়ে তাকে শয্যায় আহ্বান জানিয়েছে। আকণ্ঠ ঘৃণায় উদ্রিক্ত হয়ে হেলেন তাকে বলেছে,

"যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি চলে এসেছো! আমি আশা করেছিলাম, আমার পূর্বস্বামী—সেই মহান সেনানীর হাতে তোমার পতন হয়েছে।"

হেক্টর তার সম্পর্কে যথার্থ বলেছে, সে একেবারে খেয়ালী। যখন খুশী অহেতুকভাবে যুদ্ধ ছেড়ে চলে আসে। প্রচণ্ড ধ্বংসের আয়োজনের মধ্যে সে আজো বিচলিত বা বিড়ম্বিত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ও তার নবাবী চাল-চলন বজায় থাকে। মোট কথা, নিজের ফূর্তি নিয়েই সে মশগুল। তাকে বলা চলে, আত্মসুখসন্ধানী।

বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম ট্রয়ের অধিপতি। ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, পাত্র-মিত্র, অমাত্য সবই তার আছে। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের মধ্যেও তার এক শোচনীয় শোকাবহ মূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে যথার্থই এক বিষাদ-করুণ চরিত্র।

এতকাল সে সসম্মানে রাজ্যরক্ষা এবং প্রজা ও পরিবার পালন করে এসেছে। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির লীলায় আজ তার ট্রয় নগরী শত্রুহস্তে ধ্বংসোন্মুখ। যুদ্ধক্ষেত্রে একের পর এক তার বীর পুত্র হত হচ্ছে, তার বীর সেনানীরা মৃত্যুবরণ করছে। ট্রয়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। সেই মহাসর্বনাশের কথা ভেবে সে বিচলিত। "এই বৃদ্ধ বয়সে আমার জন্য পিতা জিউস কত দুঃখ-কষ্ট জমা করে রেখেছেন, সে কথা একবার চিন্তা কর। মৃত্যুর পূর্বেই আমাকে দেখতে হচ্ছে শত্রুপক্ষ কর্তৃক আমার ছেলেদের নিদারুণ ধ্বংস, মেয়েদের উপর অত্যাচার ও তাদের শয়ন কক্ষ লুণ্ঠন, শিশুদের আছড়ে মারা আর একীয় সৈন্যগণ কর্তৃক পুত্র বধূদের টেনে-হেঁচড়ে নেয়া সর্বশেষে আসবে একীয়দের তরবারীতে বা বর্শায় আমার মৃত্যুবরণের পালা। আমারই রাস্তার মুখে আমার মৃতদেহ হবে কুকুরদের দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।"

নিয়তিকে সে প্রত্যক্ষ করছে, কিন্তু এর গতিকে রোধ করবার সাধ্য তার নেই। কেননা সে একান্তভাবে নিরুপায়—বয়সের ভারে ক্লান্ত ও জরাজীর্ণ। তাই এত বড় রাজ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছে বীর পুত্র হেক্টরের প্রতি। হেক্টরই তার সকল আশা-ভরসার নিদান।

কিন্তু রণক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ একিলিসকে পুত্র হেক্টরের সম্মুখীন হতে দেখে সে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে এবং তাকে নগর প্রাচীরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে বলেছে। "পুত্র! আমি অনুনয় করে বলছি, ঐ লোকটার সাথে একাকী সহায়হীন ভাবে মোকাবেলা করো না। তা হলে তুমি পরাজিত হবে—মৃত্যুবরণ করবে। সে শুধু তোমার চাইতে বেশী শক্তিশালী নয়, সে হিংস্র। দেবতারাও যদি আমার মতো ওর প্রতি নির্দয় হতেন, তা হ'লে তার লাশ শীঘ্রই কুকুর-শকুনের ভক্ষ্য হতো। (তা' হলে আমার হৃদয়ের উপর থেকে একখানা পাথর নেমে যেতো!) এই লোকটাই আমার বহু ছেলেকে মেরেছে বা দূরবর্তী দ্বীপগুলিতে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করে দিয়েছে।··· তাই তোমাকে বলছি বাছা, দেয়ালের ভেতরে এসে ট্রয় এবং ট্রজানদের রক্ষাকর্তা হও।"

হেক্টরের অবর্তমানে এই নগরীতে যে মহাসর্বনাশ ঘটবে, এ-কথা ভেবে সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার ধূসর দাড়ি ও চুল ছিড়তে থাকে এবং বিলাপ করতে থাকে।

তার সকল আশা-ভরসার নিদান বীর পুত্র হেক্টর একিলিসের হাতে নিষ্ঠুর ভাবে হত হয়। শুধু তাই নয়, একিলিস মৃতদেহকে অপবিত্র করে। হেক্টরের শব রথের সাথে বেঁধে ধূলি-বালির মধ্য দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চলে।

এই দৃশ্য অবলোকন করে পুত্র শোকাতুর রাজা বেদনার্ত কণ্ঠে গুমরে ওঠে। হেক্টরের শবের কাছে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে ছুটে যায়। বহু কষ্টে যখন তাকে নিবৃত্ত করা হয় তখন সে গোময়-স্তূপে গড়াগড়ি দিতে দিতে বিলাপ করতে থাকে: "বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে যেতে দাও। আমার জন্য এত যত্ন নেয়ার প্রয়োজন নেই। আমাকে একীয় শিবিরে যেতে হবে। আমি ঐ অমানুষ রাক্ষসটার কাছে আবেদন জানাতে চাই। আমার বৃদ্ধ বয়স ও হেক্টরের যুবা বয়সের কথা ভেবে তার লজ্জা হতে পারে। যে তাকে এ-পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছে, তাকে লালন পালন করে

ট্রজানদের পক্ষে অভিশাপ-স্বরূপ করে গড়ে তুলেছে, তার সেই পিতা পেল্যাস ও তো আমারি সমবয়সী! তার হাতে যে দুঃখকষ্ট ভোগ করেছি, ট্রজানদের মধ্যে কেউ এতটা ভোগে নাই। আমার এতগুলো সন্তান তাদের মধুময় যৌবনে তার হাতে মৃত্যু বরণ করেছে। তবু তাদের জন্যে আমার যে দুঃখ, তার চাইতে অনেক বেশী তীব্র দুঃখ পেয়েছি শুধু একজনের জন্যে—এবং সে হচ্ছে এই হেক্টর। আহ, সে যদি শুধু আমার কোলে মৃত্যু বরণ করত, তা হলে প্রাণ ভরে আমরা—আমি এবং তার মা তার জন্যে রোদন করতে পারতাম।

হেক্টরের শব ফিরিয়ে আনতে সে একাকী একিলিসের শিবিরে যেতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কা করে রাণী হেকুবা বাধা দিয়েছে। তবু সে স্ত্রীর নিষেধ লঙ্ঘন করেই যাত্রার জন্যে তৈরী হয়েছে।

শোকে-দুঃখে আঘাত বেদনায় সে যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যাত্রাকালে পথিমধ্যে জনতাকে দেখে অহেতুক তিরস্কার করে, তাদের দণ্ডাঘাত করতে থাকে। তার উগ্রমূর্তি দেখে জনতা পালিয়ে যায়। ছেলেরাও তার তিরস্কারের হাত থেকে রেহাই পায় না।

প্রায়াম পুত্রহন্তা একিলিসের জানু জড়িয়ে ধরে এবং হাত চুম্বন করে-জগতের ইতিহাসে এর কোন তুলনা হয় না। প্রচুর মুক্তিমূল্যের বিনিময়ে হেক্টরের শব ফেরত দেবার আবেদন জানায় এবং একিলিসের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে রোদন করতে থাকে। ধূসর-কেশ ও শুভ্র-শ্মশ্রু বৃদ্ধের জন্যে একিলিসের মন করুণায় ভরে উঠে।

জাগতিক নিয়মে তরুণ পুত্রের হাতেই বৃদ্ধ পিতার শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু প্রায়ামের জীবনে জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থেকেই তাকে মৃত পুত্র হেক্টরের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের বেদনা-বিধুর মূর্তি আমাদের অশ্রু সজল করে তোলে। সম্ভবতঃ একই কারণে বাঙালী কবি মধুসূদন রাবণ চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাকে স্মরণ করেছেন।

হেকুবা চরিত্রের মাধ্যমে শাশ্বত মাতৃহৃদয়ের স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। হেকুবা চিরন্তনী মা। বীরপুত্র হেক্টর যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ক্লান্ত হয়ে এসেছে। তাই মমতাময়ী মা তাকে সুরা পান করিয়ে সতেজ করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে।

বীর প্রসূবা হেকুবা। বীর পুত্র হেক্টরের জননী হবার সৌভাগ্যে তার বক্ষ স্ফীত হবে, এই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু মাতৃহৃদয় সন্তানের জন্যে সর্বদা আশঙ্কাতুর। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর একিলিস হেক্টরের দিকে এগিয়ে এলে সে তাকে দেয়ালের ভেতরে এসে নিরাপদ আশ্রয় নিতে অনুরোধ করে। এক হাতে তার বুকের কাপড় সরিয়ে অন্য হাতে তার একটি স্তন তুলে ধরে অশ্রু প্লাবিত চোখে হেক্টরকে বলে, "বাছা হেক্টর, অন্ততঃ এটার একটুখানি সম্মান কর, আমাকে দয়া কর। কতবার এটার দুধ খাইয়ে তোমাকে আমি শান্ত করেছি! সে সব দিনের কথা স্মরণ কর বাছা! দেয়ালের ভেতরে এসে শত্রুর মোকাবেলা কর। একাকী ওর সাথে যুদ্ধ করো না।" এই আবেদন মাতৃত্বের।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে তার সেই বীর পুত্র অকালে শত্রু হস্তে নিহত। তার অন্যান্য সন্তান একিলিসের হাতে বন্দী বা ধৃত হয়েছে, কিন্তু কেউ প্রাণ হারায় নি। একিলিসই সুদীর্ঘ বর্শাঘাতে হেক্টরের প্রাণহরণ করে। সেই সন্তানের দেহ তারই চোখের সুমুখে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হতে দেখে তার পক্ষে নিজেকে সংবরণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সে নিজের চুল ছিঁড়তে থাকে এবং মাথার অবগুণ্ঠন ফেলে দিয়ে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলে: বাছা, কি দুঃখই আমাকে দিয়ে গেলে! তুমি মরেছ যদি, তবে আমি বেঁচে আছি কেন? ট্রয়ে সর্বক্ষণ তুমি ছিলে আমার গর্ব! এখানকার প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর কাছে তুমি ছিলে তাদের রক্ষা কর্তা, দেবতার মতো তারা তোমার পূজা করত। বস্তুতঃ জীবিত অবস্থায় তুমি ছিলে তাদের সকলের গর্ব। আর এখন সেই তোমাকেই মৃত্যু এবং ভাগ্য দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।" এ-ভাবে

রাণী হেকুবা বিলাপ করতে থাকে। হেক্টরের দেহ নিষ্ঠুর একিলিসের হাতে লাঞ্ছিত হবে, এ তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।

হেক্টরের শব রাজা প্রায়াম ফিরিয়ে আনলে তার শোক উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে। "আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র হেক্টর। তুমি যখন বেঁচে ছিলে দেবতারা তোমায় ভালোবাসতেন। এখন নিয়তির আঘাতে তুমি ভূপতিত হয়েছে—তবু দেবতারা কিন্তু তোমায় ভুলেন নাই। ক্ষিপ্রগতি একিলিস আমার অন্যান্য পুত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে হয়ত বা তাদের বিক্রির জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে বন্ধ্যা সাগরের ওপারে স্যামস বা ইম্বোস কিংবা বরফমণ্ডিত লেমনসে। সে তোমার জীবন নিয়েছে তার সুদীর্ঘ বর্শায়। যদিও সে তোমার হাতে নিহত তার বন্ধুর সমাধির চার পাশে তোমার শবদেহ হেঁচড়িয়েছে। (এতে অবশ্যি সে তার বন্ধুর জীবন দান করতে পারে নি), তুমি কিন্তু ভোরের শিশিরের মত তাজা অবস্থায়ই আমার ঘরে ফিরে এসেছ এবং এই প্রাসাদে শুয়ে আছ—যেনো তীরন্দাজ-দেবতা এপোলো এখানে এসে তাঁর তীরের মৃদু আঘাতে তোমায় জীবনান্ত করেছেন।"

রাণী হেকুবার জীবনে একিলিস চরম দুর্ভাগ্য হেনেছে। বীরপুত্র হেক্টরকে সে হত্যা এবং তার মৃতদেহকে অপবিত্র করেছে, অন্যান্য পুত্রদের বন্দী বা ধৃত করেছে। সুতরাং সেই নির্মম একিলিসের প্রতি তার সমস্ত অন্তর ঘৃণায় উদ্‌বেলিত হয়ে উঠবে, এই ত স্বাভাবিক! একিলিসের প্রতি সে প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।" ওঃ এই রাক্ষসটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম, আমি তার কল্‌জে চিবিয়ে খেতাম। তা হ'লে আমার প্রতিহিংসা কিছুটা মিটত।" কিন্তু দুর্বল ও অক্ষম নারীর পক্ষে আস্ফালন করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

হেক্টরের শব উদ্ধারের জন্যে সেই নরহন্তা রক্ত-পিপাসু একিলিসের কাছে তার স্বামী যাবে এ-কথা শোনা মাত্র সে আশঙ্কাতুর হয়ে ওঠে। স্বামীর

অমঙ্গল হতে পারে, এই ভাবনা তাকে বিচলিত করে তোলে। "হায় হায়! তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে? তুমি কি করে একীয় নৌবহরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারলে? বিশেষ করে সেই লোকটার কাছে, যে তোমার এতগুলো সাহসী পুত্রকে হত্যা করেছে? নিশ্চয় তোমার হৃদয়টা হচ্ছে লোহার মতো কঠিন। দেখা মাত্রই তোমাকে একেবারে হাতের মুঠিতে কায়দায় পেয়ে সেই বিশ্বাসঘাতক পশুটা তোমাকে মোটেই ছেড়ে দেবে না—তার নিকট থেকে কোনরূপ দয়াই তুমি পাবে না। না, না। এ হয় না।"

তার এই নিঃসঙ্গ ও বেদনা-বিধুর জীবনে স্বামীই একমাত্র আশ্রয় বা অবলম্বন। স্বামী যাতে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে, সেজন্য যাত্রার পূর্বে দেবতার উদ্দেশ্যে সুরা তর্পণের জন্য স্বামীকে অনুরোধ করে। শুধু তাই নয়, স্বামী যেন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে মঙ্গলবাহী দূত পাঠানোর জন্য - যাতে তার স্বামী নিরাপত্তার বিশ্বাস নিয়ে শত্রুশিবিরে যেতে পারে। স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এবং নিরাপত্তা-ভাবনায় সে সর্বদা আকুল।

মাতৃত্ব ও নারীত্বের এক উজ্জ্বল চিত্র রাণী হেকুবার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তার জীবনের অতল গভীর বেদনা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে।

এণ্ড্রোম্যাকি পতিব্রতা ও সন্তানবৎসলা নারী। পতি ও পুত্র নিয়েই তার সংসার এবং এরাই তার জীবনের সর্বস্ব। ট্রয়ের সর্বনাশা যুদ্ধে সে তার পিতা ও সাত ভাইকে হারিয়েছে। একিলিস তাদের হত্যা করেছে। পিতৃকুলে তার আপন জন বলতে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। সুতরাং স্বামীই তার একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়স্থল। হেক্টর তার শুধু স্বামী নয়, —পিতা, মাতা, ভাই, সবই।

হেক্টরের সাথে তার ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত। তাই হেক্টরের জন্য সে সর্বদা আতঙ্কিত। সে জানে, হেক্টরের বীরত্বই একদিন তার সমাপ্তি ঘনিয়ে আনিবে। ফলে সে হবে বিধবা, তার শিশুপুত্র হবে অনাথ। ভাবী

অমঙ্গলের আশঙ্কা করে সে হেক্টরকে দেয়ালের ওপরে থাকতে অনুরোধ করে। "তোমার বীরত্বই তোমার সমাপ্তি ঘনিয়ে আনবে। তোমার শিশুপুত্রের কথা, তোমার যে স্ত্রী শীগ্‌গীরই বিধবা হবে, তার কথা তোমার মনে জাগে না। যুদ্ধে একদিন একীয়দের হাতে তোমার মৃত্যু হবে। তোমাকে হারালে আমারও হয়ত মৃত্যু হবে। কারণ তোমার মৃত্যু হ'লে আমার মনে শান্তি থাকবে না—থাকবে অনন্ত দুঃখ।....

এখন কৃপা কর আমাকে, থাক এখানে এই দেয়ালের উঁচু চূড়ায়—তোমার শিশুপুত্রকে অনাথ এবং তোমার স্ত্রীকে বিধবা করো না।"

এণ্ড্রোম্যাকি সেবাপরায়ণা। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে স্বামী স্নান করবে। তাই সে গরম পানির ব্যবস্থা করে। এ তার স্বপ্নেরও অগোচর, ইতোমধ্যেই তার স্বামী একিলিস কর্তৃক নিষ্ঠুর ভাবে হত হয়েছে এবং স্বামীর দেহ একিলিস অপবিত্র করেছে। দুর্গ-প্রাকার থেকে বিলাপ-ধ্বনি শুনে তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠে, হাত থেকে মাকু পড়ে যায়। সে যথার্থই আশঙ্কা করে যে, হয়ত বা ইতোপূর্বেই হেক্টরের আকাশ-চুম্বী গরিমার চির অবসান হয়ে গেছে। সে জানে রণক্ষেত্রে তার স্বামী কখনও পশ্চাদপসরণ করবার মতো পাত্র নয়।

এণ্ড্রোম্যাকি দুরু দুরু বক্ষে পাগলিনীর মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। দুর্গ-প্রাকারে আরোহণ করে সে দেখতে পায় একটি অশ্ব-শকটে তার স্বামীর মৃতদেহ বেঁধে একীয় নৌবহরের দিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই দৃশ্য তার পক্ষে সহ্যাতীত। তার চোখে সারা বিশ্ব অন্ধকার হয়ে আসে। সে সংজ্ঞাহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

জ্ঞানলাভের পর সে বিলাপ করতে থাকে, "ওহে হেক্টর! কি হবে আমার এখন? কি কুক্ষণে তোমার ও আমার জন্ম হয়েছিল!—এখানে প্রায়ামের ঘরে তোমার, আর থীবে ইটনের গৃহে আমার জন্ম হল একই অশুভ নক্ষত্রে। সেখানে এক দুর্ভাগা পিতার দুর্ভাগিনী সন্তান হিসেবে ছোটকাল থেকেই লালিত পালিত হয়েছিলাম। আমার মতো দুর্ভাগিনী দিনের আলো

না দেখলেই ভালো হত। তুমি তো চললে আমাকে বিধবা করে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে মৃত্যুপুরীর কোন্ এক অজানা রাজ্যে। তোমার ছেলে এখনো শিশু বৈ তো নয়। পিতা-মাতার দুর্ভাগা ছেলে সে। তুমি এখন মৃত কাজেই তার কাছে তুমি যেমন আর আনন্দের উৎস নও, তেমনি তোমার কাছে সে-ও তাই। যদি তোমার ছেলে এই একীয় যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষাও পেয়ে যায়, তবু তার ভবিষ্যৎ দুঃখকষ্টপূর্ণ না হয়ে পারে না। কারণ তার রাজ্য চলে যাচ্ছে অপরের হাতে।·····পিতা-মাতা থেকে বহুদূরে একীয় নৌবহরে তোমার দেহ এখন কুকুরদের উদর পূর্তি করবে, তারপর নগ্ন অবস্থায় পড়ে-থাকা তোমার দেহাংশ কিলবিল-করা কেঁচো কীটের খোরাকে পরিণত হবে। মেয়েদের হাতে তৈরী তোমার যে-সব সুন্দর বস্ত্র এখনো ঘরে রয়েছে, আমি সে-সব পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব। কারণ সে-সবের প্রয়োজন তোমার আর নেই। সেগুলো তুমি আর পরবে না। কিন্তু ট্রয়ের মেয়ে-পুরুষ সবাই তোমাকে শেষ সম্মান জানাবে।"

এভাবে এণ্ড্রোম্যাকি অশ্রুবর্ষণ করতে করতে বিলাপে রত হয়েছে। ট্রয়ের পুরনারীরাও তার দুঃখে কাতর হয়ে তার সঙ্গে বিলাপে যোগ দিয়েছে।

প্রায়াম হেক্টরের শবদেহ শত্রুর কবল থেকে নিয়ে আসে এবং তা দেখে এণ্ড্রোম্যাকির নিজেকে সংযত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। দু'হাতে স্বামীর মাথা তুলে ধরে বিলাপ করতে থাকে, "স্বামি! বড় অল্প বয়সে তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং আমাকে বিধবা করে গেছ। আমরা হতভাগ্য দম্পতি যে শিশুপুত্রকে পৃথিবীতে এনেছি, সে নিতান্তই শিশু। সে যে কোনদিন মানুষ হয়ে উঠতে পারবে, সে-ভরসা আমার নেই। তার আগেই ট্রয় ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে।·····হায় হেক্টর! তুমি তোমার পিতা-মাতার হৃদয়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আমার মতো বিলাপ কে করবে আর আমার চাইতে বেশী দুঃখ কার? কারণ নিজ শয্যায় তুমি মৃত্যুবরণ করনি এবং আমার দিকে হাত বাড়িয়ে কোনো স্নেহ-মধুর

কথা আমায় বলতে পার নি—যা আমার দিবা-রাত্রির শোকাশ্রুর সম্পদ হয়ে থাকতে পারত।"

এ-সব কথা বলে এণ্ড্রোম্যাকি আপন শোক প্রকাশ করে এবং তার এ-বিলাপের সাথে অপর মেয়েরাও যোগ দেয়। এণ্ড্রোম্যাকির এই বেদনা শুধু ট্রয়ের পুরনারীদের নয়। আমাদের সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে। তাঁর বেদনাকে মহাকবি হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন।

হেলেন বিশ্বের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। তার সৌন্দর্য দেখে ট্রয় নগরীর বৃদ্ধরা অভিভূত হয়েছে। সে তো নারী মাত্র নয়, সে অমর দেবীর অবিকল প্রতিমূর্তি। তাকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘকাল ধরে একিয়ান ও ট্রজানদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা ঘটেছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। তার সৌন্দর্যে ট্রয়-নগরীর বৃদ্ধরা অভিভূত হয়ে বলেছে, "এমন নারীরত্নের জন্যে ট্রয় ও একিয়ান সৈন্যরা যে এত দীর্ঘকাল ধরে কষ্ট সহ্য করছে, এ জন্যে কে তাদের দোষ দিতে পারে।" তাই তাদের কাছে ট্রয়ের যুদ্ধ স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। সৌন্দর্যের এই ধারণায় লেসিং চমৎকৃত হয়ে বলেছেন, **"What can afford us a more lively idea of beauty than that cold old age should think the war justified which had cost so much blood and so many tears"** **Lacoon**

হেলেন কাম, সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক। এদিক দিয়ে প্যারিসের সাথে তার সাদৃশ্য আছে। আবার একিলিসের মতোই সেও এক রহস্যময় চরিত্র—নিজের কাছেই নিজে রহস্য-সংসক্ত।

তার মধ্যে পাপবোধ প্রবল ভাবে দেখা যায়। প্যারিসের সাথে তার ব্যভিচারের ফলে নিরীহ নর-নারীর জীবনে দেখা দিয়েছে নিঃসীম দুঃখ ভোগ, ট্রয় নগরীতে নেমে এসেছে দারুণ ধ্বংস ও বিপর্যয়। এ-সকল দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের জন্যে সেই দায়ী। এ জন্যে তার অন্তরে রয়েছে গ্লানি ও অনুশোচনা। সে অন্তরে দারুণ জ্বালা অনুভব করে। সে নিজেকে সব সময় অপরাধী বলে বিবেচনা করে এবং এ নিয়ে সর্বদা কুণ্ঠিত। হেক্টরকে সে

বলছে, "আমি সত্যি লজ্জাহীনা, দুষ্টমনা, ঘৃণ্য জীব। কত ভাল হতো, যদি জন্ম মুহূর্তেই দুষ্ট ঝড় দেবতা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো পাহাড়ের উপরে কিংবা কোনো উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সাগরে ফেলে দিত। আর এ-সব দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই তরঙ্গ আমায় চিরতরে গ্রাস করে ফেলত! তার এই অন্তর্দাহের জন্যে বিবেক বা নীতিবোধই দায়ী।

সে এক দারুণ সমস্যার সম্মুখীন। দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে এক পক্ষে আছে তার স্বদেশবাসী একিয়নরা, প্রাক্তন স্বামী মেনিলাস ও আপন জনেরা অপর পক্ষে তার নতুন দেশ, বর্তমান পরিবার ও স্বামী। যাদের পেছনে ফেলে এসেছে, হৃদয়ের স্মৃতিপট থেকে তাদের একেবারে মুছে ফেলা কখনো সম্ভবপর নয়। পূর্ব স্বামী, পিতা-মাতা এবং পরিত্যক্ত নগরীর জন্যে তার একটা প্রবল আকুতি আছে। অথচ সে জানে, একিয়ানরা যুদ্ধে জয়ী হলে তার শাস্তি অনিবার্য এবং এই ভয়ে সে ভীত। আবার প্যারিসের জন্যে তার দুর্বলতা আছে এবং তা তার মধ্যে প্রবল মোহের সঞ্চার করেছে। অথচ তার পূর্বস্বামী মেনিলাসের তুলনায় বর্তমান স্বামী প্যারিস তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। মেনিলাস বীর ও শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু প্যারিস দুর্বল ও অব্যবস্থিতচিত্ত। প্যারিসের ভীরুতা ও কাপুরুষতা তার অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক করেছে। তাই একদিন যে ভালোবাসার তাগিদে স্বামী-সংসার ফেলে চলে এসেছিল, সেই ভালোবাসা ম্লান হয়ে গেছে। অথচ প্যারিসের প্রতি ভালবাসা স্তিমিত হয়ে এলেও, প্যারিসকে প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্যারিস পালিয়ে এলে তার ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়েছে এবং প্যারিসকে সে বলেছে, "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি চলে এসেছো? আমি আশা করেছিলাম, আমার পূর্বস্বামী সেই মহান সেনানীর হাতে তোমার পতন হয়েছে। তুমি আস্ফালন করতে যে, তুমি মেনিলাসের চাইতেও বড় যোদ্ধা। কেন তবে আবার তাকে মোকাবেলা করতে যাচ্ছ না?" প্যারিসের প্রতি প্রবল ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও সে তার শয্যাসঙ্গিনী হবার আহবান উপেক্ষা করতে পারেনি।

সৌন্দর্যময়ী হেলেনের সেই আত্মসংগ্রামের কাহিনী সত্যি বেদনাবহ। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে সে জর্জরিত হয়েছে, অথচ এই নির্বান্ধব পুরীতে কেউ তাকে বোঝবার প্রয়াস পায়নি—একমাত্র হেক্টর ব্যতীত। শুধু হেক্টরের কাছেই সে আপন অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। তার লজ্জাহীনতা ও প্যারিসের দুর্বুদ্ধির জন্যে ট্রয়ে যে বিপর্যয় ঘটেছে, এর সমস্ত দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে হয়েছে হেক্টরকে। তাই হেক্টরের কাছে সে লজ্জিত এবং হেক্টরের জন্যে রয়েছে তার অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মগ্লানিতে জর্জরিতা হেলেন জানে যে, ভাবী কালের মানুষ তার কলঙ্ক নিয়ে কাব্যগাথা রচনা করবে। সৌন্দর্যের মধ্যে অভিশাপ আছে এবং সেই অভিশাপ তাকে শুধু জীবনে নয়, যুগ যুগ ধরে বহন করতে হবে।

এলিয়ডের আঙ্গিক

'একিলিসের ক্রোধ' কাব্যের মূল উপজীব্য এবং তা প্রথম চরণেই উচ্চারিত হয়েছে। বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে এভাবে—(১) মুল আখ্যান—ঝগড়ার কাহিনী, (২) সহযোগী আখ্যান—যুদ্ধের মূল গতিবিধি, (৩) অনুসঙ্গী উপাখ্যান—পৌরাণিক এবং নানাবিধ উপাখ্যানের অবতারণা।

একিলিসের ক্রোধই কাহিনীর মূল সূত্র। সেই সূত্র ধরে ট্রয়ের যুদ্ধের ঘটনাবলী বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং ফাঁকে ফাঁকে পৌরাণিক ও নানাবিধ উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে।

মাত্র ৪৭ দিনের ঘটনা নিয়ে ইলিয়ড রচিত। ট্রয়ের যুদ্ধ দশ বছর ধরে চলে। কিন্তু শেষ বছরের মাত্র এই কয়টি দিন কাহিনীর জন্য নির্বাচন করেছেন। আগামেমননের প্রতি একিলিসের ক্রোধ নিয়ে কাহিনীর সূচনা এবং বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে সেই ক্রোধ ন্যস্ত হয় হেক্টরের প্রতি। হেক্টর-বধের পর ক্রোধের উপশম এবং হেক্টরের শবদাহের পরেই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইলিয়ডের আখ্যানটি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। আখ্যানের আদি, মধ্য ও অন্ত সামঞ্জস্য সূত্রে গ্রথিত বা সংবদ্ধ। আখ্যানের এই দৃঢ় সংহতি, শিল্পগত ঐক্য এরিষ্টটলের প্রশংসার উদ্রেক করেছে। বলা হয়েছে, কাহিনীর ঐক্যসূত্র গড়ে তুলেছে একিলিসের ক্রোধ এবং তা প্রথম, নবম, ষোড়শ, ঊনিশ বাইশ এই কয়টি সর্গে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম সর্গে আছে, ব্রিসিসকে নিয়ে আগামেমননের সাথে একিলিসের ঝগড়া, ফলে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না বলে একিলিসের প্রতিজ্ঞা। নবম সর্গে আছে, যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে আগামেমনন কর্তৃক একিলিসের কাছে সন্ধির প্রস্তাব, কিন্তু একিলিস কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান। ষোড়শ সর্গে একিলিস বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে যুদ্ধে যেতে দেয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্যাট্রোক্লাস অশেষ বীরত্ব দেখিয়েও হেক্টরের হাতে মৃত্যুবরণ করে। ঊনিশ সর্গে আছে, একিলিসের সাথে আগামেমননের সমঝোতা এবং প্যাট্রোক্লাস বধের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। বাইশ সর্গে একিলিস নিষ্ঠুরভাবে হেক্টরকে হত্যা করে। তেইশ সর্গে আছে, প্যাট্রোক্লাসের শবদাহ। চব্বিশ সর্গে দেখা যায়, মুক্তিমূল্য নিয়ে একিলিস প্রায়ামকে হেক্টরের শবদেহ ফেরত দেয় এবং ট্রজানরা খুব যত্নের সাথে হেক্টরের শেষকৃত্য সম্পাদন করে।

সুতরাং একিলিসের ক্রোধ এবং সেই ক্রোধের উপশম, এই নিয়ে কাহিনীর মূলসূত্রটি গড়ে উঠেছে। এবং এই মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করেই ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনী বিন্যস্ত এবং যুদ্ধের গতিবিধি বর্ণিত হয়েছে। এবং এই কাহিনীর মধ্যেই শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থে ও বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্যে নানা উপাখ্যানের সন্নিবেশ করা হয়েছে।

গ্রোটে প্রমুখ পণ্ডিত ইলিয়ডকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন এবং এর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। গ্রোটের মতে মূল কাব্যে (একিলিসের ক্রোধ) ২-৭, ৯, ২৩, ২৪ সর্গ ছিল না। কিন্তু তাঁর এই মতামত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

কেননা ইলিয়ডের পরিণত শিল্পকৌশল একক কবির রচনা বলেই সাক্ষ্য দেয়। হোমার কাহিনীবিন্যাস এবং গঠন কৌশলের দিক দিয়ে অভিনবত্ব

ও আশ্চর্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ইলিয়ডের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জর্জ ষ্টেইনার বলেছেন, "The work of Homer, as we know it, is of dazzling intricacy. Its design is tight and deliberate, set it beside the finest of recorded folk poetry, and the difference leaps to eye. We are dealing in the Iliad with a commanding vision of man, articulate in every detail, not with a tale of adventure automatically or randomly carried forward, The entrance into action via the oblique theme of Achilles' anger is art of high sophistication. The entire design, with its inner echoes and alterance of stress and repose, follows on the particular drama of the opening"

কাহিনী বর্ণনার কৌশলে এবং চরিত্র বিশ্লেষণের পটভূমি তৈরীতে হোমারের তুল্য দক্ষ শিল্পী বিরল দৃষ্ট। কাহিনীটি আরম্ভ হয়েছে নাটকীয় ভাবে—যাতে শ্রোতা সহসা আকৃষ্ট হতে পারে। একিলিসের ক্রোধ নিয়ে কাহিনীর সূচনা। তারপর নবম সর্গ পর্যন্ত একিলিসের সাক্ষাৎ নেই। হোমার অবলম্বন করেছেন বিলম্বিত রীতি। যেমন দ্বিতীয় সর্গে আগামেমননের স্বপ্ন বৃত্তান্ত কাহিনীর গতিকে বিলম্বিত করেছে। এর ফলে শ্রোতা জানে কি হবে, কিন্তু কখন কি ভাবে হবে তা জানে না। হোমার জানেন, গল্পের সাথে শ্রোতা বহু পূর্বেই পরিচিত। কেননা তা বহুকাল ধরে লোকমুখে প্রচলিত। সুতরাং শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে হলে কাহিনী অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যাস করতে হবে। শ্রোতার মনে ঔৎসুক্য জাগাবার জন্যে তিনি সংকটময় মুহূর্তকে বিলম্বিত, কাহিনী দীর্ঘ সূত্র, নানা প্রসঙ্গের অবতারণা এবং এই সুযোগে নানা চরিত্র ও ঘটনার তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। He (Homer) employs the devices of forcasting delayed action, expansion, withholding of climax to prolong suspence, alteratian of heavy and light scenes, Flashbacks, symmetry of

echoing scenes suspence, recognition scenes. Since his audience had knowledge of the mythical background, he compels it to participate in supplying motivations of events and characters, thus sustaining attention and interest."

হোমার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে মূল কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার অবতারণা করেছেন। এর ফলে শ্রোতা পরিচিত কাহিনীর মধ্যেই নতুনত্ব ও অভিনবত্বের আস্বাদ লাভ করে। "The poem opens up from within itself,unfolds and expand as a range of mountains does to an advancing traveller, drawing him on by distant prospects and disclosing unexpected peaks"

—E. T. owen, The story of the Iliad.

এ-কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, ইলিয়ডের কাহিনী দশ বছরের যুদ্ধের মধ্যে শেষের দিকের মাত্র ৪৭ দিনের ঘটনা নিয়ে লেখা এবং এর মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বিধৃত করা হয়েছে। অতীতে যা ঘটেছে তা হোমার কৌশলে উন্মোচিত করেছেন এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে আমরা ইলিয়ডে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একই সাথে পাচ্ছি। এবং মহাকবির কাল সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

ইলিয়ড শ্রব্যকাব্য হলেও, এতে মূলতঃ নাটকীয় রীতি প্রাধান্য লাভ করেছে। হোমার জানেন, কতটুকু বর্ণনা করতে হবে আর কতটুকু ঘটনার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। সেই সকল ঘটনাবলী যেন আমরা নাটকের মতোই রঙ্গমঞ্চে চোখের সুমুখে প্রত্যক্ষ করি। সেই জন্যে E. V. Rieu ইলিয়ডের ইংরেজী গদ্যানুবাদের ভূমিকায় বলেছেন, "Homer invented drama before the theatre was invented to receive it"

এই নাটকীয় রীতি প্রাধান্য লাভ করার ফলে হোমার নিজের মুখে যথাসম্ভব কম কথা বলেছেন, পাত্র-পাত্রীদের মাধ্যমে কাহিনী রূপায়িত করেছেন। তিনি কয়েকটি কথায় মুখবন্ধ করে পাত্র-পাত্রীদের উপস্থিত

করেছেন। কারণ তিনি জানেন কখন বর্ণনা করতে হবে আর কখন পাত্র-পাত্রীদের জবানীতে ব্যক্ত করতে হবে।

চরিত্র গুলোকে তিনি আঁকেন না, চরিত্র গুলো যেন তাদের কথা ও কার্যাবলীর মাধ্যমে আপনাদের উদঘাটিত করে। এই নাটকীয় রীতিতে বিন্যস্ত করার ফলে তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্র বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র।

শুধু তাই নয়, চরিত্র চিত্রণে তাঁর আশ্চর্য সংগতি লক্ষ্য করা যায়। একিলিস আগামেমনন, মেনিলাস, ওডিসাস, নেষ্টর, হেক্টর, প্রায়াম, হেকুবা, এণ্ড্রোম্যাকি থেটিস, এথেনা হেলেন প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে এই সামঞ্জস্য দেখা যায়। চরিত্র-চিত্রনে এই সংগতি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইলিয়ড একক কবির রচনা।

সুতরাং আঙ্গিকের দিক দিয়ে আলোচনা করলে বলা যায়, ইলিয়ড কবির অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পচাতুর্য ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।

তিন

ইলিয়ডের পর ওডিসি রচিত হয়। ইলিয়ড কবির প্রথম জীবনের এবং ওডিসি বার্ধক্যের রচনা। ইলিয়ডে কবির যে শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, ওডিসিতে তা আছে, কিন্তু ইলিয়ড যে কাব্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত ওডিসিতে তার একান্ত অভাব। কাব্যগুণে ইলিয়ড ওডিসি অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ।

ইলিয়ড ও ওডিসির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় রচনাশৈলীতে। শুধু তাই নয়, দুই কাব্যই মহাকাব্যের মৌখিক ধারায় এবং একই ছন্দে—হেক্সামিটার রচিত। চরিত্র গুলোর ব্যক্তিত্ব যে ভাবে প্রকটিত হয়েছে, তার মধ্যেও সামঞ্জস্য আছে। দুই কাব্যেই বীর ধর্মের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

ওডিসির তুলনায় ইলিয়ড সংকীর্ণ পটভূমিতে রচিত। এই কাব্যের পট ভূমি ট্রয়, একিয়ানদের যুদ্ধ-জাহাজ, যুদ্ধক্ষেত্র এবং অলিম্পাস পর্বত। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে ওডিসি বৃহত্তর পটভূমিতে রচিত—বিচিত্র ও বহুল অভিজ্ঞতায়

সমৃদ্ধ। এই কাব্যে যে জগৎ তৈরী করা হয়েছে তা বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে গড়া।

ওডিসির পৌরাণিক পটভূমি

ইলিয়ড এবং ওডিসি এই দুই কাব্যই ট্রয়ের যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত ইলিয়ডে ট্রয়ের যুদ্ধের চিত্র উদ্‌ঘাটিত এবং ওডিসিতে সেই যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলী বিন্যস্ত হয়েছে। ইলিয়ড দশ বছরের যুদ্ধের চিত্র মাত্র ৪৭ দিনের মধ্যে এবং ওডিসিতে যুদ্ধের পর ওডিসাসের দশ বছর ধরে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী মাত্র ৪২ দিনের মধ্যে বিধৃত করা হয়েছে। ইলিয়ডে আছে যুদ্ধ, ওডিসিতে শান্তির চিত্র।

হেক্টরের মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরেই ইলিয়ডের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। হেক্টরের মৃত্যুর অনতিপরেই প্যারিস বিশ্বাসঘাতকতা করে বিষাক্ত শর দ্বারা বিদ্ধ করে একিলিসকে হত্যা করে। একিলিসের বর্ম নিয়ে ওডিসাস এবং আয়াম এর মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। ওডিসাস দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আয়াসকে পরাভূত করে বর্ম লাভ করলে আয়াস উন্মাদ হয়ে যায় এবং আত্মহত্যা করে। এরপর ফিলোসিটিস হেরাক্লিসের তীর দিয়া প্যারিসকে হত্যা করে। তারপরে ওডিসাসের পরামর্শ অনুযায়ী একিয়ানরা একটি মস্ত বড় কাঠের ঘোড়া তৈরী করে এবং তা ট্রয়ের দেয়ালের সুমুখের মাঠে রেখে দেয়। এবং তারা গুজব রটায় যে এথেনা দেবীর স্মরণে এই ঘোড়াটি উৎসর্গিত হয়েছে—যাতে নিরাপদে স্বদেশ-প্রত্যাগমন করতে পারে। কারণ এখন তারা দেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তারা সত্যি দেশে ফিরে যায় না, জাহাজে রওয়ানা হয়ে নিকটবর্তী দ্বীপে এসে থামে।

পুরোহিত লেকুন ট্রজানদের সাবধান করে দেয় যেন এই কাঠের ঘোড়াটিকে নগরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া না হয়। কিন্তু যখন দু'টি সাপ লেকুন ও তার দুই ছেলেকে হত্যা করে তখন ট্রজানরা একে শুভ ইঙ্গিত হিসেবে ধরে নেয় এবং ঘোড়াটিকে নগরীর মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। ঘোড়াটি

ছিল একিয়ান সৈন্যে ভর্তি এবং সেই রাতেই একিয়ানরা ঘোড়া থেকে বেরিয়ে আসে। এদিকে একিয়ান রণতরীও নিকটবর্তী দ্বীপ থেকে ট্রয়ে ফিরে আসে। নগরীর ভেতর এবং বাইর থেকে আকস্মিক আক্রমণ ট্রজানরা প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়, ফলে ট্রয় নগরী বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

ট্রয় ভস্মীভূত হয়ে গেলে সব পুরুষদের হত্যা করা হয়, মেয়েরা—সে আমলের প্রথানুযায়ী—ক্রীতদাসীতে পর্যবসিত হয়। তারপর একিয়ান বীর যোদ্ধারা দেশে ফিরে আসতে শুরু করে। পথিমধ্যে নানা বাধা-বিপত্তির ফলে মেনিলাসের ফিরে আসতে কয়েক বছর লাগে। আগামেমনন দেশে ফিরে আসা মাত্র পত্নী ক্লাইটেমেনেষ্ট্রা ও তার প্রণয়ী এজিসথাস কর্তৃক নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়। কিন্তু দেশে ফিরে আসতে সব চাইতে সময় লাগে ওডিসাসের—মোট দশ বছর। সে বারটি জাহাজ এবং ছয় শ' অনুচর নিয়ে ট্রয় থেকে যাত্রা শুরু করে। পথিমধ্যে জলদেবতা পোসিডন তার প্রতি এবং সূর্যদেবতা হাইপেরিয়ন তার অনুচরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়। ফলে তাদের যাত্রা হয় বিলম্বিত এবং তাদের নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

এদিকে ওডিসাসের অন্তর্ধানের সাত বছর পর ইথাকা রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১০৮ জন অভিজাত তরুণ ওডিসাসের প্রাসাদে গিয়ে আস্তানা গাড়ে এবং তার স্ত্রী পেনিলোপির পাণিপ্রার্থী হয়। তাদের জোর-জুলুম, অন্যায়-অত্যাচারের কোন অবধি থাকে না এবং তারা এই দাবী করে যে, তাদের মধ্যেই যে-কোন একজনকে স্বামীরূপে বরণ করতে হবে—যাতে ইথাকা একজন রাজা লাভ করতে পারে।

পেনিলোপি যথার্থই পতিব্রতা নারী এবং তাদের এই প্রস্তাব যাতে সহসা কার্যকরী না হতে পারে সেইজন্য সে ঘোষণা করে যে, বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যে একটি শব আচ্ছাদন বস্ত্র তৈরী করবে এবং তৈরী শেষ হয়ে গেলেই সম্মতি দেবে। বস্ত্র তৈরী করতে গিয়ে সে একটি কৌশল অবলম্বন করে। দিনে যতখানি বোনা হয়, রাতে তা আবার খুলে ফেলে।

এদিকে পাণিপ্রার্থীরা ওডিসাসের প্রাসাদে থেকে খুব ফূর্তির সাথে দিন কাটায়। অথচ ওডিসাসের তরুণ পুত্র টেলিমেকাসকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে। আবার পেনিলোপি যে তাঁত বোনার নাম করে তাদের ফাঁকি দিচ্ছে, এ খবরও তারা একজন ঝিয়ের মারফত জেনে ফেলে। সুতরাং পেনিলোপির পক্ষে আর দেরী করা সম্ভব নয়। তার মত অবিলম্বে জানাতে হবে। ট্রয় থেকে ওডিসাসের যাত্রার দশ বছরে—অর্থাৎ বাড়ী থেকে অবর্তমানের বিশ বছরে—এমন এক সংকটময় মুহূর্তে ওডিসির কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে।

ওডিসির কাহিনী

নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভ্রাম্যমানের গৃহে প্রত্যাবর্তন (Nostos) এই বিষয় অবলম্বন করেই ওডিসি রচিত। ইথাকা দ্বীপের অধিপতি ওডিসাস বিশ বছর ধরে ঘরছাড়া। ট্রয়ের যুদ্ধে তার কেটেছে দশ বছর তারপর দশ বছর ধরে সে সমুদ্র দেবতা পোসিডনের অভিশাপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অলিম্পাস পর্বতে দেবতারা সম্মিলিত হয়ে তার দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনায় বসে এবং স্থির করে যে দেবদূত হার্মিস ওজিজিয়া দ্বীপে গিয়ে জলপরী কেলিপসোকে বলবে যেন তাকে দেশে ফিরে যেতে দেয়া হয়।

এদিকে দেবী এথেনা ছদ্মবেশে ইথাকাতে গিয়ে ওডিসাসের তরুণ পুত্র টেলিমেকাসকে উৎসাহিত করতে থাকে যেন সে পাণিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ওডিসাস মারা গেছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এই সকল পাণিপ্রার্থীরা ওডিসাসের প্রাসাদে গিয়ে আস্তানা গাড়ে এবং প্রস্তাব দেয় যে পেনিলোপি যেন তাদের একজনকে বিয়ে করে। এথেনা টেলিমেকাসকে পিতার সন্ধানে বের হতে নির্দেশ দেয়।

পরদিন ভোরে টেলিমেকাস অভিজাতদের এক সভা আহ্বান করে। ওডিসাস যাবার পর বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সভা। এই সভায়

টেলিমেকাস পাণিপ্রার্থীদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে। পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে সব চাইতে উগ্র এন্টিনোয়াস। সে বলে যে পেনিলোপি তাদের চার বছর ধরে ফাঁকি দিচ্ছে এবং তাদের কোন একজনকে বিয়ে না করা অবধি এই জুলুম চলতেই থাকবে।

বৃদ্ধ ভবিষ্যদবক্তা হেলিথারসেস পাণিপ্রার্থীদের প্রতি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে যে ওডিসাস শীঘ্র ফিরে আসবে এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য কিন্তু তারা হেলিথারসেসকে বিদ্রূপ করে।

পিতার সন্ধানে টেলিমেকাস প্রথমে পাইলসে রাজা নেস্টরের কাছে যায়। রাজা নেস্টর তাকে সাদর আহবান জানায়, কিন্তু ওডিসাস সম্পর্কে কোন খবর দিতে পারে না।

তারপর সে যায় স্পার্টাতে মেনিলাসের কাছে। মেনিলাসের সুন্দরী স্ত্রী হেলেন ট্রয়ের যুদ্ধে ওডিসাসের একটি দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা দেয় কি করে ওডিসাস ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে শত্রুপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মেনিলাসও ওডিসাসের বীরত্বের খুব প্রশংসা করে। মেনিলাসও 'সমুদ্রের বুড়ো মানুষ' প্রটিয়ুসের কাছে শুনেছে যে ওডিসাস জলপরী কেলিপসোর দ্বীপে অবস্থান করছে।

এদিকে ইথাকাতে পাণিপ্রার্থীরা টেলিমেকাসকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। টেলিমেকাস ফিরে আসা মাত্রই তাকে হত্যা করা হবে।

দেবদূত হার্মিস জিউসের নির্দেশ কেলিপসোকে জানায়। সমুদ্রতীরে ওডিসাস ক্রন্দনরত। সে সময় দেবী কেলিপসো তাকে বলে যে সে ইচ্ছে করলে দেশে ফিরে যেতে পারে। তবে সে এখানে থাকলে অমর জীবন লাভ করবে। কিন্তু ওডিসাস অমরত্ব প্রত্যাখ্যান করে নশ্বর জীবনকে বেছে নেয়।

কেলিপসোর সহায়তায় ওডিসাস একটা ভেলা তৈরী করে রওয়ানা হয়। কিন্তু সমুদ্র দেবতা পোসিডন তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে। তিন দিন সাঁতরাবার পর সে সমুদ্র দেবী আইনোর সহায়তায়

ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এক দ্বীপে এসে পৌঁছে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। দ্বীপের নাম Scheria।

এই দ্বীপের রাজা আলকিন্‌স এবং রাণী আরিতি। এই দ্বীপের অধিবাসীরা ফিনিসিয়ান বলে পরিচিত।

রাজকুমারী নওসিকা ভোরে পরিচারিকাদের নিয়ে নদীর ঘাটে যায়। তারা কাপড় ধুয়ে রোদে শুকুতে গিয়ে বেশ ফূর্তিতে মশগুল হয়ে ওঠে। গণ্ডগোলে ওডিসাসের ঘুম ভেঙে যায়। তারা নগ্ন ওডিসাসের লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করে দেয়।

স্নান করে কাপড় পরার পর ওডিসাসকে ভারী সুন্দর দেখাতে লাগল। এরই মধ্যে ওডিসাস বাকচাতুর্যে নওসিকার মনোহরণ করে নেয়। নওসিকা মনে মনে তাকেই জীবনসঙ্গীরূপে আকাঙ্ক্ষা করে।

রাজা আলকিনস তাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা জানায় এবং তার সম্মানার্থে পরদিন এক উৎসবের আয়োজন করে। সেই উৎসবে চারণ কবি ডেমো-ডোকাস একটি গাথা আবৃত্তি করে। গাথার বিষয়, ট্রয়ে একিলিস ও ওডিসাসের ঝগড়া। এই গাথা শুনে ওডিসাস নিজেকে সংবরণ করতে পারে না—গোপনে অশ্রুবর্ষণ করতে থাকে। ডেমোডোকাস কাঠের ঘোড়ার কাহিনী বলতে থাকলে ওডিসাসের আবার কান্না পায়। রাজা আলকিনসের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং সে তার পরিচয় জানতে চায়।

ওডিসাস আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বিগত জীবনের কাহিনী উদ্‌ঘাটিত করে। ট্রয় থেকে সদলে যাত্রা করে যখন ইথাকার কাছাকাছি, এসে পৌঁছেছে, সে-সময় প্রবল ঝড় তাদের লোটাস ইটারদের দেশে—সম্ভবতঃ উত্তর আফ্রিকার কোনস্থানে—ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কতিপয় অনুচর পদ্মফুল খেয়ে বাড়ী যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যায় এবং পদ্মফুল খাওয়ার লোভে সেখানে থাকতে চায়। কিন্তু তাদের জোর করে নিয়ে আসা হয়।

তারপর তারা সাইকলপস-এর দেশে এসে পৌঁছে। সেখানে দৈত্য পোলিফেমাসকে কৌশলে অন্ধ করে ওডিসাস তার হাত থেকে রেহাই

পায়। সেখান থেকে পালিয়ে আসার সময় আত্মগর্বে গর্বিত ওডিসাস পোলিফেমাসকে বিদ্রূপ করে। ক্ষুব্ধ পোলিফেমাস পিতা সমুদ্র দেবতার কাছে নালিশ জানায়, যেন ওডিসাসকে শাস্তি দেয়া হয়। আত্মগর্বে স্ফীত ওডিসাসের জীবনে নিয়তি ভয়াল হয়ে ওঠে এবং সেই নিয়তি তারই দুষ্কৃতির ফল।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ওডিসাস Acaca দ্বীপে এসে পৌঁছে। এই দ্বীপ জলপরী সার্সির অধিষ্ঠান-ভূমি এবং সে সম্মোহন বিদ্যার অধিকারিণী। তার ভোজবিদ্যাবলে ওডিসাসের অনুচরেরা শূকরে রূপান্তরিত হয়। ওডিসাসকেও সে সম্মোহিত করতে চায়, কিন্তু দেবদূত হার্মিসের দেয়া 'মলি' ঔষধির প্রভাবে ওডিসাস নিজেকে রক্ষা করে এবং সার্সি তার অনুচরদের আবার মানবীয় রূপ দিতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, ওডিসাসের প্রতি সার্সির ভালবাসা সঞ্চারিত হয়।

ওডিসাস সার্সির সাথে একটা বছর কাটিয়ে দেয়। তারপর তার অনুচরেরা তাকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে দেশে ফিরে আসতে চাইলে সার্সি তাকে আগে প্রেতপুরীতে গিয়ে অন্ধ ভবিষ্যদ্‌বক্তা টাইরেসিয়াসের সাথে পরামর্শ করতে বলে।

প্রেতপুরীতে টাইরেসিয়াস ওডিসাসকে জানায় যে তার কপালে আরও দুঃখ আছে, তবে শেষ অবধি সে দেশে ফিরে গিয়ে সুখ ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রেতপুরীতে আগামেমননের সাথেও দেখা হয়। আগামেমনন বলে কি করে ক্লাইটেমেনেষ্ট্রা এবং এজিসথাস তাকে হত্যা করেছে। আগামেমনন তাকে এই আশ্বাস দেয় যে, পেনিলোপি সতী-সাধ্বী। তবু সাবধান করে দেয় যে, মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই। এজন্য সে যেন গোপনে দেশে ফিরে যায়।

তারপর দেখা হয় একিলিসের আত্মার সাথে। যদিও একিলিস মৃতদের মধ্যে খ্যাতনামা তবু এ-তার অভিপ্রেত নয়। সে প্রেতপুরীর রাজা হওয়ার চাইতে মর্তলোকে দিন-মজুর হয়ে বেঁচে থাকা অনেক বেশি শ্রেয় মনে করে।

প্রেতপুরীতে ওডিসাসের সাথে আরও অনেক আত্মার সাক্ষাৎ হয়। তারপর ফিরে আসে সার্সির কাছে। সম্মুখে কি সব বিপদ আছে সার্সি তাকে জানিয়ে দেয় এবং বিশেষ ভাবে সাবধান করে দেয় সিসিলি দ্বীপে সূর্য দেবতা হেলিয়াস-এর গরু সম্পর্কে। এগুলোর যেন কোন ক্ষতি করা না হয়।

পথিমধ্যে সাইরেনরা * তাকে প্রলুব্ধ করতে চায়—সেই প্রলোভন জ্ঞানের। কিন্তু ওডিসাস তা অতিক্রম করে।

তারপর তারা পৌঁছে সিসিলি দ্বীপে—যেখানে সূর্য দেবতার গরু আছে। ওডিসাস টাইরেসিয়াস ও সার্সির সাবধান বাণী অনুচরদের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই দ্বীপে নামতে নিষেধ করে। কিন্তু তারা শুধু এক রাতের জন্য বিশ্রাম করতে চায় এবং কোন গরু হত্যা করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ তারা দ্বীপে এক মাস ধরে আটক থাকে, তাদের খাবার ফুরিয়ে যায় এবং আর কোন উপায় না দেখে চুপি চুপি গরু জবাই করে খায়। দেবতার ক্রোধে ওডিসাসের জাহাজ ডুবি হয়ে সব লোক-জন মারা যায়, কেবল ওডিসাস কোনমতে প্রাণ রক্ষা করে কেলিপসোর দ্বীপে এসে পৌঁছে। ওডিসাসের বিগত জীবনের কাহিনী এখানেই শেষ হয়।

ওডিসাস দেশে ফিরে আসে, কিন্তু যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে এজন্য সে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ নেয়—দেবী এথেনার পরামর্শে। শূকর-রক্ষক য়ুমেয়াস তার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিচয় দেয়। এদিকে এথেনা টেলিমেকাসকেও তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

বহুদিন পর পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হয়। তারা দু'জনেই কাঁদে। তারপর ওডিসাস তার পরিকল্পনা জানায়, কি করে ১০৮ পাণিপ্রার্থীকে হত্যা করবে।

---

* দুটি যাদুকরী।

সে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে প্রাসাদে গেলে পাণিপ্রার্থীরা তাকে খুব অপমান করে, কিন্তু সে মুখ বুজে সব সহ্য করে। রাত্রিতে পিতা-পুত্রে ভোজনে-কক্ষ থেকে সব অস্ত্র সরিয়ে নেয়। বুড়ো ধাত্রী য়ুরিক্লিরিয়া তাকে চিনতে পারে, কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে।

এতদিন পর পেনিলোপি ঘোষণা করে, যে লক্ষ্যভেদে সমর্থ হবে তাকেই সে বিয়ে করবে। সব পাণিপ্রার্থী ধনুক যোজনা করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ওডিসাস শুধু ধনুক যোজনা নয়, লক্ষ্য ভেদ করতে সমর্থ হয়।

তারপর সে পাণিপ্রার্থীদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় এবং টেলিমেকাস, দু'জন্য বিশ্বস্ত ভৃত্য—য়ুমিয়াস ও ফিলোটিয়াস—এবং দেবী এথেনার সহায়তায় সব পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করে। তারপর বারজন অসতী দাসীকে—যারা পাণিপ্রার্থীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল—ফাঁসি দেয়া হয়।

পেনিলোপি ঘটনার চমৎকারিত্বে বিস্ময়াভিভূত হয়। দীর্ঘ বিশ বছর পর তার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিই তার স্বামী ওডিসাস। কিন্তু ওডিসাস বাসর ঘরের গোপন কথা ব্যক্ত করাতে পেনিলোপির প্রত্যয় হয় এবং স্বামী-স্ত্রীতে মিলন ঘটে।

পরদিন ওডিসাস ও টেলিমেকাস ওডিসাসের বাবা লার্টেস্-এর বাড়ীতে যায়। তারা তিনজনে মিলে আশু যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়। পাণিপ্রার্থীদের আত্মীয় স্বজনেরা তাদের আক্রমণ করে এবং দুই পক্ষে সংঘাত বাধে। কিন্তু জিউসের সাবধান বাণী এবং এথেনার হস্তক্ষেপের ফলে দুই পক্ষে সন্ধি হয়। ওডিসাস আবার ইথাকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে কালাতিপাত করতে থাকে।

কাহিনীতে নিকট-প্রাচ্যের প্রভাব

'ওডিসি'র কাহিনী লোক-প্রচলিত ধারায় মাইসিনিয়ান আমল থেকে চলে এলেও এই কাহিনীতে নিকট-প্রাচ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। সুমারিয়ান আক্কাদিয়ান ও বেবিলনিয়ান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান 'গিলামেস' মহাকাব্যের

সাথে ওডিসির সাদৃশ্য আছে। দু'টি মহাকাব্যের কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে একই ভাবে। গিলামেস মহাকাব্যের সূচনায় নায়ককে উপস্থাপিত করা হয়েছে এ-ভাবে ; বহু দেশ পর্যটন করে নায়ক জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এক সময় দেবী ইসথার গিলামেসের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, কিন্তু গিলামেস তা প্রত্যাখ্যান করে—যেমন ওডিসাস ফেলিপসোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ওডিসাসের মতোই গিলামেসও পাতালপুরীতে যায় এবং সেখানে তার মৃত সাথী এনকিডুর সাথে আলাপ করে।

নায়ক কর্তৃক অমরত্ব প্রত্যাখ্যান, এই ভাবটি য়ুগারিটিক গ্রন্থ আগহাটএ আছে। এতে দেখা যায়, নায়ক আগহাটকে দেবী এনাথ অমর জীবন দিতে চায় ; কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

মেসোপটমিয়ার একটি পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, পাতালপুরীর দেবী ইরেসকিগল নেরগলকে হত্যা করার ব্যর্থ প্রয়াসের পর প্রেম নিবেদন করে —যেমন দেবী সার্সি ওডিসাসকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মনিবেদন করে।

ওডিসাস কর্তৃক পেনিলোপির পাণিপ্রার্থীদের হত্যা, এর সাথে হিট্টিদের একটি পুরাণের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ওডিসাসের মতোই রাজা জিরপাঞ্জা দেশে ফিরে এসে দেখে যে ১৩০ জন যুবরাজ তার স্ত্রীকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এবং তারা প্রণয় নিবেদন করছে। সে তাদের শরবিদ্ধ করে, ফলে তার স্ত্রী রক্ষা পায়।

মিশরের একটি লোককাহিনীতে আছে, এক নাবিক জাহাজ ডুবির ফলে তার সব সঙ্গী-সাথীদের হারায়। নাবিক একাই বেঁচে ওঠে এবং লোহিত সমুদ্রের কোন একটি দ্বীপে আশ্রয় নেয়। তারপর সেই দ্বীপ থেকে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে মিশরে আসে।

সুতরাং ওডিসির কাহিনীতে নিকট—প্রাচ্যের সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে নিকট-প্রাচ্য সম্পর্কে আরো

নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হলে পর সেখানকার সাহিত্যের সাথে হোমারের মহাকাব্যের আরও যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ওডিসাসের চরিত্র

ওডিসাস এক জটিল চরিত্র এবং তার ব্যক্তিত্ব বহুমুখী। সে বীর, স্থির, বুদ্ধিমান ও বাস্তববোধসম্পন্ন। তার মধ্যে যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সে প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন এবং বিপদে কখনও সম্বিতহারা হয় না। যে-কোন অবস্থা মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার আছে। সে খুব ভাল বক্তৃতা দেয় এবং তার যুক্তি খণ্ডন করা সহজ নয়। প্রয়োজনবোধে সে বিবেকহীন হতে এবং চতুরতার পরিচয় দিতে পারে। প্রয়োজনের খাতিরে যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে তার বিবেকে বাধে না। এইজন্য মিথ্যে কথা বলা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এবং অনেক সময় অজ্ঞাতসারে অথচ অপ্রয়োজনে বলে ফেলে। তার চরিত্রের এই ত্রুটি বা ছিদ্র—শঠতা, প্রতারণা, ছলনা ইত্যাদি—হোমার সমর্থন করেছেন এ-কারণে যে, বীরধর্ম পালনের জন্যই সে তা করে থাকে।

তার চরিত্রে বৈপরীত্য লক্ষনীয়। সে কখনো ভদ্র, ভব্য, বিনয়ী, অপরের প্রতি অনুগত ও সহানুভূতিশীল। আবার কখনো সে একিলিসের মতো বর্বরোচিত আচরণ করে থাকে।

খেলা-ধূলায় সে বেশ আমোদ পায় এবং এতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রতিযোগিতাতে তার পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য হয়ে থাকে।

দৈহিক আনন্দ লাভে সে বেশ উৎসুক। সে অনেকটা ডন জুয়ানের মতো—ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার পক্ষপাতী। তার দৈহিক সৌন্দর্য সহজেই মেয়েদের আকৃষ্ট করে।

তার চরিত্রে আত্মসংযম আছে বটে, কিন্তু সে প্রায়ই গর্বোদ্ধত হয়ে ওঠে এবং তা অহেতুকভাবে।

নতুন নতুন দেশ দেখার এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে প্রবল ভাবে থাকলেও, ঘরের প্রতি তার আকর্ষণ সুদৃঢ়। তা সত্ত্বেও সে এক নিঃসঙ্গ আত্মা।

জলপরী ফেলিপসো তাকে অমরত্বের মর্যাদা দিতে চেয়েছে, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দুঃখ-সংঘাত পূর্ণ বাস্তব জীবনকেই গ্রহণ করেছে। এদিক দিয়ে একিলিসের সাথে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। একিলিসও গৌরবহীন দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা গৌরবপূর্ণ স্বল্প জীবনকেই শ্রেয় বলে ভেবেছে।

ওডিসাস স্বর্গসুখ ত্যাগ করে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। সে যে অশেষ দুঃখভোগ ও দুঃখ সহ্য করে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হয়েছে, এরই ফলে তার চরিত্র মহিমায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। এই দুঃখ সহ্য করার ফলেই সে সকল বাধা অতিক্রম করে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে, অথচ তার সঙ্গী যারা ছিল তারা দুঃখভোগে অসমর্থ বলেই জীবনে ধ্বংস হয়ে গেল।

জীবন পথে ওডিসাসের এই যাত্রাকে রূপকার্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা সব মানুষ জীবনের পথে ভ্রাম্যমান। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে জীবন পথ অতিক্রম করেই আমরা মনুষ্যত্ব অর্জন করি। দুঃখভোগ ও দুঃখ সহ্য করার ফলে ওডিসাসের মতোই আমরা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হই এবং আমাদের আত্মোপলব্ধি ঘটে।

উত্তরকালে ওডিসাস

হোমার ওডিসাসকে পূর্ণাবয়ব মানুষ রূপে অঙ্কন করেছেন। সে বীর এবং বহুমুখী প্রতিভা। কিন্তু হোমারের পরবর্তীকালের মহাকাব্যের ধারায় তার মহিমা ক্ষুন্ন হয়েছে। তাকে ভীরু, নীতিজ্ঞানহীন ও আদর্শচ্যুতরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। সে যুদ্ধ-যোগদানে অনিচ্ছুক এবং হেক্টর ও এণ্ড্রোম্যাকির একমাত্র সন্তান এষ্টিয়ানক্স-এর হন্তা।

গ্রীক ক্লাসিক্যাল নাটকে (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে) সে ভিলেন রূপে চিত্রিত হয়েছে। নজির স্বরূপ সোফোক্লিসের philoctetes এর উল্লেখ করা যায়। এই নাটকে ওডিসাস সুযোগসন্ধানী এবং সে আদর্শবাদী তরুণ Neoptolemus কে বিভ্রান্ত করেছে। সে মিথ্যাচারী, ভীরু ও কাপুরুষ। 'জোর যার ক্ষমতা তার' সোফিস্টদের এই মতবাদের সে প্রতিভূস্বরূপ। সকল প্রকার নীতি বা আদর্শের প্রতি সে নাসিকা কুঞ্চিত করে। সোফোক্লিস তার জবানীতে উচ্চারিত করেছেন "one day of shamelessness and we shall be honest men later on"

যুরিপিদেস্-এর নাটকেও সে ভিলেন রূপে অঙ্কিত হয়েছে। সে ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞ, হৃদয়হীন এবং স্বার্থান্বেষী। যুরিপিদেস্ এর 'হেকুবা' এবং ট্রজান রমনী' নাটকে তার এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

তাকে ভিলেন রূপে অঙ্কনের প্রয়াস পরবর্তী কালেও দেখা যায়। সে ভিলেনে রূপান্তরিত হলেও, তার চরিত্রের কতকগুলি গুণাবলী—যেমন ধৈর্য সহিষ্ণুতা ইত্যাদি stoics, এমন কি কতিপয় রোমান এবং খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

ভার্জিলের ইনিডেও তাকে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন রাজনীতিবিদ রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। ট্রজানরা রোমানদের পূর্বপুরুষ। এইজন্য ইনিডে কবির সহানুভূতি ট্রজানদের প্রতি ব্যক্ত হয়েছে। অপর পক্ষে গ্রীকদের প্রতি কবির অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই ওডিসাসকে নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসীরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। মধ্যযুগে ওডিসাস সম্পর্কে এই ধারণারই বহুল প্রচলন দেখা যায়।

দান্তের দৃষ্টিতে ওডিসাসের চরিত্র এক নবতর রূপ লাভ করেছে। 'ইনফার্ণো' (নরক)-র ২৬ সর্গে ওডিসাসের চরিত্র রূপায়িত হয়েছে। দান্তের ওডিসাসে ডন জুয়ান এবং ফাউষ্টের সমন্বয় ঘটেছে। ওডিসাস নরকে শাস্তি ভোগ করছে। কারণ সে বিশ্বাসঘাতক এবং প্রবঞ্চক। তা সত্ত্বে ও তার চরিত্র রোমান্টিক কল্পনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে নির্বাসিত এবং দান্তে ও স্বদেশ থেকে চিরকালের মতো নির্বাসিত। এইজন্যে তার চরিত্র দান্তের কাছে আবেদন

জানিয়েছে এবং দান্তে তার মাধ্যমে আপন অন্তরের আবেগ উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

এর ফলে ওডিসাসের জীবন-কাহিনী একটি বৃহত্তর তাৎপর্য লাভ করেছে এরং রূপকার্থে গৃহীত হয়েছে। ওডিসাস গৃহ থেকে, পরিচিত আবেষ্টনী থেকে বহির্বিশ্বে ভ্রমণ করতে চায়। সে হল এক অতৃপ্ত যাযাবর—নিষিদ্ধ জ্ঞান লাভ করার পাপ-বাসনা তার গেছে। দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য উৎসুক হয়ে সে দূরদেশে যাত্রা করে, কিন্তু অজানার জন্যে অদম্য কৌতূহলের ফলেই সে ধ্বংস হয়ে যায়।

ওডিসাস সম্পর্কে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী টেনিসনের 'য়ুলিসিস'-এ (১৮৩৩) লক্ষ্য করা যায়। 'য়ুলিসিসে' নায়ক বৃদ্ধ। তবু সে প্রাত্যহিক, গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অস্বস্তি বোধ করছে এবং দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চিত আরাম-আয়াস বাদ দিয়ে বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি জমাতে চাইছে। সে বলছে, **"I can not rest from travel ; I will drink life to the lees."** দুঃসাহসিক অভিযান এবং জ্ঞান লাভের তীব্র বাসনায় সে সমুদ্র যাত্রার জন্য তৈরী হয়।

এই শতকে আবার ওডিসাসকে হোমারের মতোই পূর্ণাবয়ব মানুষ রূপে অঙ্কনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জেমস জয়েসের 'য়ুলিসিস' (১৯২২) এবং কাজান্‌ট জাকিস-এর 'The odyssey ; A Modern sequel' এই শতকের আশ্চর্য সৃষ্টি। এই দু'টি গ্রন্থেই লেখকদ্বয় ওডিসাসের চরিত্রে অনুপ্রবেশ এবং বিশ্বসাহিত্যের প্রথম নির্বাসিতের মাধ্যমে আপনাপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

জেমস জয়েসের 'য়ুলিসিস' এই উপন্যাসটি গদ্য মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এই উপন্যাসটি ডাবলিনের মাত্র একদিনের ঘটনা নিয়ে রচিত এবং তা হল ১৯০৪ সালের ১৬ই জুন। ডাবলিনের লিওপোলড ব্লুমই জয়েসের য়ুলিসিস এবং তার স্ত্রী মারিয়নই পেনিলোপি। ব্লুম স্ত্রী মারিয়ন থেকে ভোরে ডাবলিনের জনসমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে। সে নির্বিশেষ

তামসিকতার ভেতর হতে বাইরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ক্লান্ত সাধনার শেষে সে আদিম মগ্ন চেতনার অন্ধকার গর্ভে ফিরে আসে। রাত্রিতে সে শয্যার কোমল অন্ধকারে স্ত্রী মারিয়নের কাছে ফিরে আসে। স্ত্রী মারিয়ন আদিম মগ্ন চেতনার প্রতীক। ব্লুমের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়াস পরাজয়ে ম্লান।

কাজান্‌টজাকিসের 'The Odyssey : A Modern Sequel' আধুনিক কালের এক মহৎ সৃষ্টি। এই মহাকাব্য আয়তনে বিরাট ও বিপুল এবং এতে ওডিসাসের চরিত্র এমন ব্যাপ্তি ও প্রসারতা লাভ করেছে—যা তিন হাজার বছরের মধ্যে কোথাও করে নি।

ভ্রাম্যমান ওডিসাসের মাধ্যমে কাজান্‌টজাকিসের অনুসন্ধানরত আত্মা একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছে। কাজান্‌টজাকিসের মতোই তাঁর ওডিসাসও ক্রমাগত অনুসন্ধানরত। ইথাকাতে পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করার পর সে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু কোথায় যাবে তা তার জানা নেই। আপন অন্তরের সংশয় থেকে সে সকল সভ্যতা ধ্বংসের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে উঠে। তারপর সৃষ্টির নেশা তাকে পেয়ে বসে। সে একটি কল্পরাজ্য —যাকে 'ইউটোপিয়া' বলা যায়—গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু মোহ ঘুচে যাবার ফলে সে আত্মানুসন্ধানে তৎপর হয় এবং সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে। ভগবানের সন্ধানে নিয়োজিত হয়ে সে শেষ অবধি সকল ধর্ম পরিহার করে এবং আত্মহত্যা করে পরিপূর্ণ মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু মৃত্যুভাবনা তাকে বিচলিত করে তোলে। তাই আত্মহত্যা না করে সে বৌদ্ধ হয়ে যায়। অথচ বিপরীতভাবে তার মধ্যে রয়েছে জীবনের প্রতি এক সুগভীর আকর্ষণ ও মমত্ববোধ। তাই শেষ মুহূর্তে সে—যখন মৃত্যুর সম্মুখীন—জীবনকে আশীর্বাদ করে যায়।

কাজনটজাকিসের ওডিসিতে আছে মুক্তির পথে যাত্রার কাহিনী। তাই এর মধ্যে রয়েছে অতৃপ্তি, সংশয় ও দ্বিধা। সব কিছু শেষ অবধি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যেও জীবনের গৌরব ও মহিমা দেদীপ্যমান হয়ে উঠে।

কাজনটজাকিস হোমারের ওডিসাসকেই বর্তমান যুগের নায়ক করে তার দ্বিধা-বিভক্ত সংশয়াতুর আত্মার সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন। তাই তাঁর ওডিসি হোমারের সার্থক উত্তরাধিকারী।

চার

হোমার মহাকাব্যের আদর্শ আমাদের জন্যে চিরকালের মতো স্থির করে রেখে গেছেন। মাইসিনিয়ান রাজদরবার থেকে মহাকাব্যের যে ধারা পাঁচ শ' বছর ধরে লোক মুখে প্রচলিত ছিল তাকেই তিনি প্রথম একটি সুনির্দিষ্ট ও শিল্পসম্মত রূপ দেন এবং তারপর তাঁকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। তাই মনীষী এরিষ্টটল মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। এরিষ্টটল ইলিয়ড ও ওডিসি অবলম্বনেই মহাকাব্যের সূত্র ও সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চেয়েছেন।

এরিষ্টটল 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে মূলতঃ ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এবং প্রসঙ্গতঃ মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবং ট্র্যাজেডির সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেই তিনি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন।

ট্র্যাজেডি মোট ছয়টি উপাদানে রচিত—কাহিনী, চরিত্র, বচন বা ভনিতি (diction), চিন্তা (thought), দৃশ্য ও সংগীত। এই ছয়টি উপাদানের মধ্যে দৃশ্য ও সংগীত বাদ দিয়ে বাকিগুলি—কাহিনী, চরিত্র, বচন বা ভনিতি, চিন্তা—নিয়ে মহাকাব্য রচিত। হোমারের মহাকাব্যে এই চারিটি উপাদান যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে।

এরিষ্টটল বলেছেন, মহাকাব্য শ্রব্যকাব্য। তবুও কাহিনীটি ট্র্যাজেডির মতোই নাটকীয় রীতিতে গঠিত হবে। এর মধ্যে থাকবে একটি একক ঘটনা—

যার আদি, মধ্য ও অন্ত সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত বা সংবদ্ধ হবে। অর্থাৎ কাহিনীটি হবে সংবৃত। *

হোমারের কাব্যে নাটকীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছে। ইলিয়ড ও ওডিসি শ্রব্যকাব্য হলেও, এ দুটো মহাকাব্যের কাহিনী নাটকীয় রীতিতে গঠিত। প্রতিটি মহাকাব্যই একক বিষয় নিয়ে রচিত। ইলিয়ডের বিষয়, একিলিসের ক্রোধ এবং ওডিসির ওডিসাসের স্বদেশ প্রত্যাগমন। ইলিয়ড ট্রয়ের দশ বছরের যুদ্ধের কাহিনী মাত্র ৪৭ দিনের মধ্যে এবং ওডিসিতে ওডিসাসের দশ বছর ধরে স্বদেশ প্রত্যাগমনের কাহিনী মাত্র ৪১ দিনের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এর ফলে দুটো কাব্যের কাহিনী লাভ করেছে সংবৃত রূপ।

শুধু তাই নয়, কাহিনী হয়ে উঠেছে গতিময়। প্রথম থেকেই কাহিনী এক অনিবার্য পরিণামের দিকে ধাবিত হয় এবং তা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে রাখে।

বর্ণনাগুণে হোমার অদ্বিতীয় শিল্পী। তাঁর মতো এমন সুন্দর করে কাহিনী আর কেউ বলতে পারে নি। প্রতি মুহূর্তেই তিনি শ্রোতার মনে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখেন এবং বিলম্বিত রীতি অবলম্বন করার ফলেই শ্রোতা উৎসুক হয়ে থাকে। পরিচিত কাহিনী বলেই শ্রোতা জানে কি হবে, কিন্তু কখন কি ভাবে হবে তা জানেনা। তাই শ্রোতার কৌতূহল প্রথম থেকে শেষ অবধি জাগ্রত থাকে।

মহাকাব্যে নাটকীয় রীতি প্রাধান্য লাভ করে বলে কবি নিজের মুখে যথাসম্ভব কম কথা বলেন, পাত্র-পাত্রীদের মাধ্যমে কাহিনী রূপায়িত করেন। হোমার কয়েকটি কথায় মুখবন্ধ করে পাত্র-পাত্রীদের উপস্থিত

---

*"As to that poetic imitation which is narrative in form and employs a single metre, the plot manifestly ought, as in a tragedy to be constructed on dramatic principles. It should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning a middle and an end."

—Poetics, Butcher's trans.

করেন। কারণ তিনি জানেন কখন বর্ণনা আর কখন পাত্র-পাত্রীদের জবানীতে ব্যক্ত করতে হবে। "Homer is the only poet who knows the right proportions of epic narrative, when to narrate and when to let the characters speak for themselves. Other poets for the most part tell their story straight on, with scanty passages of drama and for between. Homer, with little prelude, leaves the stage to his personages, men and women, all with characters of their own."

—ker, Epic and Romance.

এই নাটকীয় রীতিতে বিন্যস্ত করার ফলে হোমারের প্রতিটি চরিত্র বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। ইলিয়ডে একিলিস, আগামেমনন, মেনিলাস, নেষ্টর, হেক্টর প্রায়াম, হেকুবা, এণ্ড্রোম্যাকি, হেলেন এবং ওডিসিতে ওডিসাস, টেলিমেকাস, পেনিলোপি ইত্যাদি আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

এরিষ্টটল বলেছেন ট্র্যাজেডিতে কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্রই প্রধান। হোমারের কাব্যে কাহিনী নয়, চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। চরিত্রগত ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেই এবং চরিত্রগুলোর নাটকীয় রূপায়ণের ফলেই ইলিয়ড ও ওডিসি মহাকাব্যরূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। চরিত্রের এই নাটকীয় রূপায়ণ না হলে ইলিয়ড ও ওডিসি নিছক রোমান্স বা ইতিহাসের পর্যায়ে পর্যবসিত হত।

হোমারের মহাকাব্যে চরিত্রই প্রধান আকর্ষণীয়। কিন্তু ভার্জিলের ইনিডে রোমের ভাগ্য, ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ডে জেরুজালেমের অবরোধ, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্টে স্বর্গ-নরকের বিরোধ গভীরভাবে সম্পর্কিত। অথচ ইলিয়ডে অলিম্পিক দেবতাদের উপস্থিতি একিলিসের কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। ক্রোধোদ্দীপ্ত একিলিস আগামেমনন প্রেরিত দূতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে অথবা পুত্রশোকাতুর রাজা প্রায়াম পুত্রহন্তা একিলিসের কাছেই কৃপা যাচ্ঞা করছে, এর সাথে অলিম্পিক দেবতাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ইলিয়ডে প্রধানত মানুষের কথা এবং প্রসঙ্গতঃ দেবতাদের কথা বলা হয়েছে। এবং

মানুষের কথা বলতে গিয়েই দেবতাদের অবতারণা করা হইয়াছে। মানবীয় চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত, আশা-নিরাশা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলেই ইলিয়ড বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

এরিষ্টটল ঐতিহাসিক রচনার সাথে মহাকাব্যের ব্যবধান লক্ষ্য করেছেন। ঐতিহাসিক রচনায় একটি একক ঘটনা নয়, একটি যুগকেই রূপ দেয়া হয়। সেই যুগের এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে সেই সকল ঘটনাবলীর—যাদের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের যোগ খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু মহাকাব্যে উপস্থাপিত হয় একটি একক বিষয় বা ঘটনা।

এই বিষয়ে হোমার ইলিয়ডে চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। হোমার এই কাব্যে ট্রয়-যুদ্ধের সমস্ত বিষয় বস্তু গ্রহণ করেন নি। তা হলে কাহিনীটি বিশাল হয়ে পড়তো এবং একদৃষ্টির পরিধির মধ্যে রাখা সম্ভব হতো না। আবার একে যদি সংক্ষিপ্ত করতেন তবে ঘটনা বাহুল্যে তা জটিল হয়ে উঠতো।

এইজন্য তিনি দশ বৎসর ব্যাপী ট্রয় যুদ্ধের মাত্র ৪৭ দিন নির্বাচন করেছেন এবং এরই মধ্যেই নানা উপাখ্যান ঢুকিয়েছেন—যেমন যুদ্ধ জাহাজ এবং অন্যান্য বিষয়ের তালিকা। ফলে কাব্যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে।

হোমারের পরবর্তী মহাকাব্যের ধারায় মহাকবিগণ একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথবা যুগকে অবলম্বন করেছেন—যেমন 'সাইপ্রিয়া, বা লিটল ইলিয়ড * এর মহাকবি। এজন্য ইলিয়ড বা ওডিসিতে একটি বা দুটি ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু 'সাইপ্রিয়া'য় পাওয়া যায় অনেকগুলি এবং 'লিটল ইলিয়ডে' আটখানি ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু।

---

* হোমারের পরবর্তীকালে ট্রয়ের কাহিনী অবলম্বনে কতিপয় মহাকাব্য রচিত হয়! এ গুলো সাহিত্য সৃষ্টিরূপে ইলিয়ড ওডিসি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের। সেই জন্যই কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে 'সাইপ্রিয়া' এবং 'লিটল ইলিয়ড' উল্লেখযোগ্য। ট্রয়ের যুদ্ধ হবে, দেবতাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে ইলিয়ডের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনী সাইপ্রিয়ায় অনুসৃত হয়েছে। লিটল ইলিয়ডে একিলিসের মৃত্যু থেকে একিয়ান বীরদের স্বদেশ প্রত্যাগমন অবধি কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, এরিষ্টটল ট্র্যাজেডির সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন। মহাকাব্য ট্র্যাজেডির মতোই সরল অথবা জটিল এবং নৈতিক অথবা করুণ হতে পারে। ইলিয়ড গঠনের দিক দিয়ে সরল ও রসের দিক দিয়ে করুণ, ওডিসি গঠনের দিক দিয়ে জটিল (কারণ এতে প্রত্যাভিজ্ঞান আছে) এবং ভাবের দিক দিয়ে নীতিমূলক।

এরিষ্টটল হোমারের মহাকাব্যের বিপুলায়তন মেনে নিয়েছেন। ইলিয়ড এবং ওডিসি দীর্ঘাকৃতির। কেননা মহাকাব্যকে আয়তনে বিরাট বা বিপুল হতে হবে। ট্র্যাজেডির সাথে মহাকাব্যের বড়ো পার্থক্য এই আয়তনে বা আকৃতিতে। মহাকাব্যের আয়তন বৃদ্ধি করবার এক বিশেষ ক্ষমতা আছে। ট্র্যাজেডিতে একই সময়ে বর্ণিত ঘটনার নানাদিক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মঞ্চের ঘটনাবলী এবং অভিনেতাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমিত রাখতে হয় কিন্তু মহাকাব্য বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত বলে, যুগপৎ যে সকল ঘটনা ঘটেছে তাদের সমস্তকেই রূপ দেওয়া যায় এবং সেই সকল ঘটনা বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হলে, তাদের বিশালত্ব ও মহত্ব বাড়ায়। এরিষ্টটল বলেছেন, **"The epic has here an advantage and one that conduces to grandeur of effect, diverting the mind of the hearer and relieving the story with varying episodes."** মহাকাব্যে ঘটনা বৈচিত্র্য, রস বৈচিত্র্য তথা বিশাল গাম্ভীর্যের অবকাশ বেশী।

ট্র্যাজেডি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। সেইজন্য মহাকাব্যে উপাখ্যান যোজনার অবকাশ বেশী এবং বেশী বলেই মহাকাব্য আয়তনে দীর্ঘ হতে পারে। তাই মহাকাব্যিক গঠন বুঝায়ঃ **"In the epic poem, owing to its length, each part assumes its proper magnitude."** এজন্য মহাকাব্য আকৃতিতে মহাসমুদ্রের বিশালতা লাভ করে। ইলিয়ড ও ওডিসির প্রতিটি ২৪ সর্গে রচিত।

নানা উপাখ্যান সংযোজন করার ফলে কাহিনীর এক ঘেয়েমী দূর হয় এবং শ্রোতাকে আনন্দ দান করে। কিন্তু উপাখ্যান বিন্যাসের সুবিধা

ট্র্যাজেডিতে নেই। এজন্যই ট্র্যাজেডির কাহিনী ক্লান্তিপ্রদ এবং অভিনয়ে তা ব্যর্থ হয়।

হোমার ইলিয়ড এবং ওডিসিতে নানা উপাখ্যান বিন্যাস করেছেন। ফলে এই দু'টি মহাকাব্য শুধু আয়তন বা আকৃতিতে বিপুল হয়ে ওঠেনি, দীর্ঘকাল ধরে শ্রোতার মনহরণও করেছে।

এরিষ্টটল মহাকাবের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং রচনার পারিপাট্যের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। এর হেতু এই যে, মহাকাব্যের প্রাণধর্মকে প্রকাশ করার জন্য অঙ্গসৌষ্ঠব এবং রচনার পারিপাট্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। মহাকাব্যের আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধতা মহাকাব্যের স্বচ্ছ চিন্তাধারার পরিচায়ক। মহাকাব্যের বহিরঙ্গে যে ঐক্য তা করির সুগভীর ব্যক্তিচেতনা হতে গড়ে ওঠে। মানব জীবন মানবভাগ্য সম্পর্কে কবির যে অখণ্ড উপলব্ধি ও সমগ্র ধারণা, এরই ফলে মহাকাব্যের বহিরঙ্গে ঐক্য সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। "Unity is not merely an external affair. There is only one thing which can master the perplexed stuff of epic material into unity and that is an ability to see in particular human experience some significant sybolism of man's general destiny."

—Abercrombie, Epic

হোমার সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গী ও উত্তুঙ্গ কবি-কল্পনার ফলে মানব-জীবন এবং মানব-ভাগ্য সম্পর্কে একটি অখণ্ড ও সমগ্র ধারণায় উপনীত হন এবং তাই ইলিয়ড ওডিসিতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

এই ক্ষণভঙ্গুর, নশ্বর মানব জীবনের চারদিকে মৃত্যু ও অন্ধকার প্রচণ্ড মুখ ব্যাদন করে আছে। এই জীবনের আদিতে কি আছে জানি না, অন্তে কি আছে তাও আমাদের জানা নেই। যে—কোন মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর চির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে পারি। নশ্বর জীবনকেই আমরা সুন্দর ও মহিমময় করে তুলতে পারি আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস বলে।

সেইজন্যই হোমার মহাকাব্যকে বলেছেন, 'deeds of heroes'—বীরদের কার্যাবলী। অর্থাৎ বীরের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণে তৎপর হলে

পরই আমাদের কাছে ধরা দেবে জীবনের সৌন্দর্য ও মহিমা। স্বল্পজীবি একিলিস মৃত্যুভয়ে ভীত হয় নি, বীরের মতো সংগ্রামে তৎপর হয়েছে। সে গৌরবহীন দীর্ঘজীবন অপেক্ষা গৌরবপূর্ণ স্বল্প জীবনকেই নির্বাচন করেছে। হেক্টর শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে সংগ্রামে রত হয়ে মৃত্যুর মাধ্যমেও অমর হয়ে উঠেছে। এবং ওডিসাস সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনকেই অর্থবহ করে তুলেছে। সুখ ও সম্মানে সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই ত যথার্থ বীরের কাম্য। সত্যিকারের বীর কারো কৃপা যাচ্ঞা করে না, আত্মশক্তি ও আত্মবলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কাছে ধরা দেয় জীবনের অপার সৌন্দর্য ও মহিমা। অর্থহীন জীবন তার কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে। সত্যিকারের বীর মৃত্যু নয়, জীবনেরই সাধনা করে থাকে।

হোমারের দৃষ্টিতে মানব জীবনের এই মহিমাই উদ্‌ভাসিত হয়েছে এবং কবি-প্রাণের এই অখণ্ড উপলব্ধির ফলেই কাব্যের বহিরঙ্গেও দেখা দিয়েছে সামঞ্জস্য, সংহতি। তাই ইলিয়ড বা ওডিসি শুধু দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, গঠন কৌশলেও হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

ইলিয়ড এবং ওডিসি জাত মহাকাব্যের পর্যায়ে পড়ে—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় epic of growth * জাত মহাকাব্যের অধিষ্ঠান সমগ্র জাতির মগ্ন চৈতন্যে। বহুকাল ধরে একটা জাতির চিত্তে যে আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ থাকে তাই জাত মহাকাব্যে রূপায়িত হয়। একটা জাতির সামগ্রিক অভিজ্ঞতার নির্যাস সঞ্চারিত হয় মহাকাব্যে। এইজন্যই মহাকাব্যের কাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'the story must be formed deep in the general experience of men.'

ট্রয়ের যুদ্ধের পটভূমিতে হোমারের কাব্য রচিত হয়েছে। খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতকে একিয়ানদের সাথে ট্রজানদের যে সংঘর্ষ বাধে এর মূল হেতু

* বিশ্বসাহিত্যে জাত মহাকাব্যের সংখ্যা মাত্র চার। এর মধ্যে হোমার রচনা করেছেন দু'টি অপর দুইটি রচিত হয়েছে ভারতবর্ষে। এই দু'টি হল বাল্মীকি মুনির রামায়ণ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারত।

পৌরাণিক নয়, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক। ট্রয়ের যুদ্ধের মূলে হেলেনের অপহরণ নিছক একটা কিংবদন্তী মাত্র, আসলে রয়েছে গ্রীকদের পূর্ব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসে ট্রয় বাধা স্বরূপ বলে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। এই জাতীয় সংগ্রামে প্রথমবারের মতো সমগ্র গ্রীক জাতি একত্রীভূত হয়ে ট্রজানদের পর্যুদস্ত করে। এর ফলে পূর্ব অঞ্চলে গ্রীকদের আধিপত্য বিস্তীর্ণ হয় এবং সমগ্র জাতির পক্ষে তা অত্যন্ত গৌরবজনক। জাতীয় শৌর্য-বীর্যের এই অধ্যায় নিয়ে নানা গাথা রচিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য একিলিসের ক্রোধ এবং ওডিসাসের স্বদেশ প্রত্যাগমন, এই দু'টি গাথা। এই গাথা গুলি মাইসিনিয়ান রাজদরবারে গীত হতো। তারপরে এগুলি চারণ কবিরা মুখে মুখে বহন করে নিয়ে আসে।

হোমার পাঁচ শ বছর পরে সেই সকল গাথা অবলম্বন করেই ইলিয়ড ও ওডিসি রচনা করেন। একিলিসের ক্রোধ নিয়ে ইলিয়ড এবং ওডিসাসের স্বদেশ প্রত্যাগমন অবলম্বনে ওডিসি রচিত। সুতরাং ইলিয়ড ও ওডিসিতে সমগ্র জাতির মগ্ন চৈতন্যের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্যই হোমার জাতীয় মহাকবির মর্যাদা লাভ করেছেন। *

---

* ইলিয়ড ওডিসির অধিষ্ঠান যেমন গ্রীক জাতীর মর্মমূলে, তেমনি রামায়ণ মহাভারতের অধিষ্ঠানও সমগ্র ভারতবাসীর মগ্ন চৈতন্যে। বহুকাল ধরে ভারতবাসীর চিত্তে সু ও কু সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তাই রাম ও বারণ চরিত্রে রূপায়িত এবং মানুষের আদর্শ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা রাম চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কাহিনী প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি মুনি অশেষ প্রতিভাবলে সেই সকল বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে একটি সমগ্র ও অখণ্ড রূপ দান করেন। এই জন্যই রামায়ণ এতখানি জনপ্রিয়।

রামায়ণকে ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের দলিল এবং মহাভারতকে রাজনীতিক জীবনের দলিল রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর ঐক্যভূত ও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসই মহাভারতে রূপায়িত হয়েছে। তাই রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে এসেছে।

প্রায় তিন হাজার বছর আগে হোমার মহাকাব্যের যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন আজও তা অনতিক্রমণীয়।

পাঁচ

এলিয়ট বলেছেন, হোমার ইউরোপীয় ঐতিহ্যের স্রষ্টা। গ্রীক তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রথম কবি হোমার—যার রচনার সাথে আমরা পরিচিত। ইতঃ পূর্বেও হয়তো কেউ কেউ লিখেছেন, কিন্তু তা কালের করাল গ্রাস অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি। হোমারের আবির্ভাব এমন এক জগতে যেখানে মানুষ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকে সহজভাবে বিশ্বাস করতো—তা ছিল তাদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গীভূত। হোমারের পূর্বে সকল ধর্মেই ছিল ভোজবিদ্যার প্রাধান্য—অসম্ভব ও অলৌকিকে পরিপূর্ণ। তাই ধর্মে প্রশ্রয় পেত বর্বরোচিত প্রথা পাশবিক আচার অনুষ্ঠান, অমানুষিক ক্রিয়াকাণ্ড।

হোমারই সর্বপ্রথম সকল বর্বরোচিত প্রথার অপসারণ ঘটিয়া সুস্থ ও সবল মানববাদ এবং জীবনধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাই ইলিয়ড ও ওডিসিতে দেখা যায়, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও অলৌকিককে প্রশ্রয় দেয়া হয় নি। যদি তা থেকে থাকে তবে বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গে নয়।

একটা নজির দেওয়া যেতে পারে। ইলিয়ডে দেখা যায়, ভবিষ্যদদ্রষ্টা পলিডামাস যুদ্ধের প্রাক্কালে পাখীর গতিবিধি থেকে যুদ্ধ শুভ কি অশুভ হবে তা জানতে হেক্টরকে বলেছে। হেক্টর জবাব দিয়েছে "Obedience to long winged birds, whether they fare to the right or to the left—nay, one omen is best, to fight for our country "দৈব বা অন্ধ ভাগ্যে হেক্টরের বিশ্বাস বা প্রত্যয় নেই।

হোমার অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তিধর্মিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এজন্যই হোমারের কাব্যে অন্ধকার জগতের বিভীষিকার মধ্যে এক সুন্দর আলোকময় ও সুনিয়ন্ত্রিত জগতের চিত্র রূপায়িত হয়েছে—যে জগৎ নিয়ম বহির্ভূত নয়, বরং নিয়মের অধীন।

ইলিয়ড এবং ওডিসি থেকেই গ্রীক ধর্মবোধের সূচনা এবং হোমার ধর্ম বলতে অলৌকিক বা রহস্য-সংসক্ত কিছু বুঝেন নি। মানুষের জীবনধর্মকেই তিনি ধর্ম বলে জেনেছেন। এজন্যই তাঁকে বলা চলে বিশ্বের সাহিত্যে মানববাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

হোমার মানুষের জীবনে শক্তিকেই চরম ও পরম মূল্য দিয়েছেন। এবং তা ইলিয়ডে একপক্ষে একিলিস অপর পক্ষে হেক্টর এবং ওডিসিতে ওডিসাসের মাধ্যমে মূলত: রূপায়িত হয়েছে।

বীর একিলিস এক দারুণ সংকটের সম্মুখীন। দেবীপুত্র একিলিস জানে যে ট্রয়ে থেকে যুদ্ধ করলে তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে দেশে ফিরে গেলে পর সে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে। গৌরবহীন দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা গৌরবময় মৃত্যুই বীরের পক্ষে শ্রেয় এবং বীর একিলিস মৃত্যুকেই স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছে।

হোমারের বীর ধর্ম সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে হেক্টরের জবানীতে: "Life may be short, yet one must face it affirmatively, without fear or complaining live nobly and make one's life glorious, so that future generation will remember it."

এজন্যই সার্পিডন বলেছে ট্রয়ের যুদ্ধ 'man ennobling battle' মানুষ অনন্ত জীবন পেয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। যে সত্যিকারের বীর সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েই সম্মানিত হতে চায়। সত্যিকারের বীরের পক্ষে একমাত্র সম্মানই কাম্য।

আত্মশক্তি আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধে ওডিসাস সুদৃঢ় বলেই তার পক্ষে সকল বাধা-বিপত্তি ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে দীর্ঘকাল পরে স্বদেশ প্রত্যাগমন করা সম্ভব হয়েছে। অথচ সঙ্গীদের এই প্রত্যয় ছিল না বলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

হোমার ক্ষণ ভঙ্গুর, নশ্বর মানব জীবনের অমর মহিমাই কীর্তন করেছেন। এই নশ্বর জীবনেই মানুষ দেবতার অমর মহিমা লাভ করতে পারে—যদি তার আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস অটুট থাকে। তাই একিলিস বা হেক্টর মৃত্যুর মাধ্যমেও অমর হয়ে আছে।

এই অনিশ্চিত অর্থহীন জীবনের মধ্যে আমরা আমাদের কার্যাবলীর দ্বারা অর্থ খুঁজে পেতে পারি। যেখানে আমাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন, সেখানে আমরা যদি সকল শক্তি প্রয়োগ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারের জন্য সচেষ্ট হই, ভীরু বা কাপুরুষের মতো জীবন থেকে পলায়ন না করি, তবে জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর ও সার্থক। এই নশ্বর জীবনেই আমরা খুঁজে পাব স্বর্গের অমর মহিমা।

হোমার মৃত্যু নয়, জীবনেরই আরাধনা করেছেন। এই ধরার ধূলিকেই তিনি ইন্দ্রের অমরাবতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছেন। এই জন্যে ওডিসাস দেবী কেলিপসোর দেয়া অমরত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং একিলিস প্রেতপুরীতে সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার চাইতে মর-জীবনে ভূমিদাস হয়ে বেঁচে থাকাকে শ্রেয় বলে ভেবেছে। "Do not speak to me Comtortably of death, glorious odysseys. I would prefer to be a hired laborer working for another, a man without land, whose livelihood is not great, than be king of all souls of the dead who have perished" একিলিসের এই উক্তিতে গ্রীক মানবতাবোধের প্রথম জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

হোমার উপলব্ধি করেছেন, মহাকালের তুলনায় এই জীবন কত স্বল্প, কত ক্ষণকালীন। আর এই জীবনে রয়েছে কত দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অঙ্কন করেছেন। তাঁর মধ্যে জীবনোপভোগের তীব্র ও প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়।

প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার মধ্যেও তিনি আনন্দ পেতে চেয়েছেন। এই নশ্বর দেহ এবং ক্ষণকালীন জীবনের কিছুই অবহেলার নয়। তাই পুত্র শোকাতুর প্রায়ামকে একিলিস খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে এবং খেয়ে প্রায়াম সুস্থ বোধ করে।

জীবনের সকল জ্বর ও জ্বালার মধ্যে জীবনকে গ্রহণ ও স্বীকার করেই আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি এবং জীবন আমাদের কাছে তাৎপর্য

বহন করে নিয়ে আসতে পারে। যে সত্যিকারের বীর, সেই তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই জন্যেই বলা হয়, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ভিখারীর মতো হাত পেতে যাচ্ঞা করলে জীবন আমাদের কিছুই দেবে না, জীবনের সুধা ও মাধুর্য পেতে হলে আমাদের তা দস্যুর মতো লুণ্ঠন করে নিতে হবে। আমরা যদি বীরাচারী হই, তবেই আমাদের কাছে জীবনের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য ধরা দেবে।

এইজন্য হোমার কোন ন্যায়-নীতি প্রচার করেননি। হোমারের কাব্যে যদি কোন নীতি থাকে তবে সে-নীতি বীরের, যদি কোন ধর্ম থাকে তবে তা বীরধর্ম। এবং সেই বীরধর্ম একান্তভাবে ব্যক্তিক।

হোমারের কাব্যে মানুষ হয়ে উঠেছে মহীয়ান, লাভ করেছে দেবতার অমর মহিমা এবং ক্ষণকালীন মর্ত জীবনই স্বর্গপুরীর অনন্ত জীবন অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠেছে। এই নশ্বর জীবনেই মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টা বলে অনন্ত গৌরবের অধিকারী হতে পারে, জীবন হয়ে উঠতে পারে ধন্য। হোমারের কাব্যে মানুষের জীবন অপার, অনন্ত মহিমা লাভ করেছে বলেই তিনি বিশ্ব সাহিত্যে স্মরণীয় ও বরণীয়।

হোমার মহৎ কবি। তাঁর মাহাত্ম্য শুধু আকাশচুম্বী কবিকল্পনা, সুগভীর অনুভূতি বা অতল-গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নয়। তাঁর যথার্থ মহিমা খুঁজে পাওয়া যায়, জীবনের সহজ সত্য উদ্‌ঘাটনের মধ্যে। ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, একিলিস পুত্রশোকাতুর প্রায়ামকে খাবার জন্য অনুরোধ করছে। শুধু শোকে কাতর হলেই চলবে না, খেতেও হবে এবং জীবন ধারণের জন্যে এ অপরিহার্য। উন্মত্ত হয়ে যুদ্ধে গেলেই হবে না, খেয়ে দেয়ে সুস্থ সবল হয়ে যুদ্ধে যেতে হবে। শুধু বিলাপ করলেই চলবে না, খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে বিলাপ করতে হবে। হোমার মহৎ শিল্পী বলেই এত অনায়াসে এমন গভীর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ দেখে একিলিসের যুদ্ধ বন্দিনী ব্রিসিস কান্নায় আকুল হয়ে উঠেছে। তার সাথে অন্যান্য যুদ্ধ বন্দিনীরাও কাঁদছে। তবে

তারা শুধু প্যাট্রোক্লাসের জন্যে নয়, প্যাট্রোক্লাসের অজুহাতে নিজেদেরই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে—**with patroclus as their pretex, but each for her own woes**, এর চাইতে সহজ সত্য আর কি হতে পারে !

হোমার মানুষের মহিমা কীর্তন করেছেন বলেই ইলিয়ড বা ওডিসিতে দেবতা নয়, মানুষই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর কাব্যে দেবতারা মুখ্য নয়, গৌণ। তিনি মানুষের কথাই বলেছেন এবং তা বলতে গিয়ে দেবতাদের অবতারণা করেছেন।

হোমার বিরাট বিপুল বিশ্বের পটভূমিতে মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যভাগ্যকে অবলোকন করেছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সুদৃঢ় নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে সুদৃঢ় নিয়মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা নিয়ম নীতির দ্বারা শৃঙ্খলিত তাকে বিশ্ববিধান বলা যেতে পারে। বিশ্ববিধান রক্ষার দায় ও দায়িত্ব বিধির! এই বিধিকেই হোমার ফেইট (moros) বলে অভিহিত করেছেন।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধির দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। অলিম্পাস পর্বতের দেব-দেবী এবং মর্তের মানব-মানবী সকলেই এই বিধির শাসনাধীন। দৈব শক্তি এই বিধির আজ্ঞাবহ এবং এর অমোঘ নিয়ম-নীতি নিষ্ঠুর ভাগ্যের মতই প্রত্যক্ষবৎ। এর গতি বা শক্তিকে রোধ করার সাধ্য কারো নেই।

হোমারের দেব-দেবী সম্পর্কে লোক-প্রচলিত সাধারণ ধারণা এই যে, তারা মানুষের মতই ক্ষণভঙ্গুর ও দুর্বল।*

দেব-দেবীদের চরিত্রে অনেক দোষত্রুটি ভুল-ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। নিজেদের মধ্যে তারা তাই হতে পারে। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে হোমার লোক প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন এবং দেব-দেবীদের ঐতিহ্য সূত্রে পেয়েছেন এবং এদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করা তার

---

* হোমারের দেব-দেবীদের দেখে মনে হয়, তারা যেন মানুষের আদলে বা ছাঁচে তৈরী। মানুষের মতোই তাদের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি, ঈর্ষা দ্বেষ আছে। রাত হলে দেবতারা মানুষের মতোই ঘুমুতে যায়। মানুষের মতোই তারা ঈর্ষায় কাতর

পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দেবতারা যেখানে বিধির ধারক ও বাহক, সেখানে তারা দস্তুর মতো 'সিরিয়াস'। মানুষের ভাগ্য নির্ণয়ে তারা কখনো লঘু বা চঞ্চল নয় এবং এ নিয়ে তারা কখনো ঠাট্টা করে না।

তাই হোমারের কাব্যে দেখা যায়, দেবতারা অমর হলেও সর্বশক্তিমান নয়। তাদের ক্ষমতা বিবিধ ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেবতারাও নিয়তির অধীন এবং দেবরাজ জিউসও এর ব্যতিক্রম নয়। সার্পিডন তারই পুত্র অথচ নিয়তিনির্দিষ্ট যে সার্পিডনকে প্যাট্রোক্লাসের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাই নির্দিষ্ট সময়ে সার্পিডনের মৃত্যু ঘটে।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে বিধির দ্বারা পরিচালিত, দেবরাজ জিউস তারই ধারক ও বাহক। তাই সে দেবী হিরাকে বলে, "কাল সকালে তোমাদের দেখবার সুযোগ হবে, সর্বশক্তিমান ক্রোনস-পুত্রের ইচ্ছায় আর্গীব বাহিনীর বর্শাযোদ্ধাদের আরো অনেকেই নিহত হবে। কারণ আমি তোমাদের জানাচ্ছি, শক্তিমান হেক্টর শত্রু-নিধনে কখনো ক্ষান্ত হবে না, যতদিন না একিলিস আবার সচেতন হয়ে ওঠে। যুদ্ধ যখন একেবারে নৌবহরের পাশে—এমন কি, জাহাজের পশ্চাদভাগে এসে যাবে, সেই চরম হতাশাময় পরিস্থিতিতে প্যাট্রোক্লাসের শবদেহ উপলক্ষ করেই হবে একিলিসের জাগরণ এই হচ্ছে বিধির বিধান।"

হেক্টর প্যাট্রোক্লাসকে বধ করলে একিলিস প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। একিলিসের নেতৃত্বে একিয়ানরা ট্রয় নগরী অধিকারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু একিয়ানদেরট্রয় নগরী অধিকারের সময় এখনও হয় নি। নিয়তিনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যাতে ট্রয় বিজিত না হতে পারে সে জন্য দেবতারা সচেষ্ট। একিয়ানরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বের ট্রয় দখল করতে না পারে, সে জন্য জিউস দেবতাদের যুদ্ধে অংশ

ক্রোধে অন্ধ, কামনায় জর্জরিত এবং লোভে বশীভূত হয়। হোমারের দেবতাদের সম্পর্কে আপাতভাবে এই ধারণাই হতে পারে। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত বাহ্যিক এবং অনেক সময় ভ্রমাত্মক ও বটে।

গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং এজন্য এপোলোর কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! নির্ধারিত সময়েই ট্রয়ের পতন হবে—তার পূর্বে নয়। যদি তা হয় তবে সমগ্র বিশ্বে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এখানে বিশ্ব বিধান ও বিধি সময় সচেতন এবং দেবতারা সময়েরই আজ্ঞাবহ। "This 'fate', moros, like all Homer's words for fate indicates the process by which things are as they are ; and part of the worldly process is time. Led by Achilles, the Achacans now···threaten to take troy "beyond fate" or "before its time" and zeus nas originally allowed the gods to rejoin the war in order that troy might not be so taken. This can only mean that the gods, especially zeus are in a way the keepers of the world process, custodian of time, though they themselves see things not as they happen, but entire, finished."

—Whitman, Homer and the Homeric Tradition

হোমার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সংহত ঐক্য ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং তা তাঁর কবি কল্পনায় দিব্যরূপে উদভাসিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধির শাসন অমোঘ, এ-কথা তিনি প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেন এবং এই উপলব্ধিই গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের—এস্কিলাস ও সোফোক্লিস—হাতে আরো পরিপূর্ণতা লাভ করে।

ছয়

হোমার গ্রীক জীবনে দেবতার মহিমা লাভ করেছেন। এজন্যই উত্তরকালে কবি-বিদ্বেষী প্লেটো তাঁর সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়েও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছেন। "I have always from my earliest years had an awe of Homer and a love for him which even now make the words falter on my lips. He is the great leader and teacher" তাঁর কাব্য 'ডিভাইন পোয়েট্রি'র মর্যাদা লাভ করেছে। কেননা তা গ্রীকবাসীর কাছে স্বর্গের সুষমা বহন করে নিয়ে এসেছে।

এজন্যই তাঁর কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁর ভক্তবৃন্দ—এদের হোমোরিডি বলা হয়—সযত্নে রক্ষা করেছে এবং চারণ কবিরা তাঁর কাব্য আবৃত্তি করে দেশের আপামর জনসাধারণকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে।

তিনি শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাগ্য ও জীবনকে অবলোকন করেছেন এবং সে ভাবেই কাহিনীকে রূপায়িত করেছেন। তিনি কাহিনীর মধ্যে কখনো অনুপ্রবেশ এবং আপন মতামত ব্যক্ত করেননি। কাহিনী আপন গতিতে এবং চরিত্রগুলো তাদের কথা ও কার্যাবলীর মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

এ-কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে তিনি মহাকাব্যের চারণধারা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন এবং সেই ধারা তার মধ্যে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। চারণ কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন, সেই ভাষাই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তা একটি কৃত্রিম ভাষা। হোমারের সমসাময়িককালে সেই ভাষা গ্রীস দেশের কোন অঞ্চলে ব্যবহার হতোনা, সেক্সপীয়রের ইংরেজী তাঁর সময়ে ইংল্যাণ্ডের কোথাও প্রচলিত ছিল না। চারণকবিদের ভাষা নানা আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। তা অনেকটা প্রাচীনপন্থী এবং তার মধ্যে মাইসিনিয়ন রীতি ও নিদর্শন মিলে—যা বহুকাল ধরে লোকমুখে বয়ে এসেছিল। সুতরাং হোমারের ভাষা প্রাচীনপন্থী, কৃত্রিম ও অলঙ্কার বহুল। অথচ ম্যাথু আরনলড বলেছেন তার ভাষা সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট। * এই উক্তি যথার্থ নয়।

কৌতুহলী পাঠকের জন্য ম্যাথু আরনডলের মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করা হলঃ

'The translator of Homer should above all be penetrated by a sense of four qualities of his author—that he is eminently rapid, that he is eminently plain and direct both in the evolution of his thought and in the expression of it, that is, both in his syntax and in his words; that he is eminently plain and direct in the the substance of his thought. that is in his matter and idea ; and finally, that he is eminently noble"

— on translating Homer, P. 9

চারণ-ধারায় হোমারের কাব্য রচিত বলে তিনি প্রচলিত উপাদান—ভাষা ও ছন্দ, উপমা ও অলঙ্কার—ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেছেন। প্রচলিত উপাদানের মধ্যে ব্যক্তিনির্দেশক বিশেষণ—যেমন শুভ্রবাহু এণ্ড্রোম্যাকি, দ্রুত-পদী একিলিস, দীর্ঘকেশী একিয়ানগণ, গম্ভীরনাদী সমুদ্র ইত্যাদি—এবং নাম-ধাম ও বংশ-তালিকাও রয়েছে। এই সকল উপাদান প্রয়োগ করার ফলে একদিকে যেমন শ্রোতাকে সহজে আকৃষ্ট করা যায়, অপরদিকে তেমনি চারণ কবির পক্ষেও রচনা করা সহজ হয়ে ওঠে।

হোমারের মধ্যে পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। তিনি একই ধরণের শব্দ উপমা অলঙ্কার ও বিশেষণ বার বার ব্যবহার করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন তাঁর পক্ষে রচনা করা সহজসাধ্য, অপরদিকে তেমনি শ্রোতার পক্ষেও কি হবে অনুধাবণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, পরিচিত বিষয়ের মাধ্যমে শ্রোতার আনন্দও বৃদ্ধি পায়। এ যেন অনেকটা সংগীতের মতো। সংগীতের মধ্যে পুনরাবৃত্তি শ্রোতার আনন্দ বৃদ্ধি করে। এই পুনরাবৃত্তির ফলে শ্রোতা সহজে অনুধাবন করতে পারে কোন বিষয়টি প্রয়োজনীয়।

অধিকন্তু হোমারের সম্পূর্ণ কাব্য একসাথে কখনও আবৃত্তি করা হতো না,—অংশবিশেষ মাত্র আবৃত্তি করা হতো। সেইজন্য পুনরাবৃত্তির ফলে পূর্বশ্রুত কাহিনী স্মরণ করা সহজসাধ্য হতো। চারণ-ধারায় রচিত কাব্যে এই পুনরাবৃত্তি লক্ষনীয় নয় কিন্তু লিখিত সাহিত্যে তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। হোমারের কাব্যে এই পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত প্রকট।

হোমারের সব পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ—অনেকটা বক্তৃতার মতো। এর হেতু এই যে হোমারের কাব্য আবৃত্তি করার জন্য রচিত এবং সংক্ষিপ্ত সংলাপ আবৃত্তি এবং শ্রোতার জন্যে অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। সেইজন্য হোমারের কাব্যে দীর্ঘ অংশ—পাঁচ ভাগের তিন ভাগে—জুড়ে আছে বক্তৃতার মতো দীর্ঘ সংলাপ। ইলিয়ড এবং ওডিসির প্রতিটিতে

প্রায় পঁচাত্তরটি করে সবাক চরিত্র এবং অসংখ্য সংলাপ আছে। কিন্তু কোন দুইটি সংলাপ এক রূপ নয়—প্রতিটি সংলাপ অভিনব। এবং এই কৃতিত্ব একান্তভাবে হোমারের।

একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে স্বতঃই জাগতে পারে এবং তা এই যে, হোমার যদি আর সকল চারণ কবির মতো প্রচলিত উপকরণ নিয়ে এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে কাব্য রচনা করে থাকেন তা হলে কবিরূপে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়ত্ব কোথায়। প্রচলিত উপাদানকে নতুন করে বিন্যাস করার অর্থাৎ নতুন করে কাহিনী বলার মধ্যেই হোমারের কৃতিত্ব। তার মতো এমন সুন্দর করে কাহিনী আর কেউ বলতে পারেননি এবং সেই কাহিনী বলতে গিয়া তিনি প্রচলিত উপাদান—শব্দ, উপমা অলঙ্কার বিশেষণ ইত্যাদি—নতুন করে সজ্জা করেছেন। এবং নতুন করে সজ্জা করার মধ্যে তাঁর কবি শক্তি ও কবি কল্পনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

শব্দ প্রয়োগে হোমার অতুলনীয় শিল্পী। তাঁর শব্দসম্ভার উজ্জ্বল ও দীপ্ত। তিনি শিল্পের যাদু দিয়ে শব্দকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এবং তা আমাদের কল্পনায় উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। পাহাড়ে দাবাগ্নি সমুদ্রতটে ভেঙ্গে পড়া কল্লোল, আইডা পর্বতে জিউস ও হিরার শয্যার জন্য সদ্য ফুটেউঠা ফুল, এ সবই আমাদের মানসপটে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম হেলেনের দিকে তাকায়ে বলছে 'No wonder the young men fight for her।" তখন ভুবন মোহিনী হেলেনের সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের গভীর প্রতীতি জন্মায়।

হোমারের রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপমার প্রয়োগ। Samul E. Bassett বলেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে হোমারের সর্বাপেক্ষা অবদান উপমার ব্যবহারে। হোমারের কাছে উপমার আয়তন দুই থেকে চৌদ্দ পংক্তির মধ্যে। উপমা অনেক সময় দীর্ঘ হওয়ার হেতু এই যে, সম্পূর্ণ চিত্রটি যেন শ্রোতার মানসপটে ভেসে ওঠে এবং শ্রোতাকে যেন কষ্ট করে কিছুই অনুধাবন করতে না হয়। প্রতিটি উপমাকেই এক একটি সংক্ষিপ্ত গীতি কবিতা বলে অভিহিত

করা যায়। ইলিয়ডে উপমার সংখ্যা ওডিসির তুলনায় প্রায় চারগুণ এবং এই একটি কারণে বলা যেতে পারে, ইলিয়ড ওডিসি অপেক্ষা কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট।

হোমারের কাব্যে মানুষের মধ্যে যে শৌর্য বীর্য তাই রূপায়িত হয়েছে এবং তা করতে গিয়ে কবি এদিকে অরণ্যের সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র পশু অপরদিকে সমুদ্র অগ্নি বায়ু ইত্যাদি প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর শক্তির উপমা বার বার প্রয়োগ করেছেন। একই ধরনের উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যেন শ্রোতা সহজে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়।

সিংহ ব্যাঘ্রের বিক্রম তাঁর কবি কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছে। তাই বীর ইনিসের তুলনা দেয়া হয়েছে সিংহের সাথে। একীয় সৈন্যগণ প্যাণ্ডারাসের শবদেহ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে, এইভয়ে ইনিস ঢাল বর্শাসহ শকট থেকে লাফিয়ে পড়ল। তখন সে শক্তিমত্ত সিংহের মতো ভীষণ হুঙ্কার ছেড়ে শবদেহ আগলে রইল ঢাল বর্শাসহ যে কোন আগন্তুককে বাধা দেয়ার সঙ্কল্প নিয়ে

To guard his slaughtered friend AEneas flies.
His spear extending where the carcass lies;
Watchful he wheels protects it every way.
As the green lion stalks around his prey.

Iliad—Book v

trans—pope

যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের নিষ্ঠুরতা ও রক্তলোলুপতা দেখানোর জন্যে ব্যাঘ্রের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। মৃতদেহকে আয়ত্ত করবার জন্যে ট্রজান ও একিয়ানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। নেকড়ে বাঘের মতো তারা পরস্পরের উপর লাফিয়ে পড়ে। মানুষ মানুষকে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকে।

Trojans and greeks now gather round the slain,
The war renews, the warriors bleed again ;
As o'er their prey rapacious wolves engage,
Man dies on man, and all is blood and rage.

Iliad—Book iv

Trans—Pope

বীররস সঞ্চারিত করতে হোমার যেমন একদিকে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র পশুর উপমা আহরণ করেছেন তেমনি অপরদিকে বায়ু, ঝড়-ঝঞ্ঝা সমুদ্র, অগ্নি ইত্যাদি প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী শক্তির তুলনা দিয়েছেন।

আইরিস দেবীর গতিকে বলা হয়েছে ঘূর্ণিবায়ুর গতিসম্পন্না। অগ্রয়মান সৈন্যদলের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে বায়ু তাড়িত বিশাল তরঙ্গরাশির সাথে। দানান বাহিনী ব্যাটেলিয়নের পর ব্যাটেলিয়ন অবিরামভাবে যুদ্ধে এগিয়ে চলল—যেমন করে বায়ুতাড়িত বিশাল তরঙ্গরাশি একের পর এক প্রচণ্ড বেগে প্রতিধ্বনিময় সমুদ-সৈকতে আছড়ে পড়ে। এই তরঙ্গের চূড়া প্রথমে উত্থিত হয় দূরে গভীর সমুদ্রে, তারপর সগর্জনে কাষ্ঠখণ্ডে প্রতিহত হয়ে কিংবা কোন খাড়া পাহাড়ে বৃত্তাকারে ভেঙ্গে পড়ে সাগর-বক্ষকে করে তুলে ফেনিল। যুদ্ধ-নায়কদের প্রত্যেকে নিজ নিজ সৈন্যদলকে উচ্চস্বরে দিতে লাগলেন নির্দেশ, আর সৈন্যদল নীরবে এগিয়ে যেতে লাগল। নায়কদের নির্দেশ মেনে তারা নীরবে বোবা সৈন্যের মতো এসে দাঁড়াতে লাগল তাঁদের পিছনে। চলাকালে তাদের দেহের ধাতুনির্মিত বর্মগুলি ঝলমল করে উঠল।

As when the winds, ascending by degrees,
First move the whitening surface of the seas,
The billows float in order to the shore,
The wave behind rolls on the wave before,
Till, with the growing storm, the deeps arise,
Foam o'er the rocks, ard thunder to the skies.
So to the fight the thick battalions throng,
Shields urged on shields, and men drove men along
Sedate and silent move the numerous bands,
No sound, no whisper, but the chief's commands,
Those only heard, with awe the rest obey,
As if some god had snatched their voice away.

The Iliad, Book iv

হোমার বীররসের উদ্বোধন করতে গিয়ে অরণ্যের হিংস্র পশু—সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি—এবং প্রকৃতির ভয়ালরূপ—ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিব্যাত্যা ইত্যাদি—এর উপমা বার বার দিয়েছেন। কিন্তু ইলিয়ড কাব্যের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত অগ্নির উপমা প্রসারিত। এ-কাব্যে অগ্নির উপমা দেয়া হয়েছে বিভিন্নরূপে এবং তা কাব্যের মূল বিষয়কে—বীরোচিত আবেগ ও মৃত্যু—সুস্পষ্ট করে তুলতে সহায়তা করেছে। প্রতিটি অগ্নিশিখা, যেভাবেই অঙ্কিত হোক না কেন, ট্র্যাজিক সিম্বলে রূপান্তরিত হয়েছে। অগ্নির উপমা দিয়ে ক্রোধ, মৃত্যু, বীরোচিত মহিমা, ট্রয়ের ধ্বংস, এমন কি দেবত্ব বোঝানো হয়েছে।

এ কাব্যের প্রথমে অগ্নি শেষেও অগ্নি। অগ্নির উপমা দিয়ে কাব্যের শুরু এবং শেষ। অগ্নির কথা আমরা প্রথমে জানতে পারি, ক্রাইসেসের প্রার্থনায়। সে এপোলো দেবতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে উৎসর্গের কথা। তারপরে একিয়ানদের শিবিরে চিতা জ্বলে ওঠে—এপোলোর অভিশাপে যাদের মৃত্যু ঘটেছে তাদের দাহ করার জন্যে। কাব্যের শেষ দুইটি সর্গে আছে শুধু উৎসর্গ এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। প্যাট্রোক্লাসের মৃত আত্মা শান্ত হতে না হতেই আবার হেক্টরের চিতা জ্বলে ওঠে এবং এখানেই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ-কাব্যে অগ্নির উপমা দেয়া হয়েছে দেবতার নামে নানাবিধ খাদ্য, মদ ও পশু উৎসর্গ এবং চিতা অবলম্বন করে। এই উৎসর্গের ভাবটি শেষ অবধি ধ্বংসের দ্যোতনা বহন করেছে। একিলিস থেকে পলায়মান হেক্টরের দিকে তাকিয়ে জিউস বলেছে,

My heart mourns for Hector who burned
many thighs of bulls
On the peaks of Ida of the many glens, and
sometimes in the acropolis.
Now divine Achilles pursues him with swift
feet round priam's city.

যে হেক্টর দেবতার নামে যেখানে এত উৎসর্গ করেছে, সেখানেই সে মৃত্যুর সম্মুখীন—কেননা একিলিস তাকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে এবং সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার সাধ্য তার নেই। সুতরাং মৃত্যু তার অনিবার্য। যে এত উৎসর্গ করেছে, সেই উৎসর্গিত হতে যাচ্ছে এবং তা দেবরাজ জিউসকে বিচলিত করে তুলেছে।

শেষ অবধি উৎসর্গ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক হয়ে গেছে। প্যাট্রোক্লাসের চিতায় বার জন ট্রজান তরুণকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই বারজন তরুণকে চিতার জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দেয়া হয়েছে। উৎসর্গ এবং চিতার উপমা বারবার প্রয়োগ করে হোমার জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে মৃত্যু তাই উদ্‌ঘাটিত করেছেন এবং তা প্রতীকে পর্যবসিত হয়েছে।

ইলিয়ড কাব্যের সর্বত্র অগ্নি। ঝগড়ার সময়ে আগামেমননের দৃষ্টিতে অগ্নি ঝরে। রাজার বিজয়ের আশায় আমরা জ্বলন্ত ট্রয়ের লোল শিখা দেখতে পাই। যদিও কাব্যের মধ্যে ট্রয়ের ধ্বংস দেখানো হয়নি, তবুও তা আমাদের মানসপটে সব সময় ভেসে ওঠে। অগ্রয়মান সেনাদলের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে বনের দাবাগ্নির। উজ্জ্বলাক্ষী এথেনা অলিম্পাস পর্বত থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করে উল্কার মতো, আবার সে কখনো জ্বলন্ত রথে করে আবির্ভূত হয়। ক্রোধ, ধ্বংস, বীরোচিত সাহস ও সম্মান সবই অগ্নির উপমা দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

হেক্টর যখন জাহাজে অগ্নিসংযোগ করার ভয় দেখায় তখন তাকে জ্বলন্ত ঈগলের মতো মনে হয়। এমন কি নামগুলো পর্যন্ত অগ্নির সমার্থক বাচক শব্দ। হেক্টরের রথের ঘোড়ার নাম হ'ল—প্রজ্জ্বলন্ত শিখা (Aithon) এবং মশাল (Lampus)। প্যাট্রোক্লাস ট্রজানদের জাহাজ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যাকে প্রথম হত্যা করেছে তার নাম হ'ল pyraichmes--যার মানে জ্বলন্ত বর্শার ফলক।

এ-কাব্যের মূল উপজীব্য একিলিসের ক্রোধ এবং তা মূলতঃ অগ্নির উপমার মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়েছে। নায়ক একিলিসের গতিবিধি অগ্নির

মতো, আবার কখনো তার দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। একিলিস ক্রোধে অগ্নির মতো জ্বলতে থাকে। যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে তার চোখ থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তার বর্ম যেন নক্ষত্রের মতো। তার শিরস্ত্রাণ যেন উত্তরে ব্যাত্যা-তাড়িত দ্রুতবেগে ধাবমান ঘন মেঘপুঞ্জের মতো উজ্জ্বল। তার অস্ত্র সমূহের ঔজ্জ্বল্যে আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে। অগ্নিদেবতা হেফাস্টাস তার যে ঢাল তৈরী করে দেয় তা স্বর্গের আগুনে তৈরী। তার যুদ্ধাস্ত্রের দিকে তাকাতে মিরমিডনরা পর্যন্ত ভীত হয়ে ওঠে। অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত একিলিস যেন সূর্য দেবতা হাইপেরিয়নের মতোই উজ্জ্বল ও দীপ্ত।

একিলিস যখন ট্রয়ের দিকে দ্রুত গতিতে দৌড়ে আসে তখন বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামই তাকে সর্বপ্রথম দেখে। যখন সে দৌড়ে আসে, তার বুকের উপর ব্রোঞ্জমণ্ডিত যুদ্ধাস্ত্রগুলো জ্বলতে থাকে শরৎকালীন সন্ধ্যা তারার মতো—যাকে বলা হয় কালপুরুষের কুকুর। এ-তারকা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বটে, কিন্তু এটা মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে আসে—এর প্রভাবে দুর্ভাগা মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়।

Rushing over the plain, gleaming bright as a star,
The star that Comes in autumn, and emi ently its fires
Shine in the darkness of hight, among the many stars,
That one they can by the name, Dog of orian;
Brightest it is, and fashioned for a toker of evil,
And brings much fever on suffering mo tals

একিলিস শরৎকালীন তারকার মতোই উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান বটে, কিন্তু এই তারকার মধ্যে যেমন অভিশাপ আছে, তেমনি একিলিসও সমগ্র ট্রয় বাসীর জন্য মস্তবড় অভিশাপ বহন করে নিয়ে এসেছে। তার হাতে অচিরেই বীর হেক্টরের মৃত্যু ঘটবে, ফলে ট্রয়ের ধ্বংস ঘনিয়ে আসবে। এ-ভাবেই তার ক্রোধ হবে নির্বাপিত।

যেমন একিলিসের ক্রোধ তেমনি জিউসের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে মূলতঃ অগ্নির উপমা দেয়া হয়েছে। জিউসের অভিপ্রায় দেখা দিয়েছে বজ্ররূপে।

সারারাত ধরে দীর্ঘকেশ একীয় সৈন্যরা খানা-পিনায় মেতে আছে। ওদিকে নগরের ভেতরে ট্রজানরা ও তাদের মিত্রবর্গ তাই করে। কিন্তু সারা রাত ধরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি জিউস, মনে মনে এদের অশুভ কামনা নিয়ে, বজ্রগর্জনে তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে।

All night long then the long-haired Achaeans feasted,
And the Trojans also in the city, and their allies ;
And all night long zeus the Councillor was planning
evil against them,
Terribly thundering; and pale fear seized them,

এখনো জিউস সিদ্ধান্ত নেয়নি কোন পক্ষে যোগদান করবে। কিন্তু পরদিন ভোরে দাঁড়ি-পাল্লা মেপে নিয়তির নির্দেশ জানা গেল—একিয়ানদেরই পরাজয় হবে। তাই আইডা পর্বত থেকে বজ্রপাত করে জিউস একিয়ানদের মনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার করে।

Long as the moring beams, increasing bright,
o'er heaven's clear azure spread the sacred light,
Commutual death the fate of war canfounds,
Each adverse battle gored with equal wounds.
But when the sun the height of heaven ascends,
The sire of gods his golden scales suspends,
With equal hands : in these explored the fate
Of Greece and Troy, and poised the mighty weight ;
press'd with its load, the grecian balance lies
Low sunk on earth, the Trojan strikes the skies
Then jove from Ida's top his horrors spreads ;
The clouds brust dreadful o'er grecian heads;
Thick lightnings flash; the muttering thunder rolls.
Their strength he withers, and unmans their souls.

Iliad, Book VIII

এক্ষিয়ানদের চিত্তে ত্রাস-সঞ্চারের আরো একটি হেতু আছে এবং তা এই যে তাদের বীর নায়ক একিলিস নিষ্ক্রিয়। এখানে দেবতার সক্রিয়তা এবং একিলিসের নিষ্ক্রিয়তা, এই দুই মিলে এক হয়ে গেছে। একিলিসের যুদ্ধে যোগদানের অনিচ্ছাই জিউসের ইচ্ছা রূপে প্রকাশিত হয়েছে।*

বজ্র জিউসের ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং তা কখনো তর্ৎসনারূপে, আবার কখনো বা বিজয়ের শুভ সংকেত রূপে দেখা দিয়েছে। ডায়োমিডিস জয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ট্রজানদের ধ্বংস করতে তৎপর হয়ে ওঠে। জিউস বজ্রধ্বনি করে তাকে থামিয়ে দেয়। আবার সেই বজ্রই হেক্টরের কাছে বিজয়ের শুভ সংকেত বহন করে নিয়ে আসে।

সুতরাং ইলিয়ডে অগ্নির উপমা বিচিত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই উপমা প্রয়োগ করতে গিয়ে কবি যে আশ্চর্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা হুইটম্যান দেখিয়েছেন। হোমার শ্রোতাদের কাছে পুরাকালের এক কাহিনী বলতে গিয়ে পরিচিত ও প্রাত্যহিক জীবন থেকেও উপমা আহরণ করেছেন। শ্রোতার মনে বৈচিত্র্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পারিবারিক জীবন, কৃষি-কর্ম, হস্তশিল্প ইত্যাদিরও উপমা দিয়েছেন এবং তা বীররসের পরিপন্থী শান্তরসের উদ্বোধক।

ইলিয়ড কাব্যে মেনিলাসের প্রতি ছোড়া বাণ যখন মিনার্ভা সরিয়ে দেয় তখন পারিবারিক জীবনের স্নেহ-মধুর রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

As when a mother from her infants cheek
wrapt in sweet slumbers, brushes off a fly.

সংগ্রামরত একিয়ান ও ট্রজানদের বোঝাতে গিয়ে তিনি শস্য কাটার উপমা দিয়েছেন এবং তা একান্তভাবে কৃষিনির্ভর জীবনের পরিচয় বহন করে। শস্য-কাটা শ্রমিকরা যেমন উর্বর শস্য ক্ষেতে বিপরীত দিক থেকে শস্য কাটতে শুরু করে এবং সমস্ত ক্ষেত্র একেবারে সাফ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত

---

* হুইটম্যান বলেছেন, "Homer depend on human promptings for their deeds ; their knowledge is independent and transcedent, but their action as a rule is immanent in human action orcharacter."

—Homer and the Heroic tradition.

বোঝায় বোঝায় গম অথবা যব কেটে নিয়ে এসে ফেলতে থাকে, ট্রজান এবং একিয়ানরা সেইভাবে ধ্বংসের সংকল্প নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে।

As sweating reapers in some wealthy field,
Raug'd in two bands, their crooked weapons wield
Bear down the furrows till their labours meet,
Thick fall the heapy harvests at their feet;
So greece and troy the field of war divide
And falling ranks are strew'd on every side.

Iliad—Book XI

হোমার কোন নীতি বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে কাব্য রচনা করেন নি। কেননা তিনি যে জীবনের জয়গানে মুখরিত, তাতে নীতি বা আদর্শের কোন স্থান নেই। তবু তিনি মহৎ কবি বলেই তাঁর অতল-গভীর দৃষ্টিতে জীবনের গভীরতম সত্য উদ্‌ভাসিত হয়েছে। মানবজীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যৌবনে মানুষ এত সুন্দর, কিন্তু তা সহসা ম্লান হয়ে ঝরে পড়ে যায় বৃক্ষ পত্রের মতো।

Like leaves on trees the race of man is found,
Now green in in youth, now withering on the ground.

মহাকালের তুলনায় মানব জীবন অত্যন্ত সংকীর্ণ। যে মুহূর্তে আমরা জন্ম গ্রহণ করি, সে-মুহূর্তেই মৃত্যুর জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে। মানব জীবনের এই সংক্ষিপ্ততাকেই হোমার বৃক্ষ পত্রের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন এবং এই উপমাটিকে আরও বিস্তৃত করে বলেছেন :

As are the leaves, so is the race of man—
Leaves that the wind now sheds upon the ground,
But others sprout through all the greening grove.
with spring renewed. Such is the race of men,
Now born to life, now fading to decay.

ম্যাথুআরণলড হোমারের কাব্যে দ্রুত গতিবেগ লক্ষ্য করেছেন এবং এই দ্রুততা বা প্রবহমানতা দেখা দিয়েছে হেক্সামিটার ছন্দ প্রয়োগের

ফলে। এই ছন্দের মধ্যে আছে যাদু। কেননা এই ছন্দের মধ্যে যে সংগীত আছে তা শ্রোতাকে মুগ্ধ, আবিষ্ট ও বিমোহিত করে এবং সংগীত স্রোতে শ্রোতার মন ভেসে বেড়ায়। হোমারের হেক্সামিটারের সাথে তুলনা হতে পারে এমন ছন্দ জগতে নেই।

হোমারের মধ্যে আরও একটি বিশেষ গুণ লক্ষণীয়, যাকে বলা যেতে পারে মহৎ—ম্যাথু আরনলডের কথায় 'noble'। তাঁর পটভূমি বিরাট। স্বর্গ, মর্ত ও নরক এই বিপুল বিশ্বের পটভূমিতে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর চরিত্র, ঘটনা ও আবেগ সবই বিশাল। একিলিসের চরিত্র এবং তার আদিম আবেগ কখনো রঙ্গমঞ্চের সংকীর্ণ পরিধিতে ধরবার নয়। হোমারের সকল চরিত্রই সাধারণের চাইতে মাপে অনেক বড়ো। তারা বাঁচে এবং ভয়ংকর ভাবে বাঁচে। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আবেগ সবই আদিম ও প্রবল। সাধারণ মানুষসুলভ তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতার দ্বারা তারা ম্লান হয়নি।

হোমারের কাব্যে বিষয়বস্তুর রূপায়ণ ঘটেছে মহৎভাবে এবং তা রচনা শৈলীতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে এই মাহাত্ম্য লক্ষ্য করেই শেলী তাঁকে সেক্সপীয়রের উর্ধে স্থান দিয়াছেন। "As a poet Homer must be acknowledged to excel shakespeare in the truth, the harmony, the sustained grandeur, the satisfying completeness of his images.

—Essays, Vol. 1

গ্রন্থপঞ্জী

Aristotle—Poetics
Abercrombie—The Epie
Ker—Epic and Romance
I. A. Scott—The Unity of Homer
Whitman—Homer and the Heroic Tradition
J. B. Bury—History of Greece
Gilbert Murray—A History of Ancient Greek literature

Alexander Pope—The Iliad
" —The odyssey
E. V. Rieu—The Iliad
" The odyssey
Matthew Arnold—On translating Homer
E. T. owen—The story of the Iliad
George steiner and Robert Fagles—Homer
Shelly—Essays Vol. 1
Tennyson—Ulysses
James Joyce – Ulysses
Nikos kazantzakis—The odyssey : A Mordern sequel
Robert graves—The greek myths (vol. i & ii)
Edith hamilton—The greek way
রাজশেখর বসু—রামায়ণ
—মহাভারত
আবুল কালাম শামসুদ্দিন—ইলিয়ড
Encyclopaedia Britanica
The compact Encyclopaedia vol. 111